উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবনাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পনা (আইপিপি)

ফেইজ-১ (সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলা)-র জন্য প্রণীত

চূড়ান্ত সংস্করণ

ইউএনডিপি, বাংলাদেশ
অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশের সময়কালঃ ৩০ দিন

ইউএনডিপি বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিসে লিখিত মন্তব্য পাঠান
আইডিবি ভবন, ১৮ তলা, ইউএন অফিস,
ই/৮-এ, বেগম রোকেয়া সরণী,
ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
(registry.bd@undp.org)

সূচীপত্র

১। সারসংক্ষেপ (Executive Summary) 4

২। প্রকল্পের বিবরণ(Project Description) 6

৩। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বর্ণনা (Description of Indigenous Peoples) 9

৪। মৌলিক অধিকার এবং আইনি কাঠামোর সারাংশ(Summary of substantive rights and legal framework).....15

৪.১। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অধিকারের আইনি কাঠামো(Legal Framework of IP's rights in Bangladesh) 15

৪.২। ইউএনডিপির সামাজিক এবং পরিবেশগত মান ৬: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (UNDP's Social and Environmental Standard 6: Indigenous Peoples).....16

৪.৩ জিসিএফ এর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংক্রান্ত নীতিমালা(GCF's Indigenous Peoples Policy).....17

৪.৪ সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ এবং সীমাবদ্ধতা পূরণের ব্যবস্থা (Gap analysis and gap filling measures).....17

৫। সামাজিক এবং পরিবেশগত মূল্যায়ন এবং প্রশমন ব্যবস্থার সারাংশ (Summary of Social and Environmental Assessment and Mitigation Measures) 17

৫.১ প্রকল্পের ESMF ২০১৭ (Project's ESMF 2017).....18

৫.২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর উপর প্রকল্পের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য প্রভাব (Risks and potential impacts of the project on the Indigenous Peoples**)**.....18

৫.৩ ঝুঁকি প্রশমন কর্ম পরিকল্পনা (Risk mitigation action plan) 22

৬। প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতিগ্রহণ (FPIC) প্রক্রিয়া (Participation, Consultations and FPIC Processes).....24

৬.১ প্রশমন ব্যাবস্থা ২,৩ এবং ৪ এর জন্য FPIC প্রক্রিয়া (FPIC processes for mitigation measures 2,3&4).....24

৬.২ ইতিবাচক কর্ম এবং এই আইপিপি জন্য FPIC গ্রহণে যে জনসম্পৃক্ততা পরিচালিত হয়েছে (Engagements conducted to obtain FPIC for affirmative actions and this IPP).....26

৭। উপযুক্ত সুবিধাসমূহ (Appropriate Benefits).....28

৮। সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (Capacity building and institutional development).....28

৮.১। কয়রায় মুন্ডা সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (Capacity Building and Institutional Development of Munda Organizations in Koyra) 29

৮.২। শ্যামনগরে মুন্ডা সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (Capacity Building and Institutional Development of Munda Organizations in Shyamanagar).....30

৯। অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (Grievance Redress Mechanisms).....30

৯.১ সাধারণ বিধান (General Provisions) 30

৯.২। অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (জিআরএম)-এ মুন্ডাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা (Targeted provisions to ensure access of the Munda to the GRM) 34

১১। মনিটরিং, রিপোর্টিং এবং মূল্যায়ন (Monitoring, Reporting and Evaluation) 37

১২। বাজেট এবং অর্থায়ন (Budget and Financing).....39

সংযুক্তি ১: বেসলাইন স্টাডি (২০২০) পরিচালনার সময় মুন্ডা পরিবারগুলোর সাথে প্রাথমিক আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ (Initial engagements with Munda HHs in the context of baseline study 2020) 41

সংযুক্তি ২: ভিত্তি জরিপ (Baseline study).....43

সংযুক্তি ৩: মুন্ডা সম্প্রদায়ের সাথে আইপিপি জাচাই-বাচাই করণ (Validation of IPP with Munda communities) 59

সংযুক্তি ৪: আইপিপির খসড়া প্রণয়নে মুন্ডা সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা (Engagements in the context of drafting IPP)....78

সংযুক্তি ৫: স্বাক্ষরিত FPIC পরামর্শ প্রতিবেদন (Signed FPIC Consultation Reports) 119

১। সারসংক্ষেপ (Executive Summary)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তীব্র ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মাত্রা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মিঠা পানির এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশকে ত্বরান্বিত করছে। এই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মাটি এবং জলের লবণাক্ততা স্বাদুপানি-নির্ভর কৃষি জীবিকাকে (জমির উৎপাদনশীলতা বা জীবিকা হ্রাসের অন্যতম কারন) এবং বিপদাপন্ন উপকূলীয় জনগোষ্ঠীতে পানীয় জলের প্রাপ্যতা এবং গুনমানের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে। পানীয়-জলের নিরাপত্তা, পারিবারিক পর্যায়ে সহনশীলতা এবং আঁথ-সামাজিক প্রান্তিকরনে নারীদের গুরুত্বর্পূণ ভূমিকার প্রেক্ষিতে, এই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত হুমকিগুলি অসামঞ্জস্যর্পূণভাবে নারী এবং মেয়েদের প্রভাবিত করে।

জিসিএফ–ইউএনডিপি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো "জলবায়ু পরির্বতনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলা করার জন্য উপকূলীয় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা" এবং জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপদাপন্ন পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদানে বাংলাদশে সরকারকে (জিওবি) সহায়তা প্রদান করা। মূল র্কাযক্রমগুলি নিম্নলিখিত তিনটি আউটপুটকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেমন - ১) নারীদের উপযোগী জলবায়ু-সহনশীল জীবিকার মাধ্যমে নারী তথা উপকূলীয় কৃষি সম্প্রদায়ের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ২) সারা বছরব্যাপী নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ পানীয়জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং ৩) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে উপকূলীয় জনগোষ্ঠির জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি সর্ম্পকিত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা (আরো বিশদ বিবরণের জন্য অধ্যায় ২ দেখুন)। প্রকল্পের প্রথম ধাপে, এই আইপিপিটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় জেলা খুলনা এবং সাতক্ষীরার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ৩৯টি ইউনিয়নের (সাতক্ষীরায় ১৮টি এবং খুলনায় ২১টি) মোট ১০১টি ওয়ার্ডকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় দেশ যেখানে ৪৫টিরও বেশি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গোষ্ঠী এবং প্রায় ২৫ লক্ষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণ বসবাস করে। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময়। জিসিএ প্রকল্প এলাকায় মুন্ডা, মাহাতো, বাগদি এবং রাজবংশী সম্প্রদায় সাধারণত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সাথে সর্ম্পকিত বৈশিস্ট্যগুলি ধারন করে [ইউএনডিপি সামাজিক ও পরিবেশগত মান (এসইএস)-৬ ও ৫]। যদিও বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মানুষ" শব্দটি ব্যবহার করে না কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্টান বিল (২০১০) এর অধীনে বাংলাদেশ এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়গুলিকে "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" বা "ক্ষুদ্র জাতিগত সম্প্রদায়" হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলায় মিলিতভাবে ১,০০৯ টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার (মোট পরিবারের ০.১৯%) রয়েছে। প্রকল্পের ফেইজ-১ এর অধীনে কর্মরত ১০১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ০৭ টি ওয়ার্ডের ০৭ টি গ্রামে ১২৫টি মুন্ডা পরিবার বসবাস করে।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল তাদের মানবাধিকারের (আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার; ভূমি, সম্পদ এবং সেবাগুলিতে প্রবেশাধিকার এবং ঐতিহ্যগত জীবিকা ও সংস্কৃতির অনুশীলন) প্রতি পূর্ণ সমর্থন করা এবং জন সমর্থন বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের কার্যক্রমগুলি যেগুলি তাদেরকে ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করতে পারে এরকম কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের সম্পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিশেষে, প্রকল্পটি তার পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF) এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো (IPPF) এর মধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কার্যক্রমগুলি যেগুলি শুধুমাত্র বাস্তবায়নের পূর্বে প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং যেগুলি তাদের অধিকার, জমি, অঞ্চল, সম্পদ এবং ঐতিহ্যগত জীবিকাকে প্রভাবিত করে। ESMF এবং IPPF -এর দিক-নির্দেশনাগুলিকে আরও বিশদ এবং কার্যকরভাবে বাস্তনায়নের জন্য, প্রকল্পটি ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সাথে নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের পরিকল্পনা (আইপিপি) প্রণয়ন করেছে (অধ্যায় ৬ দেখুন)। এই আইপিপি, যা প্রকল্পের সকল কম্পোনেন্ট এবং কার্যক্রমসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে মুন্ডা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজস্ব উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির সাথে সমন্বয় করে প্রণীত যাতে প্রকল্পের কার্যক্রম তাদের সংস্কৃতির সংগে সংগতিপূর্ণ হয় এবং প্রকল্পের সুবিধাসমূহ ন্যায়সঙ্গত এবং সম-অধিকারের ভিত্তিতে সরবরাহ করা যায়। এটি মুন্ডা সম্প্রদায়কে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্পের অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (GRM), UNDP-এর স্টেকহোল্ডার এবং জবাবদিহিতা মেকানিজম এবং GCF-এর স্বাধীন অভিযোগ নিরসন পদ্ধতিতে সমান এবং সাংস্কৃতিকভাবে-উপযুক্ত পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

IPP (আরো বিস্তারিত জানার জন্য অধ্যায় ৫ দেখুন) নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি চিহ্নিত করেছে:

ঝুঁকি	ঝুকির সম্ভাবনা	ঝুকির প্রভাব	ঝুকির মাত্রা
ঝুঁকি ১ (কর্মসূচী ১.১ এর সাথে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত): জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্পের সুবিধাভোগী হওয়ার সত্ত্বেও মুন্ডা নারীদের গ্রুপের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হতে পারেন কারন তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থাগুলিতে অ-প্রতিনিধিত্ব, দুর্বল অবস্থান, সমাজের গ্রুপগুলি থেকে তাদের বাদ দেয়া এবং তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রকাশ-প্রচার কম।	**মাঝারি সম্ভাবনা**	**মধ্যবর্তী**	**মাঝারি**

ঝুঁকি	ঝুকির সম্ভাবনা	ঝুকির প্রভাব	ঝুকির মাত্রা
ইতিবাচক পদক্ষেপ ছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত লবণাক্ততার কারণে অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণদের মত মুন্ডা মহিলারা প্রকল্প থেকে সমানভাবে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম।			
ঝুঁকি ২ (কর্মসূচী ১.১ এবং ৩ এর সাথে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত): প্রকল্পটি জীবিকার সহায়তা কার্যক্রমের জন্য জমি লিজ নেওয়ার ক্ষেত্রে দলগুলিকে সহায়তা করবে। যেহেতু মুন্ডা পরিবারের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ব্যবহৃত জমি এবং সম্পদের কোনো আইনি অধিকার নেই, তাই এই জমিগুলিকে দলীয় কর্মকান্ডের জন্য লক্ষ্য করার ঝুঁকি রয়েছে। এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি এবং আরও দরিদ্রতা বাড়তে পারে।	**মাঝারি সম্ভাবনা**	**মধ্যবর্তী**	**মাঝারি**
ঝুঁকি ৩ (কর্মসূচী ২.১ এবং ৩ এর সাথে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত): তাদের বর্তমান দুর্বল অবস্থা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে তাদের বাইরে রাখার কারণে, ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের পরিবারভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং/অথবা পাড়া ভিত্তিক এবং/অথবা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত পানীয় জল সরবরাহে সমান সুযোগ পাবে না। এই ঝুঁকি তাদের প্রান্তিকতাকে স্থায়ী করতে পারে এবং পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়াতে পারে।	**মাঝারি সম্ভাবনা**	**মধ্যবর্তী**	**মাঝারি**
ঝুঁকি ৪ (কর্মসূচী ২.২ এর সাথে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত): প্রকল্পটি শুধুমাত্র সরকারি জমিতে কমিউনিটি এবং প্রাতিষ্ঠানিকভিত্তিক সুপেয় পানি ব্যবস্থার নির্মাণ ও পরিচালনা ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যাইহোক, এমন উদাহরণ থাকতে পারে যেখানে বেসরকারি জমি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, উক্ত কমিউনিটি এবং প্রাতিষ্ঠানিকভিত্তিক পানির স্থাপনাগুলি ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন এবং/অথবা মুন্ডা পরিবার/সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত জমিগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।	**মাঝারি সম্ভাবনা**	**মধ্যবর্তী**	**মাঝারি**

এই ঝুঁকিগুলি এড়াতে এবং মোকাবেলা করতে, প্রকল্পটি নিম্নলিখিত প্রশমন ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়ন করেঃ

১। যে সকল গ্রাম এবং ওয়ার্ডে ঐতিহ্যগতভাবে মুন্ডা সম্প্রদায় বসবাস করে সেখানে প্রকল্পের সমস্ত পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে মুন্ডাদের অন্তর্ভুক্তকরনের ব্যবস্থা করা।

২। মুন্ডাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যাতে তারা যে ওয়ার্ডে/গ্রামে বসবাস করেন সেখানে প্রকল্প কার্যক্রমের (জীবিকা সহায়তা কার্যক্রম এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা) জন্য নির্ধারিত সমস্ত জমি নির্বাচনে তাদের উদ্বেগ এবং দাবিগুলি উত্থাপন করতে পারে। ধরাযাক, তারা কোনো নির্দিষ্ট জমিতে প্রথাগত মালিকানা বা তাদের সংশ্লিষ্টতা দাবি করে। সেক্ষেত্রে, প্রকল্পটি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পকে অর্থায়ন করবে যদি এই জমির সাথে সংযুক্ত মুন্ডা পরিবারগুলি তাদের "প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ (FPIC)" প্রদান করে।

৩। তাদের পছন্দের উপর ভিত্তি করে ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রতিটিতে অন্তত একটি জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্প প্রদান করা (অধ্যায় ৬ দেখুন) ।

৪। ১২৫ মুন্ডা পরিবারের সকলকে পারিবারিক স্তরের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রদান করা।

৫। জীবিকা সহায়তা কার্যক্রম ও এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যক্রমে পরিবেশগত, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি সঠিকভাবে গুরুত্ব দেয়া এবং সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবগুলি প্রকল্পের ESMF-তে বর্ণিত প্রশমন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করা।

৬। প্রতিটি মুন্ডা গ্রামে নারী দল তৈরি/ সক্রিয় করার সুবিধার্থে একটি যোগ্য মুন্ডা সংস্থা বা এনজিও নিয়োগ করা। নিয়োগকৃত সংস্থা প্রথমে নারী দল পরিচালনা করার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা এবং পছন্দের জীবিকা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ন্যূনতম সক্ষমতা-র উপর একটি নিরীক্ষা/মূল্যায়ন পরিচালনা করবে, প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বাড়াবে এবং ব্যাকস্টপিং পরিষেবা প্রদান করবে। যদিও মুন্ডা সম্প্রদায় বসবাসকৃত সাতটি গ্রামের জন্য একটি মুন্ডা সংস্থা বা এনজিওকে দায়িত্ব দেওয়া ভাল বলে মনে হয়, কিন্তু এটি সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত সংস্থা, এনজিওগুলির সক্ষমতা এবং মুন্ডা সম্প্রদায়ের পছন্দের উপর নির্ভর করবে।

৭। PMU-এর সেফগার্ড অফিসার UNDP-এর SES ৬-এর সাথে সংগতি রেখে এই IPP-এর বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

৮। প্রকল্পের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় (GRM) মুন্ডাদের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, সাতটি মুন্ডা বসতি গ্রামগুলির প্রতিটির বিদ্যমান গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কাঠামো অভিযোগ গ্রহণ ও রেকর্ড করার জন্য নিযুক্ত থাকবে, যেমনটি তারা "প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ (FPIC)"-এর সময় অনুরোধ করেছিল। উপরে উল্লিখিত পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা/ এনজিও প্রকল্পের বর্তমান GRM এবং/অথবা প্রয়োজন হলে UNDP-র স্টেকহোল্ডার এবং জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া, এবং/অথবা GCF -এর স্বাধীন অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি অনুসরণ করতে মুন্ডাদেরকে সহয়তা করবে।

আইপিপি-র কার্যক্রম যেগুলি প্রকল্প দ্বারা অর্থায়ন করা হবে (সবুজ চিহ্নিত কার্যক্রমগুলির জন্য ইতিমধ্যেই বাজেট রয়েছে)	মোট (ইউএসডি)
১। মুন্ডা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের সমস্ত পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে ও FPIC মিটিং-এ মুন্ডাদের অন্তর্ভুক্তকরনের ব্যবস্থা করি।	১০,৫০০
২। ওয়ার্ড/গ্রামের মধ্যে কিংবা আশেপাশে যেখানে মুন্ডারা বসবাস করেন সেখানে যেকোনো উপ-প্রকল্পের জন্য জমি নির্বাচনে মুন্ডাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যাতে তারা তাদের উদ্বেগ ও দাবির কথা জানাতে পারেন। তাদের জমি, সম্পদ ইত্যাদি যেন ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত না হয় এজন্য প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ (FPIC)" করতে হবে।	৪,২০০
৩। প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ (FPIC) -এর মাধ্যমে ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রতিটিতে অন্তত একটি জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্প প্রদান করা।	৫৯,৮৫০
৪। ১২৫ মুন্ডা পরিবারের প্রতিটিতে পারিবারিক স্তরের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রদান করা।	৮৫,৫০০
৫। আইপিপি বাস্তবায়ন ও মুন্ডাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি কারিগরি সেবা প্রদানকারী সংস্থা নিয়োগ করা।	৩৫,০০০
৬। আইপিপি বাস্তবায়ন মূল্যায়নের জন্য একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা।	১০, ০০০
৭। অভিযোগ নিরসন পদ্ধতিতে (জিআরএম) মুন্ডাদের জন্য বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করা।	৩,৫০০
মোট	**২০৮,৫৫০**

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে নিবিড় তত্ত্বাবধানে PMU এর সেফগার্ড অফিসার দ্বারা আইপিপিটি বাস্তবায়িত হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এটির সফল বাস্তবায়ন এবং জাতীয় আইন ও প্রবিধান, প্রকল্পের ইএসএমএফ এবং আইপিপিএফ এবং ইউএনডিপির সামাজিক এবং পরিবেশগত মানদন্ড ৬ মেনে চলার জন্য দায়বদ্ধ।

আইপিপি বাস্তবায়নে প্রকল্প সম্পর্কিত চিহ্নিত ঝুঁকিগুলিকে মোকাবেলা করে এবং ১২৫টি মুন্ডা পরিবারকে জীবিকা বৃদ্ধির কার্যক্রমে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার, পানীয় জলের ব্যবস্থাসমুহে প্রবেশাধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে অংশগ্রহণ প্রদান করবে। এটির মাধ্যমে তাদের বর্তমান সমস্ত চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না তবে তাদের দুর্বলতা, প্রান্তিকতা এবং দারিদ্র্যতা হ্রাস করবে।

২। প্রকল্পের বিবরণ (Project Description)

প্রকল্পটি লক্ষিত জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের ক্ষমতায়ন, জীবিকা ও পানীয় জলের নিরাপত্তার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় জলবায়ু সহনশীল জীবিকা এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার জন্য নারীদের 'পরিবর্তন এজেন্ট-' হিসাবে তৈরি করবে। এটা মিঠা পানির সম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত-লবণাক্ততার ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবেলায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যা জীবিকা ও পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করছে। প্রকল্পটি ক্ষুদ্র চাষি, মৎস্যজীবী এবং কৃষি শ্রমিকদের অভিযোজিত-স্বাদু পানিনির্ভর জীবিকা থেকে- বর্তমানে জলবায়ুসহনশীল কৃষি- জীবিকা মুখি করবে। ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা এবং বিরূপ আবহাওয়ায় তাদের দীর্ঘমেয়াদী জীবিকার জন্য শক্তিশালী বাজার বাবস্থাপনা এবং সংযোগের মাধ্যমে এই জলবায়ু সহনশীল জীবিকা গ্রহণ এবং ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার সহঅর্থায়-ন করা হয়। এছাড়া ও প্রকল্পটি লক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য বছরব্যাপী, নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জলবায়ু সহনশীল পানীয় জলের ব্যাবস্থাপনার জন্য বিনিয়োগ এবং পরিচালনায় সহায়তা করে। সম্প্রদায়গুলিকে বিশেষ করে লক্ষ্যিত পরিবারের নারী, মেয়েদের জন্য বছরব্যাপী সময় এবং খরচ সাশ্রয়ী নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ পানীয় জলের সুযোগ তৈরি করা যা স্বাস্থ্যসহ উন্নত জীবিকা এবং আয়-উৎপাদন এবং/অথবা শিক্ষার সুযোগগুলিতে বিনিয়োগ করতে সক্ষম করে। তাছাড়া এই বর্ধিত আয় ও জীবিকায়ন সমাজের দীর্ঘমেয়াদী পানীয় জল সরবরাহ সমাধানে বিনিয়োগ বজায় রাখতে সক্ষম করবে। অবশেষে, প্রকল্পটি বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিম উপকূলের ঝুঁকিপূর্ণ- জেলাগুলিতে জীবিকা ও পানীয় জল সুরক্ষিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জ্ঞানের বিস্তার এবং প্রমাণভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে- প্রকল্পের প্রভাব এবং কার্যক্রম বিস্তারের পথকে সমৃদ্ধ করবে। প্রকল্পটি উপকূলীয় পরিবেশ এবং স্বাদু পানির সম্পদের বর্ধিত অখন্ডতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আয় ও স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি সহ উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত, সামাজিক, লিঙ্গ এবং অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করবে।

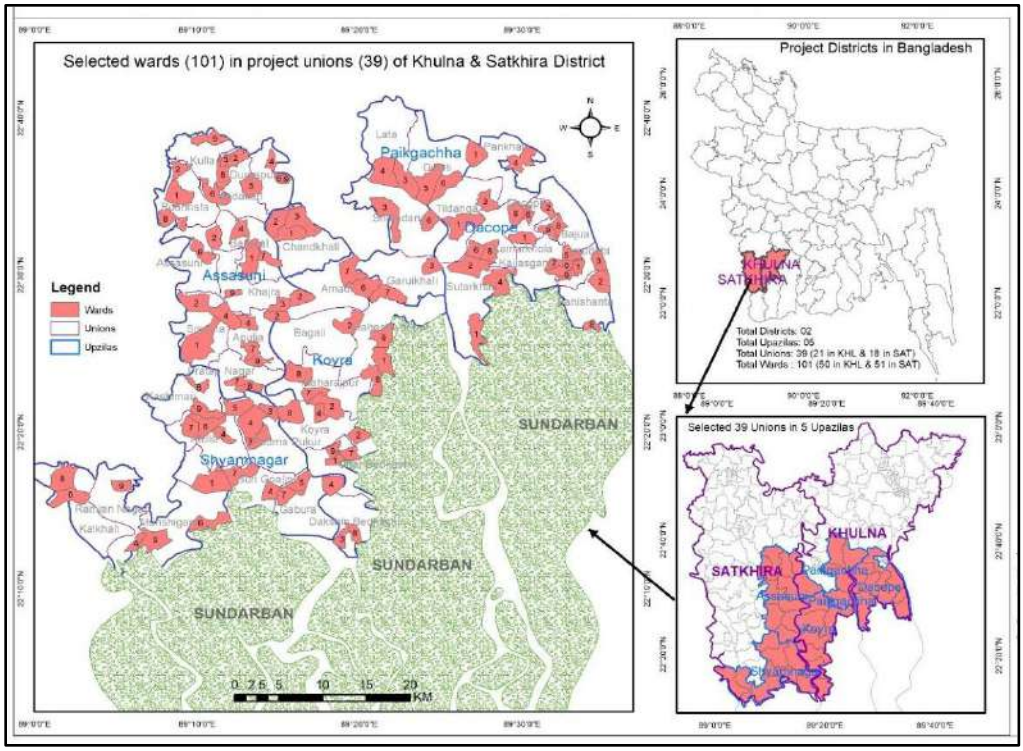

চিত্র ১: লাল রঙে চিহ্নিত প্রকল্পের ফেইজ ১ -এর জন্য কর্মএলাকা ও ১০১টি কর্ম ওয়ার্ড.

প্রকল্পটির কর্ম এলাকাগুলি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততার জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ । উপকারভোগী, মহিলা এবং কিশোরী মেয়েরা শুধুমাত্র বসতবাড়ি ভিত্তিক আয়ের সাথে যুক্ত, যেখানে উৎপাদনশীল কাজ, জীবিকায়ন এবং পানীয় জলের সুবিধাভোগে অসম সুযোগ পাচ্ছে। সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল জুড়ে মোট ছয়টি জেলা (যেমন সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা এবং পটুয়াখালী) জলবায়ু- পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা এবং দুর্যোগের উচ্চ ঝুঁকির কারণে প্রাথমিকভাবে অগ্রাধিকার এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। তারপর সরকার এই ছয়টি সর্বাধিক উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ জেলার উপকূলীয় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ সরকার **প্রথম পর্যায়ের জন্য (ইউএনডিপির-এর মাধ্যমে জিসিএফ দ্বারা অর্থায়ন)** খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলা দুটিকে নির্বাচন করেন যা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জেলাগুলির মধ্যে লবণাক্ততার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। **দ্বিতীয় ধাপে (বাংলাদেশ সরকার বা অতিরিক্ত দাতাদের তহবিল দ্বারা অর্থায়ন করা হবে)**, প্রকল্পটি বাকি চারটি জেলায় (বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা এবং পটুয়াখালী) পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। যেহেতু ফেইজ-২ প্রকল্পের ফলাফলগুলি অনুসরণ করবে এবং স্কেল আপ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, তাই এটিকে ইউএনডিপির এসইএস এবং ইএসএমএফ, আইপিপিএফ এবং এই আইপিপি-তে বর্ণিত বিদ্যমান বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এসইএসপি ইত্যাদির বার্ষিক আপডেটের/ হাল নাগাদ করার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত নিয়মিত স্ক্রীনিংয়ের/ পর্যালোচনার মাধ্যমে এর বিশদ বিবরণ পরিচালনা করা হবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA) এই প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিচ্ছে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (DWA) থেকে জীবিকায়ন কার্যক্রম এবং জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) থেকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে। বেসরকারী সংস্থাগুলি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন সহযোগী দল (RP) হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল ২৫,৪২৫টি খানাকে জীবিকার সুবিধা প্রদান এবং ৩০,৯৩৪টি খানাকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান করা। এই প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষার উদ্দেশ্যগুলি হল:

- বাস্তুতন্ত্রের অখণ্ডতাকে সম্মান ও প্রচার করা এবং অভিযোজন অপচর্চা এড়াতে জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং দক্ষতা প্রদান করা।

- প্রাকৃতিক ব্যবস্থার (ভূগর্ভস্থ জলের স্তর) উপর যা বর্তমানে চাপে রয়েছে তার প্রভাব কমাতে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর পানীয় জলের সমাধান প্রদান করা।
- পরিকল্পনা, প্রতিশ্রুতি এবং পরিবেশগত ও সামাজিক অনুশীলনের ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে লিঙ্গ-সংবেদনশীল এবং জলবায়ু-সহনশীল পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা অনুশীলনকে উৎসাহিত করা।
- ভূমি, বায়ু এবং জলের দূষণ হ্রাস এবং প্রতিরোধ করা।
- স্থানীয় উদ্ভিদ, প্রাণীজগত এবং প্রয়োজনীয় বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করা এবং সুন্দরবন সুরক্ষিত এলাকার পরিবেশগত সংবেদনশীলতা, ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম, এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো (আরও বিশদ বিবরণের জন্য ESMF দেখুন)।

খুলনা এবং সাতক্ষীরায়, ৩৯ টি ইউনিয়ন (সাতক্ষীরায় ১৮ টি এবং খুলনায় ২১ টি) কে লবণাক্ততার মাত্রা, প্রতিকূল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ চরম ও অতি-দরিদ্র বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয়েছিল। প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত মানদন্ডের ভিত্তিতে এই ৩৯ টি ইউনিয়নের মোট ৩৫০ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০১টি নির্বাচন করেছে:

- **বর্তমান এবং সম্ভাব্য লবণাক্ততার মাত্রা:** মাটির লবণাক্ততার মানচিত্রগুলি জলবায়ু-পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। তাছাড়া, ভূমি-ব্যবহারের পরিবর্তনের তথ্য (১৯৯৫, ২০০৫ এবং ২০১৫) লবণাক্ততার সম্ভাব্য সূচক হিসাবে কৃষি থেকে জলজ জীবিকাতে উল্লেখযোগ্য স্থানান্তর কোথায় ঘটেছে তা চিহ্নিত করার জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল।
- **উচ্চ মাত্রার দারিদ্র্য:** মানচিত্রগুলি তৈরি করা হয়েছিল (১) আয়ের স্বল্পতা, (২) দিনমজুরের অনুপাত এবং (৩) আবাসন কাঠামোর একটি উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ দ্বারা গঠিত একটি দারিদ্র্য সূচকের ভিত্তিতে যা দরিদ্র জনগোষ্ঠী সনাক্ত করেছে।
- **নিম্ন এলাকায় লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের উচ্চ ঝুঁকি**: কম উচ্চতার ওয়ার্ডগুলিকে বিশেষ করে এসএলআর এবং জলোচ্ছাস জনিত লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

১০১ টি নির্বাচিত ওয়ার্ডের মধ্যে, নিম্নলিখিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে সুবিধাভোগীদের নির্বাচন করা হবে:

- ক) ১৮-৪৯ বছরের নারী, কারণ তারা জল সংগ্রহ করে এবং/অথবা জলবায়ু সহনশীল জীবিকা নির্বাহের কৌশল অবলম্বন করতে সক্ষম বা খ) বিবাহিত কিশোরী এবং/অথবা পারিবারিক উপার্জনে যুক্ত।
- প্রতিদিনকার পারিবারিক আয় জন প্রতি ১.২৫ ডলারের কম।
- নিম্নোক্ত ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলির মধ্যে একটির অন্তর্গত:
    - নারী-প্রধান পরিবার (বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, বা বিচ্ছিন্ন/পরিত্যক্ত)।
    - এমন পরিবার যাদের আয় উপার্জনে কোনো পুরুষ নেই।
    - যেসব পরিবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর ওপর নির্ভরশীল (পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থ, শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে, এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বা প্রতিবন্ধী)।
    - নৃগোষ্ঠী ("ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ") পরিবার; এবং/অথবা
    - হিন্দু পরিবারগুলি সামগ্রিক ওয়ার্ড জনসংখ্যায় তাদের অংশের অনুপাতে।
- ব্যবহারযোগ্য কৃষি জমির ১২১৪ বর্গ মিটার -এর কম এবং মোট জমির ২০২৩ বর্গ মিটার -এর কম পরিবার হিসাবে মালিকানা, এবং
- গত দুই বছরের মধ্যে সরকারি বা কোনো এনজিওর অনুদান/ সহায়তা প্রাপ্ত না হওয়া।

প্রকল্পটি নীচে বর্ণিত কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি আউটপুট অর্জনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তঃ

আউটপুট ১: জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের কৃষি নির্ভর জীবন মান উন্নত করা। আউটপুট সম্পর্কিত কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে

(১.১) নারীদের এন্টারপ্রাইজ এবং সমাজভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও জীবিকায়নের ব্যবস্থাপনা করা।

(১.২) জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষ্যে ভ্যালু-চেইন তৈরি এবং বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা।

(১.৩) জলবায়ু ঝুঁকি সম্পর্কিত সমাজভিত্তিক পর্যবেক্ষণ এবং সর্বশেষ মাইল পর্যন্ত দুর্যোগ সতর্কতা সংকেত প্রচার ।

আউটপুট ২: সারা বছরব্যপী জেন্ডার সংবেদনশীল নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ পানীয়জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। আউটপুট সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে

(২.১) জলবায়ু পরিবর্তন ও পানীয় জলের সংকট সমাধানের লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক এলাকা ভিত্তিক মানচিত্র প্রণয়ন, উপকারভোগীর নির্বাচন এবং সমাজ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা।

(২.২) পানীয় জলের জলবায়ু সহিষ্ণু সংকট সমাধান (পরিবার, সমাজ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে) ।

(২.৩) সমাজভিত্তিক এবং প্রকাশ্য তথ্যনির্ভর জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

আউটপুট ৩: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করার মাধ্যমে, উপকূলীয় জনগোষ্ঠির জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি সম্পর্কিত জ্ঞান এ অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। আউটপুট সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে

(৩.১) জেন্ডার সংবেদনশীল এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু জীবনের লক্ষ্যে MoWCA এর কারিগরি এবং সমন্বয় সাধনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

(৩.২) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রযুক্তি সম্পর্কিত পানীয় জলের সংকট সমাধানের লক্ষ্যে DPHE এর উদ্ভাবনী এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো কে শক্তিশালী করা।

(৩.৩) জ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদি খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা তৈরি করা।

আইপিপি-টি খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলার ১০১টি টার্গেট ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের জন্য এটি আপডেট করা প্রয়োজন হবে, যখন অতিরিক্ত ওয়ার্ড যোগ করা হবে, এবং/অথবা যখন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় এই ১০১টি টার্গেট ওয়ার্ডে অতিরিক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সম্পর্কে জানতে পারবে। প্রকল্পের সমস্ত কার্যক্রম এটার অন্তর্ভুক্ত, বিশেষত ১.১, ২.১, ২.২ এবং ৩ কার্যক্রমগুলি, যেগুলোতে উল্লেখ্য ঝুঁকি যে ইতিবাচক পদক্ষেপ ছাড়াই মুন্ডা পরিবারগুলির উপর বিরূপ প্রভাব এবং/অথবা অন্যদের মতো একইভাবে উপকৃত হতে পারবে না। আইপিপি এর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে কার্যক্রম ১.১, ২.১ এবং ২.২ এর কোন বিরূপ প্রভাব মুন্ডা জনগোষ্ঠীর উপর নাই, তারপরই এই কার্যক্রমগুলো মুন্ডা জনগোষ্ঠী ওয়ার্ডে এবং পাশের মুন্ডা ওয়ার্ড গুলিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

৩। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বর্ণনা (Description of Indigenous Peoples)

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যেসমৃদ্ধ, যেখানে ৪৫টিরও বেশি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গোষ্ঠী রয়েছে (প্রায় ২.৫ মিলিয়ন মানুষ)। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনধারায় বৈচিত্র্যময়। আইপিপিএফ (IPPF) প্রকল্প এলাকার সাথে যুক্ত জনগোষ্ঠীর উপর একটি সমিক্ষা পরিচালনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মুন্ডা, মাহাতো, বাগদি এবং রাজবংশী সাধারণত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সাথে সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলি পূরণ করে (ইউএনডিপি এসইএস ৫ ও ৬, আইপিপিএফ পৃষ্ঠা # ১৩ দেখুন)। যদিও বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী "আদবিাসী মানুষ" শব্দটি ব্যবহার করে না কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সংস্কৃতিক প্রতিষ্টান বিল (২০১০) এর অধীনে বাংলাদেশ এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়গুলইকে "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" বা "ক্ষুদ্র জাতিগত সম্প্রদায়" হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে, সাতক্ষীরা ও খুলনায় মিলিতভাবে ১,০০৯টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার (মোট পরিবারের ০.১৯%) রয়েছে। তারা মুন্ডা, মাহাতো, বাগদি এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রকল্প 'প্রকল্পের ফেইজ-১'-এর অধীনে কর্মরত এলাকায় ১২৫টি মুন্ডা পরিবার চিহ্নিত করেছে। তারা সাতটি গ্রাম/ওয়ার্ডে বসবাস করে। ফেইজ-১ অধীনে কর্মরত ১০১টি ওয়ার্ডে, প্রকল্পটি উপরে উল্লিখিত অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর সদস্যদের এবং/অথবা তাদের কাছ থেকে পূর্বপুরুষের বসবাসের চিহ্ন খুঁজে পায়নি। এই আইপিপি, তাই এই ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের উপর দৃষ্টি দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। যদি ১০১টি কর্মরত ওয়ার্ডের মধ্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের খোঁজ পাওয়া যায় এবং/অথবা কোনও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায় এই ওয়ার্ডগুলির মধ্যে কোনও জমি বা সম্পদের সাথে সংযুক্তি দাবি করে তবে এটি হালনাগাদ করার প্রয়োজন হবে।

এই অধ্যায়টি প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের সংগঠনগুলির সাথে মতবিনিময় সম্পৃক্ততা, ১২টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD), ১১টি কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (KII) এবং বেশ কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে প্রাক- অবহিতকরণ ও সম্মতিগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে (সংযোজন ১,২ এবং ৩ দেখুন)। এই অধ্যায়টির লক্ষ্য হল-

ক। ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়গুলির বর্ণনা (যেমন, নাম, জাতি, উপভাষা, আনুমানিক সংখ্যা ইত্যাদি)।

খ। ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া জমি, অঞ্চল এবং সম্পদের বর্ণনা এবং সেই জমি, অঞ্চল এবং সম্পদের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সম্পর্ক; এবং
গ। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যেকোন বিপাদপন্ন গোষ্ঠীর সনাক্তকরণ (যেমন, যোগাযোগহীন, এবং স্বেচ্ছায় জনবিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস, নারী এবং মেয়ে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক এবং অন্যান্য)

"মুন্ডা" শব্দটি একটি সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভূব হয়েছে যার অর্থ "সমৃদ্ধ, ধনী", "প্রধান", "সরদার"; এটি মূলত বিদেশিদের দ্বারা প্রয়োগ করা একটি শব্দ ছিল, যার ব্যবহার ব্রিটিশ শাসনের আমলে চালু হয়েছিল। মুন্ডা বলতে প্রাথমিকভাবে উপজাতি ভাষার একটি গোষ্ঠীকে বোঝায়, কিন্তু যে সমস্ত উপজাতি এই ভাষায় কথা বলে তারা সম্মিলিতভাবে একই নামে পরিচিত হয়েছে। স্বতন্ত্রভাবে, জাতিগত উপাধিগুলি হল কোরকু, সাঁওতাল (মাহালি উপগোষ্ঠী সহ), মুন্ডা, হো, ভূমিজ, বিরহর, অসুর, তুরি, কোরওয়া, কোরা, খারিয়া, [উয়াং, সোরা (সাওরা, সাভারা), গোরুম (পারেঙ্গা), গাদাবা, রেমো (বন্ডো, বন্ডা), এবং গতাক (দিদায়ি, ডাইর)। কিছু গোষ্ঠী (বিশেষ করে খারিয়া, সোরা এবং গাদাবা) অ-মুন্ডা ভাষাভাষীদের অন্তর্ভুক্ত করে।

এখানে ৬ মিলিয়নেরও বেশি মুন্ডা ভাষাভাষী আছে যাদের দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র একটি উপজাতি, সাঁওতাল পৃথিবীর বৃহত্তম উপজাতিগুলির মধ্যে একটি। কোরকু সম্প্রদায় ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশে বসবাস করে এবং তারা অন্যান্য মুন্ডা থেকে বিচ্ছিন্ন। উপরে তালিকাভুক্ত শেষ পাঁচটি গ্রুপ প্রধানত দক্ষিণ উড়িষ্যার কোরাপুট এবং গঞ্জাম জেলায় বসবাস করে। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি প্রধানত দক্ষিণ বিহার, উত্তর ওড়িশা, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ছোট নাগপুর মালভূমিতে এবং তার আশেপাশে এবং উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার কোরোয়ায় বসবাস করে। এছাড়াও কিছু মুন্ডা আছে দক্ষিণ-পূর্ব নেপালে (যেখানে তাদের বলা হয় সাতার), ভুটান, উত্তর বাংলাদেশ এবং সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ এলাকায় বসবাস করে।

যেহেতু মুন্ডারা হলো অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা-ভাষীদের পশ্চিমতম শাখা, ভাষাবিদরা অনুমান করেন যে মুন্ডারা মহাদেশীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে তাদের বর্তমান বসতি অঞ্চল বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সংযোগটি দূরবর্তী হলেও সাধারণভাবে গৃহীত কারণ এটি ব্যাকরণ, শব্দ রূপবিদ্যা বা ধ্বনিবিদ্যার কোনো মিলের পরিবর্তে সাধারণ ভাবাবেগ কিংবা অনুভুতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যাইহোক, মৌখিক ঐতিহ্যগুলি একটি পশ্চিমা উৎস (উত্তর প্রদেশ থেকে) নির্দেশ করে। ব্রিটিশ শাসন আমলের পূর্বে উপজাতীয় রাজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায় (যেমন-ছোট নাগপুরের হো/মুন্ডা রাজ্য এবং ভূমিজ রাজ্য, বিশেষ করে বারাভূম রাজ্য)। প্রধানত, মুন্ডারা বসবাস করে অপেক্ষাকৃত স্বায়ত্তশাসিতভাবে, দেশের বাইরের শাসনের অধীনে। এটি ১৮৩০ সালের হো বিদ্রোহ, ১৮৫৫-১৮৫৮ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৯৫-১৯০০ সালের বিরসা মুন্ডা আন্দোলনের মাধ্যমে একটি অর্জন। ভারতের ঝাড়খন্ডে অবস্থিত দলগুলির মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসাবে নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রদেশগুলির জন্য আন্দোলন হয়েছিল। বাংলাদেশে মুন্ডা জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, তাই তাদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার, অভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সুযোগ কম রয়েছে।

ঐতিহ্যগতভাবে বেশিরভাগ মুন্ডা গোষ্ঠী কৃষি কাজ করে, তারা বন কেটে চাষাবাদ/জুম চাষের (swidden agriculture) পরিবর্তে সেচের মাধ্যমে কৃষি কাজ শুরু করে। অন্য প্রধান ঐতিহ্যবাহী পেশা হল শিকার করা এবং কৃষি ফলনের থেকে বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ তৈরি করা। যে সময় অবশিষ্ট বন সংরক্ষণের জন্য সরকারী নীতিমালা বাস্তবায়ন চলছে সে সময় তাদের ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কিছুটা পরস্পরবিরোধী। মৌখিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে মুন্ডাদের জমির মালিকানার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের জমি পরিষ্কার করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই প্রতিশ্রুত জমি বরাদ্দ কখনই বাস্তবায়িত হয়নি বলে জানা গেছে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ রক্ষা করার জন্য অনেক মুন্ডাকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে এবং/অথবা স্থানীয় প্রভাবশালীরা মুন্ডাদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

বনকেটে চাষাবাদ/জুমচাষ (swidden agriculture) ঐতিহ্যগতভাবে প্রভাবশালী বংশোদ্ভূত গোষ্ঠীর মালিকানাধীন ছিল, যদিও প্রতিবেশী অন্য বংশের সদস্যদের সাধারণত প্রবেশাধিকার দেওয়া হত; তাদের সাধারণত শুধুমাত্র ব্যবহারের অধিকার ছিল। সেচকৃত জমি ব্যক্তিগতভাবে বা পারিবারিক মালিকানাধীন হওয়ার প্রবণতা রয়েছে কারন প্রাথমিকভাবে সেচের জন্য গর্ত/খাদ তৈরিতে অতিরিক্ত শ্রম জড়িত। সেচযুক্ত জমি, জুম চাষ সম্পর্কিত অধিকার ব্যবহার, পারিবারিক বাড়ি, ফলের গাছ এবং বেশিরভাগ অস্থাবর সম্পত্তি সরাসরি পূর্ববর্তী বংশধরদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়। বড় ছেলে সবচেয়ে বেশি পায়, যদিও সবকিছু নয়, পরিবারের নতুন প্রধান হিসাবে (উদাহরণস্বরূপ, তিনি তার ছোট ভাইবোনের কল্যাণ, বিবাহের খরচ ইত্যাদির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে পারেন)। ছেলেদের প্রতিনিধি হিসাবে, নিকটতম আত্মীয় যেমন জীবিত জামাই উত্তরাধিকারী হয়। মহিলাদের পোশাক এবং অলঙ্কারের কিছু মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার রয়েছে, তবে নারীরা জমির উত্তরাধিকারী হতে পারে না কারণ তারা বংশের বাইরে বিয়ে করে।

আত্মীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে, বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে বলে মনে হয়। যাইহোক, সমস্ত মুন্ডাদেরই পুরুষতান্ত্রিক বংশোদ্ভূত গোষ্ঠী রয়েছে। বৃক্ষ পূজাঅর্চনা কারীদের (টোটেমিকদের) বহিরাগত গোষ্ঠী এবং বংশ, আচার ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রথাগতভাবে স্থানীয়দের নামে নামকরণ করা হয়েছে। বংশগুলি স্থানীয়করণ করা হয় না, যদিও তারা প্রায়শই কবরস্থান বা স্মারক পাথরের সাথে যুক্ত থাকে। গাদাবা, রেমো, গোরুম এবং গাটাকও তাদের গোষ্ঠীগুলিকে উপজাতীয় মূল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে এবং তারাই এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে টোটেমিক, যদিও তারা অগত্যা কঠোরভাবে বহিরাগত নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল যে টোটেমরা তাদের আচার-অনুষ্ঠান বা খাবার-খাদ্য বংশানুক্রমিকভাবে প্রতিবেশীদের সাথে ভাগ করে নেয়। অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যদের ঘন ঘন উপস্থিতি সত্ত্বেও গ্রামগুলিকে প্রায়শই তাদের স্বজাতিয় গোষ্ঠীর সাথে চিহ্নিত করা হয়। গোষ্ঠীর সদস্যরা তাই সবসময় টোটেম বংশধর এমন নয়। তবুও, টোটেম সাধারণত মূল পৌরাণিক কাহিনীতে ভূমিকা পালন করে এবং বংশের সদস্যরা তাদের টোটেমকে সম্মান দেখায় এবং ক্ষতি এড়ায়। বেশিরভাগ দলই আচার-অনুষ্ঠানের বা রীতিনীতির মতবিরোধের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত। বিরহর, কোরওয়া এবং কিছু অসুর যাযাবররা স্থায়ী বসতি স্থাপনকারী গোষ্ঠীগুলো থেকে আলাদা। বেশিরভাগ গোষ্ঠী ভূমি মালিকদের ভাড়াটেদের থেকে আলাদা করে, যদিও এটি একটি শ্রেণী ব্যবস্থার সাথে জড়িত নয়। গোষ্ঠীগুলি অস্বাভাবিক রীতি অনুসারে মূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের মধ্যে কিছু বহুবিবাহের রীতি রয়েছে। সমস্ত গোষ্ঠীতে, গ্রামের নেতৃস্থানীয়রা একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করে, যদিও এটি খুব কমই এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে একটি শ্রেণি ব্যবস্থা বা বহু বিবাহের প্রথার দিকে নিয়ে যায়। যাইহোক, আত্মীয়তা সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে রয়ে গেছে, এবং গ্রাম এবং এমনকি উপজাতির মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য বেশ কিছু আচারানুষ্ঠানিক বন্ধুত্ব এতে আন্তীকৃত হয়েছে।

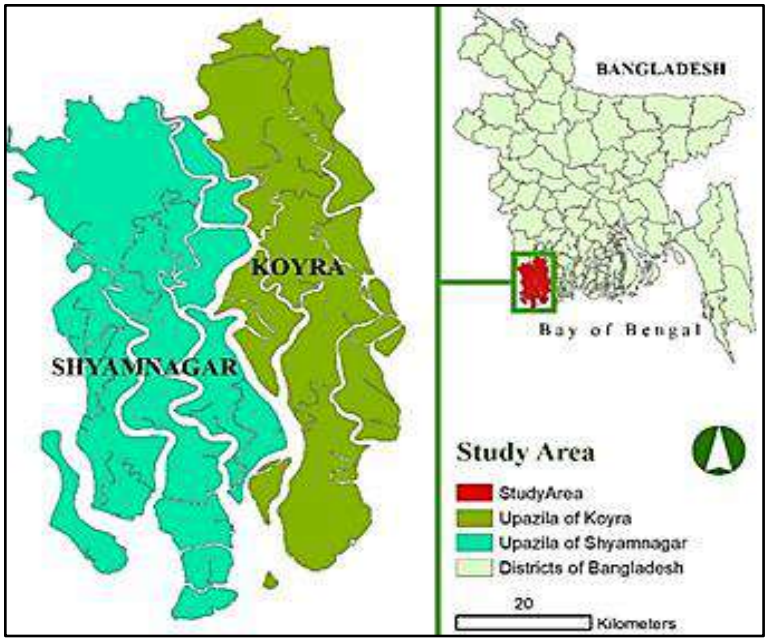

সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংস্থা ২০২০ অনুসারে, সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে প্রায় ৬০০ পরিবার বসবাস করে। সাতক্ষীরা জেলার বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়নের দাতিনাখালী গ্রামে মুন্ডা সম্প্রদায়ের একটি বৃহত্তম গোষ্ঠী বসবাস করে বলে জানা যায়। প্রকল্পের কর্ম এলাকায় প্রকল্পটি ১২৫টি মুন্ডা পরিবারকে চিহ্নিত করেছে (সারণী ১ দেখুন)। এই ১২৫টি মুন্ডা পরিবার প্রকল্পের ফেজ-১ এর জন্য প্রকল্প এলাকার মোট মুন্ডা পরিবার হিসাবে চিহ্নিত। তারা সকলেই জীবিকার কার্যক্রমের অংশ হবে এবং পরিবারভিত্তিক RWHS পাবে।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	ওয়ার্ড নং	গ্রাম	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উপকারভোগী	অ -ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উপকারভোগী	মোট খানা সংখ্যা
খুলনা	কয়রা	উত্তর বেদকাশী	৭	গাজিপাড়া	৩১	১২০	৭৬৭
সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	বুরিগোয়ালিনী	৭	দাতিনাখালী	৩২	৬৮	১০১৬
			৪	বুরিগোয়ালিনী	১১	১১৪	৬৬১
		আটুলিয়া	৪	মাগুরাকুনি	০৩	৪৮৭	১০৪৬
		গাবুরা	৫	পারশেমারি	১৩	১৮৭	৯৬৬
			৭	ডুমুরিয়া	০৫	১২০	৭৩৯
		রমজাননগর	৯	কালিঞ্চি	৩০	১৬২	৭৫৬
	সর্বমোট		**৭**	**৭**	**১২৫**	**১২৫৮**	**৫৯৫১**

সরকারী পরিসংখ্যান এবং/অথবা দ্রুত জরিপের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সনাক্ত করা চ্যালেঞ্জিং, যেমনটি বিভিন্ন গবেষণা পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে (থানা নির্বাহী অফিসার ১৯৯৮, আজাদ ১৯৯০, করিম ১৯৯৯ এবং জেবুডাল এবং জুলফিকার্ড ২০০৬) । তাদের প্রান্তিকতা এবং চরম দারিদ্র্যতার প্রধান কারণ সহিংসতার বহিঃপ্রকাশ। কাপাইং ফাউন্ডেশন, একটি মানবাধিকার সংস্থা যা বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সহায়তায় কাজ করে, তাদের একটি রিপোর্ট উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, "১৯ আগস্ট, ২০২২ সালে শ্যামনগরের ধুমঘাট গ্রাম থেকে ৩২টি মুন্ডা পরিবারকে

জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছিল, যার ফলে একজন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়েছিল। এই আইপিপি প্রস্তুত করার জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করার সময় (পরিশিষ্ট ২ দেখুন) এবং প্রাসঙ্গিক গবেষণাপত্রে এবং (ফিলহো এবং জ্যাকব ২০২০, ড্যাশ ২০০২, রায় ২০১৯ অ্যান্ড হুদা ২০১৯) ভূমি দখল, সহিংসতা এবং প্রান্তিককরণের একই ইতিহাস পাওয়া যায়। যে সকল মুন্ডাদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়েছে তারা ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন এবং/অথবা প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত জমিগুলি থেকে অব্যাহত স্থানচ্যুতিকে তাদের দারিদ্র্যের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই স্থানচ্যুতি তাদের ভূমিহীন করে তোলে এবং তাদের জীবিকা ঝুঁকিতে ফেলে। যেহেতু কোনো মুন্ডা প্রতিনিধি কোনো স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ এবং/অথবা অন্যান্য সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত নেই, তাই তাদের অধিকার, জীবন, ভূমি এবং জীবিকা রক্ষার জন্য তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই।

নিম্নলিখিত টেবিলে এই আইপিপি (সংযোজন ১ এবং ২) প্রস্তুতির সময়ে সংগৃহীত তথ্য সমূহ ও প্রাসঙ্গিক গবেষণা ফলাফলের মাধ্যমে প্রাপ্ত বেসলাইন তথ্যগুলির একটি সারমর্ম প্রদান করা হল।

ক্রমঃ	বিষয়	সামগ্রিক বেসলাইন পরিস্থিতি
১।	বর্তমান এবং প্রথাগত জীবিকা অনুশীলন	বেশিরভাগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মহিলারা প্রাকৃতিক উৎস থেকে কাঁকড়া ও চিংড়ির পোনা সংগ্রহ, চিংড়ি খামার এবং কাঁকড়ার নার্সারিগুলিতে প্রতিদিন মজুর , কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ করে, কিছু মহিলারা বন্য কাঁকড়ার সহজল্ভ্যতার উপর নির্ভর করে কাঁকড়া চাষের সাথে জড়িত। খুব কম মহিলা বসতবাড়িতে সবজি চাষের সাথে জড়িত।
২।	প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত বিকল্প জিবিকায়ন কার্যক্রম সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন	বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের তিল উৎপাদন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, উদ্ভিদ নার্সারি, কাঁকড়া নার্সারি / কাঁকড়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা নেই। তাদের আইপিএম উপর জ্ঞান ও দক্ষতারও অভাব রয়েছে।
৩।	প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা	বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মহিলারা (৯০%) প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল। বেশিরভাগ মহিলারা সুন্দরবনে যান না তবে তারা সীমান্তবর্তী নদী / খাল থেকে কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করেন।
৪।	বর্তমান পানীয় জলের উৎস	বর্তমানে পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে, বেশিরভাগ মহিলা দূরবর্তী স্থানে পাওয়া নলকূপগুলি থেকে পানীয়যোগ্য জল সংগ্রহ করছেন, কেবল ১৯% গৃহস্থালীতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। বেশিরভাগ গৃহস্থালী গোসল, ধোয়া এবং রান্নার জন্য লবণাক্ত জল ব্যবহার করছেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সমস্ত পুকুর লবণাক্ত জলে ভরা।
৫।	সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মহিলাদের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাধারণত পরামর্শ করা হয় না। আইলা এবং আম্ফানের পরে অনেক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয় তবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন মহিলাদের কখনও পরামর্শ করা হয় না। সামগ্রিকভাবে, মুন্ডা সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনও উন্নয়ন কর্মসূচী নেওয়ার আগে সাধারণত পরামর্শ করা হয় না।
৬।	সরকারী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া	স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের কোনও প্রতিনিধি নেই। ৫% মহিলা ইউপি অফিসে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা / সংঘাত প্রশমন ইত্যাদি অর্জনের জন্য যান।
৭।	অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (প্রকল্প, ইউএনডিপি , জিসিএফ)	মুন্ডা লোকদের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা নেই। তারা অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের দ্বারা অসন্তুষ্ট। তবে কীভাবে এই সমস্যাগুলি সমাধান করবেন তা তারা জানেন না।
৮।	পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার সুবিধা	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়কে উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করার জন্য বর্তমানে খুব সীমিত বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে তারা বেশিরভাগ কাঁকড়া ধরে স্থানীয় এজেন্টদের কাছে বিক্রি করছে। তারা মোবাইল ফোনে তথ্য পেতে পারে বাজারে আসল দাম কত? ডিপোতে বিক্রয় করার সময়, ওজন এবং কাঁকড়াগুলির গ্রেড অনুসারে দাম নির্ধারণ করে থাকে। সুতরাং, তারা আসল বাজার মূল্য পান না।
৯।	বাজারের বিক্রেতা ও বেসরকারী খাতের সাথে যোগাযোগ ও সংযোগ স্থাপন।	বর্তমানে ডাব্লুএলজি ও ইনপুট সরবরাহকারী এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংযোগ তৈরির মাধ্যমে ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠাকারীদের সাথে বাজার-সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
১০।	জ্ঞান ও সচেতনতা	বর্তমানে জলবায়ু এবং জেন্ডার সম্পর্কিত জ্ঞান, সরঞ্জাম এবং অভিযোজন পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য প্রসারণ সম্পর্কিত কোনও অনুশীলন নেই। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের কৃষিকাজ, মৎস্য ও পানীয় জলের সমাধান সংক্রান্ত সর্বশেষ উদ্ভাবন ও জ্ঞানের তথ্য উপলব্ধ নেই এবং তারা তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সাথে ভাগ করে নিতে বা প্রেরণ করতে পারবে না।
১১।	মোকাবিলা ও অভিযোজন ক্ষমতা / EWS ও জরুরী প্রস্তুতি সম্পর্কিত তথ্য এবং জ্ঞানের সম্প্রসারণ	সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদ অফিস গ্রামবাসীদের আশ্রয় নেওয়া এবং জরুরী সাড়া প্রদানের জন্য বিপদ সংকেত ঘোষণা করে। সাইক্লোন শেল্টারে খুব কম লোকই যায়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যুবকরা কোনও প্রথাগত প্রশিক্ষণ পান নি এবং দুর্যোগের সময় তারা কী করতে পারে সে সম্পর্কে তাদের সচেতনতার অভাব রয়েছে। তারা সংগঠিত নয় এবং তারা নিজের সম্প্রদায়ের জন্য তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন নয়।
১২।	সেফটি নেট প্রোগ্রাম ও এমএফআইগুলিতে সুযোগ	বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জন্য সরকার এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি দ্বারা খুব সীমাবদ্ধ পরিষেবা সরবরাহ করা হয়। দেখা গেছে যে স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিতভাবে গ্রামে গিয়ে সরকারী কাজে অংশ গঠন করছেন এবং কৃষি ও মৎস্য বিভাগের সহযোগিতা এতটা পর্যাপ্ত নয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গ্রামগুলিতে এমএফআই পাওয়া যায় তবে প্রয়োজনীয় জলবায়ু পরিবর্তন এবং লবণাক্ততা সহনীয় জীবিকার প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় না।

ক্রমঃ	বিষয়	সামগ্রিক বেসলাইন পরিস্থিতি
১৩।	প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ (FPIC)	জিওবি-র সাথে অতীতে, তারা সর্বোত্তমভাবে, কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে অবহিত ছিল। CARITAS এবং যে এনজিওগুলি তাদের সাথে কাজ করে তাদের সাথে পরামর্শ করে কিন্তু তাদের সাথে প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি।
১৪।	জমির উপর অধিকার	রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ অনুসারে, মুন্ডা সম্প্রদায়ের বৈধ জমির অধিকার রয়েছে। অ-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের তাদের জমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ করার অনুমতি নেই। এই প্রকল্প তাদের জমির আইনি অবস্থার কোনো পরিবর্তন করবে না। যদি প্রকল্পের জীবিকার কার্যক্রম এবং পানীয় জলের সমাধানগুলি মুন্ডা পরিবারগুলিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে তবে ঝুঁকিগুলি হ্রাস বা দূর করার জন্য পর্যাপ্ত প্রশমন ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য অণুচ্ছেদ ৫.২ এবং ৫.৩ দেখুন।
১৫।	শিক্ষা	তাদের সামগ্রিক বিপদপন্নতা এবং দারিদ্র্যেতার কারণে, মুন্ডাদের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ রয়েছে।
১৬।	স্বাস্থ্য পরিচর্যা	তাদের সামগ্রিক বিপদপন্নতা এবং দারিদ্র্যেতার কারণে, মুন্ডাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ রয়েছে।

টেবিল ২: প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের বিভিন্ন কারজক্রমে/সেবায় সম্পৃক্ততা হওয়ার সংক্ষিপ্ত চিত্র

বেশিরভাগ মুন্ডা পরিবারের বর্তমানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। বৈষম্যের কারণে, কম সংখ্যক পরিবার সমাজভিত্তিক পানীয়-জলের ব্যবস্থায় অ্যাক্সেস করতে পারে। তারা প্রায়শই তাদের অ্যাক্সেস করতে পারে না। প্রকল্পটি তাই এই IPP-এর উপর ভিত্তি করে ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে একটি করে পরিবারভিত্তিক বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ক্রমঃ	গ্রাম	প্রকল্প এলাকার সাত মুন্ডা গ্রামের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি
১।	গাজীপাড়া	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মহিলারা এখন কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে। তারা নদীতে থোপা (কাঁকড়া ধরার দেশীয় কৌশল) দিয়ে চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে।
২।	দাতিনাখালী	দাতিনাখালী গ্রামের মুন্ডা সম্প্রদায়ের লোকেরা নদীতে মাছ ধরে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মহিলারা দিনমজুরের কাজ করে (বেশিরভাগ চিংড়ির খামারে), পুরুষরা বাইরে ইটের ভাটায় কাজ করে, ধান কাটার মওসুমে দিনমজুরের কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। সাতটি পরিবার রয়েছে যারা "দোন" নিয়ে (বড় আকারের কাঁকড়া ধরার দেশীয় কৌশল) মাছ ধরার জন্য, কাঁকড়া সংগ্রহ করার জন্য জঙ্গালের ভিতরে যায়। দাতিনাখালী মুন্ডা পাড়ার গ্রামবাসীরা ইকো-ট্যুরিজমের সাথে জড়িত।
৩।	বুড়িগোয়ালিনী	বুড়িগোয়ালিনি গ্রামের মুন্ডা মহিলারা কাঁকড়া সংগ্রহ, চিংড়ির খামারে দিনমজুর এবং কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। তারা প্রথাগতভাবে কৃষিকাজ করত কিন্তু মৎস্য চাষে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ এবং কৃষি থেকে মৎস্য চাষে জমি রূপান্তরের কারণে তারা তাদের নিয়মিত জীবিকা হারিয়ে ফেলে। এখন মহিলারা বিকল্প জীবিকা হিসাবে মাঝে মাঝে কাঁকড়া ও চিংড়ির পুকুর থেকে শেওলা পরিষ্কার করে এবং অন্য সময় সুন্দরবন অঞ্চল থেকে কাঁকড়া ও চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে। বেশিরভাগ পুরুষই সুন্দরবনে কাঁকড়া, মাছ, মধু এবং রান্নার কাঠ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত।
৪।	মাগুরাকুনি	মাগুরাকুনি গ্রামে মাত্র ৩ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার বসবাস করে। তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রে, তাদের হিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অন্যান্য হিন্দ পরিবারগুলি যা করছে তা অনুসরণ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে, যেমন কৃষি খাতে কাজ, এবং অল্প সংখ্যক লোক চিংড়ি চাষে নিযুক্ত। কিছু নারী কৃষি ও চিংড়ি চাষের জন্য দিনমজুর হিসেবেও কাজ করেন।
৫।	পার্শ্বেমারী	বেশিরভাগ মুন্ডা মহিলা দিনমজুরের কাজ করেন। তাদের মধ্যে খুব কম লোকই তাদের নিজ উদ্যোগে চিংড়ি এবং কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহ করেন।
৬।	ডুমুরিয়া	নারীরা প্রধানত পুরুষদের কৃষি থেকে আয় এবং খাদ্য তৈরি করতে সহায়তা করার দিকে মনোনিবেশ করে। কিছু মহিলা কাঁকড়া ধরে, এবং বেশিরভাগ পরিবার -এর কাছে গবাদি পশু রয়েছে কারণ তারা কৃষিক্ষেত্র থেকে খড় সংগ্রহ করতে পারে। এই গ্রামের খুব কম লোকই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে যায় কারণ তাদের কৃষি জমি রয়েছে।
৭।	কালিঞ্চি	নারীরা নদী থেকে চিংড়ির পোনা ও কাঁকড়া সংগ্রহ করে এবং বাকিরা দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। গত বছরগুলিতে চিংড়ি পোনা সংগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে কারন চিংড়ির খামারে পোনা সরবরাহে তাদের আয় এবং পরিবারের জন্য খাবার যোগাড় অপর্যাপ্ত হচ্ছে। বেশিরভাগ মহিলা, তাই, বর্তমানে কাঁকড়ার দিকে মনোনিবেশ করছেন।

টেবিল ৩: প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত সাত মুন্ডা সম্প্রদায়ের বর্তমান জীবিকা প্রোফাইল

ছবি ১ এবং ২: মুন্ডা জীবিকা (বেসলাইন সমীক্ষা ২০২০ এর সময় প্রকল্পের কর্মীদের দারা সংগৃহীত)

৪। মৌলিক অধিকার এবং আইনি কাঠামোর সারাংশ (Summary of substantive rights and legal framework)

এই অধ্যায়ে প্রযোজ্য আইনি কাঠামোতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের মৌলিক অধিকারের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় ৪.১ এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার নিশ্চিত ও সুরক্ষা প্রদানকারী প্রাসঙ্গিক অভ্যন্তরীণ আইনের বিশ্লেষণ এবং এটির সরকারি বাস্তবায়নের মূল্যায়নের উপর দৃষ্টিপাত করে। অধ্যায় ৪.২ এবং ৪.৩ আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো উপস্থাপন করে যার অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। যেহেতু জাতীয় কাঠামো চট্টগ্রামের পার্বত্য পরিস্থিতিকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের জন্য আন্তর্জাতিক কাঠামোর বাস্তবায়নকে নিষিদ্ধ করে এমন কোনো বিধান এতে নেই, তাই প্রকল্প এবং এই আইপিপি ৪.২ অধ্যায়ে বর্ণিত ইউএনডিপির-এর এসইএস ৬-এর বিধান অনুসরণ করে।

প্রকল্পটিতে কোন স্থায়ী জমি অধিগ্রহণের উল্লেখ নেই (অধ্যায় ২ দেখুন) তবে পুকুর, কৃষি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য জমি ইজারা নিতে সুবিধাভোগীদের সহায়তা করবে। তাই, প্রকল্পটি মুন্ডাদের মালিকানাধীন, দখলকৃত বা ব্যবহৃত অথবা অর্জিত জমি, অঞ্চল বা সম্পদের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করতে পারে। এই ঝুঁকি চিহ্নিত করতে এবং মোকাবেলা করার জন্য, প্রকল্পটি, অধ্যায় ৫-এ বর্ণিত ধারা অনুযায়ি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দেরকে প্রকল্পের কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত জমি নিরীক্ষণ এবং মৌখিক দাবির জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এটি পরিকল্পনায় নেয়া হয়নি যে, প্রকল্পটি থেকে আইনি স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে সমর্থন করতে হবে, নথিভুক্ত করতে হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.১। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অধিকারের আইনি কাঠামো (Legal Framework of IP's rights in Bangladesh)

৪৫টিরও বেশি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গোষ্ঠীর (প্রায় ২.৫ মিলিয়ন মানুষ) কারণে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনধারায় বৈচিত্র্যময়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সমান সুরক্ষার অধিকারী। জাতীয় সংবিধান জাতি, ধর্ম এবং জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে (অনুচ্ছেদ ২৮)। এটি "নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ" (ধারা ২৮, ২৯) এর পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপের ("ইতিবাচক বৈষম্য") সুযোগ প্রদান করে। অনুচ্ছেদ ২৮ এর ৪ ধারায় বলা হয়েছে, "সংবিধান দেশের নারী, শিশু বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে কেউ দেশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না"। অনুচ্ছেদ ২৩ (এ) বলা হয়েছে যে "রাষ্ট্র উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতি, নৃগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রক্ষা ও বিকাশের জন্য পদক্ষেপ নেবে।"

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১০৭ এবং জৈবিক বৈচিত্র্যের কনভেনশন অনুমোদন করেছে যেখানে বলা হযেছে, "অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে রয়েছে সম্পদ সমূহের সম বন্টনের আকাঙ্খা যা তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান থেকে শিখেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ জৈবিক বিশ্বের নতুন নতুন আবিষ্কার এবং তার প্রয়োগ যা প্রকৃতি জগতের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং স্থায়িত্বশীল ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত।"

বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রামের পাহাড়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের জন্য বেশি কাজ করে। সমতল অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের জন্য একমাত্র আইনি বিধান হল পূর্ববঙ্গ রাজ্য অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ধারা ৯৭, যা "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের" মালিকানাধীন জমি "অ-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের" কাছে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে জেলা অফিসারের সম্মতি ছাড়া। তবে এই বিধানের ভিত্তিতে ভূমি হস্তান্তর বন্ধ করা হযেছে এমন কোনো উদাহরণ আমরা খুঁজে পাইনি। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীনে একটি বিশেষ বিভাগকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র (পিআরএসপি) ২০১৬-তে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতির ব্যবহার করার জন্য বলা হয় । বাংলাদেশ সরকার সারাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের প্রতিনিধিদের পিআরএসপি নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এখনও তাদের পরামর্শ হচ্ছে ক) সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করা, খ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের ভাষা সংরক্ষণ করা, গ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের মধ্যে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য একটি কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা, ঘ) জাতীয় পাঠ্যক্রমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত করা, এবং ঙ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের উন্নয়নের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

যদিও আইনি কাঠামো অনুযায়ী, পরামর্শ প্রদানকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রা তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সমস্ত স্তরে অনেক সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মীদের প্রচেষ্টা এবং হস্তক্ষেপের কথা স্বীকার/উল্লেখ করেছে। বাংলাদেশ সরকার তাদের এই আইপিপির খসড়া তৈরিতে নিযুক্ত করেছে বলে তারা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

৪.২। ইউএনডিপির সামাজিক এবং পরিবেশগত মান ৬: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (UNDP's Social and Environmental Standard 6: Indigenous Peoples)

ইউএনডিপির সামাজিক ও পরিবেশগত মান ৬ (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) এর উদ্দেশ্যগুলি হলঃ

• প্রযোজ্য আইনের অধীনে স্বীকৃত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ সম্মানের স্বীকৃতি এবং লালনপালন করা, যার মধ্যে তাদের স্ব-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, তাদের জমি, সম্পদ এবং অঞ্চল, ঐতিহ্যগত জীবিকা এবং সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়।

• রাষ্ট্রের মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থানীয় আইন, নীতি এবং প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকারের প্রচার ও সুরক্ষায় দেশগুলিকে সমর্থন করা।

• ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের প্রভাবিত করতে পারে এমন ইউএনডিপি প্রকল্পগুলি তাদের সম্পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ডিজাইন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা, যাতে তাদের অধিকার, জমি, অঞ্চল, সম্পদ এবং ঐতিহ্যগত জীবিকা প্রভাবিত হতে পারে তা FPIC এর মাধ্যমে সুরক্ষিত হয়।

• ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের ভূমি, সম্পদ এবং অঞ্চলগুলি সহ তাদের উন্নয়নের উপর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্ব-পরিচিত উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সাথে প্রকল্পগুলির প্রান্তিককরণ নিশ্চিত করা।

• ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের অধিকার, তাদের ভূমি, অঞ্চল এবং সম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব এড়াতে, সহনীয় প্রশমন ও প্রতিকার করা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের জন্য জুতসই সাংস্কৃতিক ন্যায়সঙ্গত সুবিধা এবং সুযোগের বিধান নিশ্চিত করা।

ইউএনডিপির এসইএস ৬ এর প্রয়োজনীয়তার সারাংশ:

- অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার সম্পর্কিত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের মানবাধিকার লঙ্ঘইত হয় এমন প্রকল্পে অংশগ্রহণ না করা যা প্রযোজ্য আইন এবং জাতিসংঘের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা (UNDRIP) দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সনাক্তকরণ: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের বিভিন্ন মানদন্ড ব্যবহার করে চিহ্নিতকরণ যারা প্রকল্প কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
- ভূমি, অঞ্চল এবং সম্পদ: ভূমি, অঞ্চল এবং সম্পদের উপর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সম্মিলিত অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান। প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন হলে এই ধরনের স্বীকৃতি প্রচারের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।
- আইনগত বৈধ ব্যক্তি: আইনগতভাবে বৈধ ব্যক্তি হিসাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান। প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন হলে এই ধরনের স্বীকৃতি প্রচারের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।
- অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন: জমি ও অঞ্চল থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের জোরপূর্বক অপসারণ নিষিদ্ধ এবং FPIC ছাড়া কোনো স্থানান্তর অসম্ভব তা নিশ্চিত করা।
- সম্পূর্ণ, কার্যকর এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ: প্রকল্প মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের পূর্ণ, কার্যকর, অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং অধিকার, স্বার্থ, জমি, অঞ্চল, সম্পদ, এবং ঐতিহ্যগত জীবিকা, এছাড়াও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্থানান্তর এবং বণ্টনকে প্রভাবিত করতে পারে এমন যেকোনো বিষয়ে FPIC- অনুসরণ করা।
- নথিবদ্ধকরন: (ক) পারস্পরিকভাবে গৃহীত পদক্ষেপ, (খ) বিশ্বস্ত আলাপালোচনার ফলাফল, এবং (C) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের আগ্রহ এবং উদ্বেগগুলিকে মিটমাট করার প্রচেষ্টা সহ অংশগ্রহণমুলক প্রক্রিয়াগুলির নথিবদ্ধ নিশ্চিত করা।
- পূর্বের/অতীত সামাজিক এবং পরিবেশগত মূল্যায়ন: প্রকল্পের পূর্বের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করা যদি কোনো প্রকল্প ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার, জমি, অঞ্চল এবং সম্পদকে প্রভাবিত করতে পারে।
- উপযোগী/ ন্যায্য সুবিধা: সামাজিকভাবে উপযুক্ত পদ্ধতিতে সুবিধার ন্যায্য ভাগাভাগি নিশ্চিত করা।
- সঠিক বাস্তবায়ন সমর্থন: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের মানবাধিকার কাজকর্ম এবং অধিকার সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে দেশগুলিকে সমর্থন করা।
- বিশেষ বিবেচনা: নারী ও মেয়েদের এবং প্রান্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার এবং বিশেষ চাহিদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া; যোগাযোগহীন বা স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন জনগণের অধিকারকে সম্মান, সুরক্ষা এবং প্রচার করা; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সাংস্কৃতিক/সামাজিক ঐতিহ্যকে সম্মান করা, রক্ষা করা এবং সংরক্ষণ করা এবং ব্যবহার বা বণ্টন করার আগে FPIC নিশ্চিত করা।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের জন্য পরিকল্পনা: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার, জমি, অঞ্চল এবং সম্পদকে প্রভাবিত করতে পারে এমন প্রকল্পগুলির জন্য IPP/IPPF তৈরি করা। পরিকল্পনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে সম্ভাব্য/কার্যকর প্রভাব এবং সাংস্কৃতিকভাবে/সামাজিকভাবে যথাযথ প্রশমনের ব্যবস্থার নথিভুক্ত করা।

- মনিটরিং: স্ট্যান্ডার্ড ৬ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প নকশা যাচাই করার জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি নিশ্চিত করা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশগ্রহণমূলক যৌথ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করন।

৪.৩ জিসিএফ এর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংক্রান্ত নীতিমালা (GCF's Indigenous Peoples Policy)

জিসিএফ -এর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের নীতি ২০১৮-এর লক্ষ্য হল জিসিএফ কার্যক্রমগুলি এমনভাবে প্রস্তুত এবং বাস্তবায়িত করা যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের মর্যাদা, অধিকার, পরিচয়, আকাঙ্ক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ-ভিত্তিক জীবিকা এর প্রতি পূর্ণ সম্মান এবং সক্রিয় সুরক্ষা এবং প্রচারকে উৎসাহিত করা, স্বায়ত্তশাসন, চরিত্র এবং সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা রক্ষায় একটি প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করা। নীতিমালার নির্দেশিকা বর্তমান এবং/অথবা প্রস্তাবিত জিসিএফ নীতি এবং আন্তর্জাতিক মানগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা। এই নীতির লক্ষ্য হল জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন কাজ করার সময় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করতে GCF-কে সহায়তা করা। এই নীতিমালা জিসিএফকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের উপর তার কার্যক্রমের প্রতিকূল প্রভাব পরীক্ষা, নিয়ন্ত্রণ, নির্মূল এবং কমাতে এবং সময়ের সাথে সাথে ফলাফল উন্নত করতে সহায়তা করবে।

নীতিমালার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল একটি কাঠামো প্রদান করা যাতে জিসিএফ কার্যক্রমগুলি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায় এবং তাদের সদস্যদের মর্যাদা, মানবাধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতার প্রতি পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে বিকশিত এবং বাস্তবায়িত করা হয় যাতে তারা (ক) সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত পদ্ধতিতে জিসিএফ কার্যক্রম এবং প্রকল্পগুলি থেকে উপকৃত হওয়া, এবং (b) জিসিএফ-অর্থায়নকৃত কার্যকলাপের নকশা ও বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতি বা বিরূপ প্রভাবের শিকার হবেন না।

যেহেতু ইউএনডিপি এই প্রকল্পে জিসিএফ-এর আর্থিক সহায়তা বাস্তবায়নের জন্য স্বীকৃত সংস্থা, একারণে জিসিএফ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নীতিমালা মেনে চলার দায়িত্ব ইউএনডিপির এর উপর দিয়েছে এবং উভয় পক্ষই (জিসিএফ এবং ইউএনডিপি) সম্মত হয়েছে যে জিসিএফ এর নীতিমালা ইউএনডিপির এসইএস অনুসরণের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। সুতরাং ইউএনডিপি এসইএস নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.৪ সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ এবং সীমাবদ্ধতা পূরণের ব্যবস্থা (Gap analysis and gap filling measures)

বাংলাদেশের সংবিধান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিশ্চিত করেছে এবং জাতি, ধর্ম বা জন্মস্থান অনুযায়ী বৈষম্যকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে, যার ধারা ২৩(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "দেশ ছোট ছোট জাতি, নৃগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের অনন্য স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রক্ষা এবং বিকাশের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।"। সংবিধানের ২৮ এর ৪ ধারায় বলা হয়েছে, সংবিধান দেশের নারী, শিশু বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পথে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে কেউ দেশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ শুধুমাত্র চট্টগ্রাম পাহাড়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জন্য এই ধরনের বিশেষ বিধান স্থাপন করেছে। সুতরাং প্রকল্পতি ইউএনডিপির এসইএস ৬-এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের পক্ষে বিস্তারিত বিধান ব্যবহার করছে যতক্ষণ না বাংলাদেশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের পক্ষে তার নিজস্ব দেশব্যাপী বিধান প্রতিষ্ঠা করে।

৫। সামাজিক এবং পরিবেশগত মূল্যায়ন এবং প্রশমন ব্যবস্থার সারাংশ (Summary of Social and Environmental Assessment and Mitigation Measures)

নিম্নলিখিত অধ্যায়টি, অধ্যায় ৫.১-এ প্রকল্পের ESMF ২০১৭ এবং IPPF ২০১৭ এবং অধ্যায় ৫.২-এর ফলাফল এবং সুপারিশগুলির একটি সারাংশ প্রদান করে। ১০১ টার্গেট ওয়ার্ডের ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং প্রভাবের একটি মূল্যায়ন, তাদের জমি, অঞ্চল এবং সম্পদ, এই প্রতিকূল প্রভাবগুলি হ্রাস করার, প্রশমিত করতে বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাগুলির একটি রূপরেখা প্রদান করে।

৫.১ প্রকল্পের ESMF ২০১৭ (Project's ESMF 2017)

প্রকল্প প্রস্তাবের অংশ হিসাবে ESMF প্রস্তুত করা হয়েছিল। ইউএনডিপি এসইএস-এর আলোকে প্রকল্পটিকে মধ্যম ক্যাটাগরি (GCF-এর বি ক্যাটাগরি) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এটি প্রকল্পের জন্য প্রধান পরিবেশগত এবং সামাজিক সূচকগুলি (indicators) চিহ্নিত করেছে এবং সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনা কৌশল, প্রভাব, নিরসন কার্যক্রম এবং পরিবেশগত কর্মক্ষমতার মানদণ্ডের রূপরেখা দিয়েছে যার বিরুদ্ধে এই সূচকগুলি বিচার করা হবে (যেমন-নিরীক্ষিত) । এর মধ্যে বিস্তারিত ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
- ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা
- ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা
- মাটি ক্ষয়, পানি নিষ্কাশন এবং পলি নিয়ন্ত্রণ
- নয়েজ এবং ভাইব্রেশন ব্যবস্থাপনা
- বায়ুর গুণমান ব্যবস্থাপনা
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- সামাজিক ব্যবস্থাপনা
- প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা
- জরুরী অবস্থা ব্যবস্থাপনা

৫.২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর উপর প্রকল্পের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য প্রভাব (Risks and potential impacts of the project on the Indigenous Peoples)

প্রকল্প প্রস্তুতি পর্যায়ে প্রকল্প দল উপসংহারে পৌঁছেছে যে "প্রকল্পটির মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর উপর কোন বিরূপ প্রভাব নেই", তবে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার রয়েছে যাদের সাথে পরামর্শ করা অব্যাহত থাকবে" (এসইএসপি ২০১৭:৯) । যাইহোক, এসইএসপি পরামর্শ দিয়েছে যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণ (মুন্ডা পরিবার) দুর্বল গোষ্ঠী হিসেবে বৈষম্য ইত্যাদির সম্মুখীন হতে পারে এবং ফলস্বরূপ দুর্বল পরিবারগুলিকে ইতিবাচক কার্যক্রমের মাধ্যমে সহায়তা করা উচিত যা নীচের সারণীতে বর্ণিত হয়েছে (এসইএসপি ২০১৭:৮)।

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ	মন্তব্য	মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপনা
ঝুঁকি ১৫: দুর্বল গোষ্ঠীর (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের) প্রতি বৈষম্য সহ সামাজিক দ্বন্দ্ব, সুবিধাভোগী নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ এবং আন্তঃ-গৃহস্থালি সংঘর্ষ এবং/অথবা লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) বৃদ্ধির সম্ভাবনা	**মধ্যম**	অত্যন্ত দরিদ্র জাতিগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যারা প্রায়শই বৈষম্যের শিকার হয়, তারা প্রকল্পের দুটি কর্ম জেলায় বসবাস করে। প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী চরম দরিদ্র হিন্দু পরিবার রয়েছে (সাতক্ষীরা এবং খুলনা উভয়ের জনসংখ্যার -৩০%), সেইসাথে মুন্ডা নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার রয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলি পানীয় জলের সুবিধা পেতে (সমাজ ভিত্তিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক) এবং সেইসাথে জীবিকায় অংশগ্রহণের জন্য পছন্দের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে পারে এবং উভয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হলে সংঘর্ষের ঝুঁকি রয়েছে। কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যে লিঙ্গ রূপান্তরমূলক কর্মকাণ্ড সমাজের দ্বন্দ্ব এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) বাড়িয়ে তুলবে যা সমাজের জেন্ডার বিষয়ক আচার-আচারনকে এবং প্রকল্পের প্রাথমিক সুবিধাভোগী হিসাবে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে।	একটি কঠোর এবং স্বচ্ছ সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে যেখানে নিশ্চিত করা হবে যে প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে প্রকল্পের জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের মধ্যে থেকে কোনও ধর্মীয় বা অন্যান্য ভিত্তিতে নয়। সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের সাথে মতবিনিময় ও পরামর্শ করে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি পরিষ্কারভাবে নথিভুক্ত এবং ব্যাখ্যা করা হবে। চূড়ান্ত সুবিধাভোগী নির্বাচন আনুপাতিকভাবে সংখ্যালঘু জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য স্থান নির্বাচনে জাতিগত সংখ্যালঘুদের একটি পৃথক পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রদানে তাদের পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং পরিবার ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ে সংখ্যালঘু পরিবারের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রদান করা হবে। প্রকল্প মূল্যায়ন একটি মানবাধিকার-ভিত্তিক এবং সংঘাত সংবেদনশীল পদ্ধতি গ্রহণ করবে এবং নিশ্চিত করবে যে প্রকল্পের সুবিধাগুলি সুষমভাবে বিতরণ করা হয়েছে। কোনো দ্বন্দ্ব বা বৈষম্যের ক্ষেত্রে, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি, অন্যান্য সমস্ত প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে, প্রকল্প স্তরের অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি এবং/অথবা UNDP-এর স্টেকহোল্ডার এবং জবাবদিহিতা পদ্ধতি এবং/অথবা GCF-এর স্বাধীন প্রতিকার পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, আচরন পরিবর্তন এবং মহিলাদের জন্য "উপযুক্ত কাজ"। GRM ফোকাল পয়েন্টকে সামাজিক প্রান্তিকতা সম্পর্কে সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে এবং GRM-কে লিঙ্গ-সংবেদনশীলও করা হবে। GBV সংক্রান্ত অভিযোগগুলি পরিচালনা করার জন্য মহিলা ফোকাল পয়েন্টকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। প্রকল্পের নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, GBV এবং সমাজের আচরন পরিবর্তনের বিষয়টি মূল্যায়ন করবে।

			প্রকল্পের জেন্ডার অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (GAP)-এ এ-সম্পর্কিত ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রশমন ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। GAP বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা হবে।

টেবিল ৪: SESP ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের উপর যে সকল সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং প্রভাব চিহ্নিত করেছে

যাচাই-বাচাই এর মাধ্যমে কর্ম এলাকার ১০১ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ০৭টি (৩৯টি ইউনিয়নের মধ্যে পাঁচটি) ওয়ার্ডে মুন্ডাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা প্রকল্পের ফেইজ ১-এর আওতাধীন থাকবে (অধ্যায় ৩ দেখুন)। মুন্ডাদের প্রান্তিককরণের নির্দিষ্ট ঝুঁকিগুলি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, প্রকল্পটি ১৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী এবং ৬ জন কিশোরীকে সম্পৃক্ত করেছে। এই সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রকল্প জানতে পেরেছে প্রান্তিককরণের কারন সমূহ, এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মহিলাদের পানীয় জলের এবং কম কর্মসংস্থানের কি কি সমস্যা সমাধানে সুযোগ রয়েছে এবং নিম্নলিখিত ইতিবাচক পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করেছেঃ

ক। জীবিকা সহায়তা

- গবাদি পশু পালনে সহায়তা
- হাঁস-মুরগি পালন
- মাদুর তৈরি
- পশুপালনের (গরু/ছাগল) সুযোগ
- কুটির শিল্প

খ। তাদের একটু বেশি (পরিপূরক) খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন যাতে তারা এক মাসের খাবার যোগান রাখতে পারে

গ। কার্যকরী পানীয়-জলের সরবরাহ ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন সুবিধা প্রয়োজন

ঘ। তাদের সন্তানদের জন্য সহায়তা প্রয়োজন যাতে তারা শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে

ঙ। শীত মৌসুমের জন্য তাদের গরম কাপড় প্রয়োজন।

এই আইপিপি (২০২০/২১) এর খসড়া তৈরির প্রথম পর্যায়ে একজন জাতীয় কনসালটেন্ট প্রতিটি দলীয় আলচনায় ১০-১২ জন মুন্ডা অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিয়ে ১২ টি দলীয় (ফোকাস গ্রুপ) আলোচনা পরিচালনা করেছেন যাতে মুন্ডা পরিবারের নির্দিষ্ট ঝুঁকি এবং দুর্বলতাগুলি আরও ভালভাবে বোঝা যায় এবং কীভাবে ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যায় এবং সামগ্রিকভাবে হ্রাস করা যায়। অন্যান্য সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের সাথে একই ধরণের আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পটি মুন্ডা অধিবাসিদের সাথে নিদিষ্ট ওয়ার্ডের মধ্যে নিম্নলিখিত উপ-প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছেঃ

জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্পের ইউনিয়ন ভিত্তিক তালিকা												
উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড নং	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগন		অভিযোজিত জীবিকা বৃদ্ধির বিকল্পগুলি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য দলের সংখ্যা							
			গ্রাম	খানা	তিল চাষ	বসত বাড়ীতে সব্জি চাষ	হাইড্রপনিক্স	অ্যাকুয়াজি ও পনিক্স	গাছের নার্সারি	কাঁকড়া চাষ	মাছ ও কাঁকড়ার খাবার প্রস্তুতকরণ	কাঁকড়ার নার্সারি
কয়রা	উত্তর বেদকাশী	৭	গাজিপাড়া	৩১	১	৩	১	৪	১	০	০	০
শ্যামনগর	বুরিগোয়ালিনী	৭	দাতিনাখালী	৩২	০	০	২	৩	০	৫	০	০
		৪	বুরিগোয়ালিনী	১১								
	আটুলিয়া	৪	মাগুরাকুনি	০৩	০	০	৩	৩	০	০	০	০
	গাবুরা	৫	পারশেমারি	১৩	০	১	১	০	০	২	০	০
		৭	ডুমুরিয়া	০৫	০	৪	১	০	০	৫	০	০
	রমজাননগর	৯	কালিঞ্চি	৩০	০	২	২	১	১	২	০	০

টেবিল ৫: আইপি এলাকায় জীবিকা নির্বাহ সংক্রাত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিকল্পনা

GCA প্রকল্প থেকে মুন্ডা সুবিধাভোগীরা প্রশিক্ষণ, জীবিকার কার্যক্রম এবং খানাভিত্তিক পানীয়-জল সমাধানের জন্য ইনপুট সহায়তা পেয়েছে। তারা দলবদ্ধভাবে কাজ করার মাধ্যমে নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জন করেছে। প্রকল্পের মহিলা সুবিধাভোগীরা জীবিকা নির্বাহের কার্যক্রমে অংশ নিতে

তাদের পরিবারে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি, বরং এটি তাদের লিঙ্গ বৈষম্য কমাতে সাহায্য করেছে। প্রকল্প কার্যক্রম তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদাকেও উন্নত করেছে। তারা সামাজিক অপমান এবং বৈষম্য ছাড়াই মূলধারার জনগোষ্ঠীর সাথে একসাথে কাজ করে। প্রকল্প কার্যক্রম তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদাকেও উন্নত করেছে। খানাভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থাগুলি পানীয় জলের জন্য তাদের দুর্ভোগ কমিয়েছে। উপরন্তু, এটি দূর থেকে পানি সংগ্রহের জন্য তাদের সময় এবং শ্রম বাঁচায় এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

কর্ম পরিচালনার ওয়ার্ডগুলিতে চরম দরিদ্র মহিলাদের লক্ষ্য করে এবং মুন্ডা মহিলাদের বিবেচনায় রেখে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে (অধ্যায় ৭ দেখুন), কিন্তু এই সাতটি গ্রাম/ও ওয়ার্ডে মুন্ডাদের জন্য জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দুটি প্রধান ঝুঁকি আছেঃ

ঝুঁকি ১ (তাৎপর্য: মাঝারি; কার্যক্রম ১.১ এবং ৩ এর সাথে বেশিরভাগ সম্পর্কিত)ঃ সুবিধাভোগী থাকাকালীন, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী গ্রুপগুলিতে তাদের অ-প্রতিনিধিত্ব, দুর্বলতা, এবং বৈষম্যের কারণে দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ হ্রাস করতে পারে। বেসলাইন জরিপের তথ্য অনুযায়ী মুন্ডা মহিলারা স্থানীয় বিদ্যমান গ্রুপগুলির সদস্য নয় এবং প্রকল্প থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ ছাড়া, মুন্ডা মহিলারা, জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং এই প্রকল্প থেকে তাদের সমানভাবে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ঝুঁকি ২ (তাৎপর্য: মাঝারি; কার্যক্রম ১.১ এর সাথে বেশিরভাগ সম্পর্কিত): অধ্যায় ২-এ যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পটি জীবিকার কার্যক্রমের জন্য দলগুলিকে জমি ইজারা নিতে সহায়তা করবে। যেহেতু মুন্ডা পরিবারের, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন এবং তাদের দ্বারা ব্যবহৃত জমি এবং সম্পদের কোন আইনি অধিকার নেই, বিশেষ করে ম্যানগ্রোভ, জলাভূমি এবং নদীগুলিতে, এই "অ-সীমাবদ্ধ" জমিগুলিকে গ্রুপ ভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য লক্ষ্যবস্তু করার ঝুঁকি রয়েছে। যেহেতু মুন্ডাদের তাদের প্রথাগত অধিকার রক্ষার জন্য সীমিত প্রবেশাধিকার রয়েছে, তাই তাদের জমি গোষ্ঠীগত কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা হলে তা থেকে তারা কোন লাভবান হবে না বরং তাদের অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি এবং আরও দরিদ্রতা বাড়বে।

এই ঝুঁকিগুলি এড়াতে এবং মোকাবেলা করার জন্য, প্রকল্পটি নিম্নলিখিত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে:

১। মুন্ডাদেরকে ৩০/৯/২০২৩ সালের আগে তাদের ঐতিহ্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গ্রাম ও ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পের সমস্ত পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্তকরন।

২। মুন্ডাদেরকে তারা যে ওয়ার্ড/গ্রামে বাস করে সেখানে প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সমস্ত জমি নির্বাচন করার সময় তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যাতে তারা ৩১/১২/২০২৩ এর আগে তাদের উদ্বেগ এবং দাবিগুলি প্রকাশ করতে পারে। ধরাযাক তারা কোনো নির্দিষ্ট জমিতে প্রথাগত মালিকানা বা তাদের অংশীদার দাবি করে, সেক্ষেত্রে, প্রকল্পটি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পে অর্থায়ন করবে যদি এই জমির সাথে সংযুক্ত মুন্ডা পরিবারগুলি এই উপ-প্রকল্পের জন্য তাদের প্রাক-অবহিতকরন ও সম্মতি (FPIC) প্রদান করে থাকে।

৩। ২০২৩ সাল শেষ হওয়ার আগে ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে তাদের পছন্দের ভিত্তিতে কমপক্ষে একটি জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো (অধ্যায় ৬ দেখুন)

৪। ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে একটি RWHS প্রদান করা।

৫। পরিবেশগত, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং জীবিকা সহায়তা কার্যক্রম এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবগুলি প্রশমন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করার জন্য প্রকল্পের ESMF-এ বর্ণিত সু-প্রতিষ্ঠিত এবং পরীক্ষিত সমাধানগুলো বাস্তবায়ন করা।

৬। ৩১/১২/২০২৩ এর মধ্যে মুন্ডা গ্রামের মহিলা দল তৈরি/সক্রিয় করার সুবিধার্থে একটি যোগ্য মুন্ডা সংস্থা নিয়োগ করা। পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা গ্রুপ পরিচালনা করার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা এবং পছন্দের জীবিকা সহায়তা উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মুন্ডাদের সক্ষমতা যাচাই/মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বাড়াবে এবং ব্যাকস্টপিং পরিষেবা প্রদান করবে। যদিও সাতটি গ্রামের সহায়তা পরিচালনা করার জন্য একটি দায়িত্ব দেয়া হবে কিন্তু এটি তাদের অগ্রাধিকার, তালিকাভুক্ত দলগুলির ক্ষমতা এবং মুন্ডা সম্প্রদায়ের পছন্দের উপর নির্ভর করবে।

৭। PMU-এর সেফগার্ড অফিসার UNDP-এর SES ৬-এর সাধারণ শর্তগুলির আলোকে IPP-এর বাস্তবায়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

৮। প্রকল্পের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় মুন্ডাদের সমান সুযোগ রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, সাতটি মুন্ডা বসতি গ্রামের প্রতিটির বর্তমান গ্রাম ব্যবস্থাপনা কাঠামো অভিযোগ রেকর্ড এবং ফাইল করার জন্য নিযুক্ত থাকবে, যেমনটি তারা প্রাক অবহিতকরন ও সম্মতি গ্রহণ (FPIC) পরামর্শের সময় অনুরোধ করেছিল। পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা তারপরে প্রকল্পের জিআরএম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অভিযোগগুলি প্রক্রিয়াকরণ এবং নিস্পত্তির জন্য মুন্ডাদেরকে সহায়তা করবে এবং যদি এর ফলে পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধান না হয়, তাহলে UNDP-এর স্টেকহোল্ডার এবং জবাবদিহিতা পদ্ধতি এবং/অথবা GCF-এর স্বাধীন প্রতিকার পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করবে।

Union Wise Distribution of Drinking Water Subprojects								
উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড নং	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগন		বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা (RWHS)			পুকুর ভিত্তিক ব্যবস্থা
			গ্রাম	খানা	খানা ভিত্তিক	সমাজ ভিত্তিক	প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক	
কয়রা	উত্তর বেদকাশী	৭	গাজিপাড়া	৩১	৫০	১	০	০
শ্যামনগর	বুরিগোয়ালিনী	৭	দাতিনাখালী	৩২	২৬	৫০	০	০
		৪	বুরিগোয়ালিনী	১১				
	আটুলিয়া	৪	মাগুরাকুনি	০৩	৪৪	০	০	০
	গাবুরা	৫	পারশেমারি	১৩	৪৬	০	০	০
		৭	ডুমুরিয়া	০৫	৬৫	২	০	২
	রমজাননগর	৯	কালিঞ্চি	৩০	৫৭	১	০	০

টেবিল ৬: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এলাকায় পানীয় জলের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিকল্পনা

প্রকল্প এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য পানীয় জলের উন্নত ব্যবস্থা অপরিহার্য। যেহেতু প্রকল্প দ্বারা প্রদত্ত ব্যবস্থাটি বৃষ্টির পানি সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, তাই ব্যবস্থাটির মাধ্যমে খুব বেশি পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব খুব বেশি থাকবে বলে আশা করা যায় না বরং উৎপাদিত পানীয় জল ব্যবহার করে সকলে বাস্তব সুবিধা পাবে। তবে এর সাথে যুক্ত দুটি ঝুঁকি রয়েছে-

ঝুঁকি ৩ (তাৎপর্য: মাঝারি; কার্যক্রম ২.১ এবং ৩ এর সাথে বেশিরভাগ সম্পর্কিত): প্রধান ঝুঁকি হল যে ১২৫টি মুন্ডা পরিবার, তাদের প্রান্তিককরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে দূরে অবস্থানের কারণে, পরিবারের কোনও RWHS নাও পেতে পারে এবং/অথবা সমাজ এবং/অথবা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পানীয় জলের সরবরাহে সমান সুযোগ নাও পেতে পারে।

ঝুঁকি ৪ (তাৎপর্য: মাঝারি; কার্যক্রম ২.২ এর সাথে বেশিরভাগ সম্পর্কিত): প্রকল্পটি কমিউনিটি- এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিক পানি ব্যবস্থার নির্মাণ ও পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে যদি সেগুলি সরকারী জমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই, প্রকল্প-সম্পর্কিত স্থায়ী এবং/অথবা অস্থায়ী জমি অধিগ্রহণের ফলে মুন্ডা মালিকানাধীন, ব্যবহৃত বা দাবি করা জমি এবং/অথবা সম্পদকে প্রভাবিত করে তা জীবিকার উপ-প্রকল্প থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি কম। যাইহোক, RWHS-এর জন্য যে অন্যান্য জমিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এবং/অথবা নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেখানে সরকারী জমি সম্পর্কিত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, অর্থাৎ সরকারী মালিকানাধিন থাকা সত্ত্বেও সেখানে মুন্ডাদের দাবি রয়েছে।

এই ঝুঁকিগুলি এড়াতে এবং মোকাবেলা করার জন্য, প্রকল্পটি নিম্নলিখিত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে-

১। ২০২৩ সাল শেষ হওয়ার আগে সকল ১২৫টি মুন্ডা পরিবারকে একটি করে খানা ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রদান করা।

২। প্রশমন ব্যবস্থা ২ এর সাথে সূর মিলিয়ে, প্রকল্পটি ৩১/১২/২০২৩-এর আগে সমাজ ভিত্তিক এবং প্রাতিষ্ঠান ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা-এর জন্য নির্ধারিত জমি নির্বাচন করার জন্য মুন্ডা পরিবারগুলিকে আমন্ত্রণ জানাবে এবং যদি মুন্ডারা এই জমির সাথে নিজেদের অধিকার দাবি করে, তাহলে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হবে না। সংশ্লিষ্ট মুন্ডাদের সাথে 'প্রাক অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ (FPIC)' ছাড়া নিদিষ্ট উপ-প্রকল্প (RWHS) গ্রহণ করা যাবে না।

৩। যারা সরকারি খাস জমিতে বসবাস করছেন তারা তাদের গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি, পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং মুন্ডা সংস্থার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের অভিযোগ নিরসন (জিআরএম) কমিটি এবং জেলা পর্যায়ের আপীল কমিটির কাছে যোগাযোগের সুযোগ পাবেন যাতে তাদের দখলকৃত জমি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নামে বরাদ্দ করা হয়। খানা ভিত্তিক পানির ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য, প্রকল্পটি পৃথকভাবে মুন্ডা খানাদের কাছ থেকে সম্মতি নিয়েছে এবং সমাজ ভিত্তিক / প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ব্যবস্থার জন্য প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনাপত্তি সনদ নিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান, পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (DPHE) -এর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা পর্যায়ের জিআরএম কমিটির সভাপতি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক জেলা পর্যায়ের আপিল কমিটির সভাপতি। অতএব, জমির মালিকানার অধিকার সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগ তাদের জানার মধ্যে থাকবে এবং উপযুক্ত সমাধান হবে। সমাজের কোনো অভিযোগ থাকলে প্রয়োজনে UNDP SECU এবং SRM প্রক্রিয়াতেও সমাধান করা যাবে।

৫.৩ ঝুঁকি প্রশমন কর্ম পরিকল্পনা (Risk mitigation action plan)

সংক্ষেপে, প্রকল্পটি নিম্নলিখিত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেঃ

১। মুন্ডাদেরকে ৩০/৯/২০২৩ সালের আগে তাদের ঐতিহ্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গ্রাম ও ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পের সমস্ত পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্তকরন।

২। মুন্ডাদেরকে তারা যে ওয়ার্ড/গ্রামে বাস করে সেখানে প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সমস্ত জমি নির্বাচন করার সময় তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যাতে তারা ৩১/১২/২০২৩ এর আগে তাদের উদ্বেগ এবং দাবিগুলি প্রকাশ করতে পারে। ধরাযাক তারা কোনো নির্দিষ্ট জমিতে প্রথাগত মালিকানা বা তাদের অংশীদার দাবি করে, সেক্ষেত্রে, প্রকল্পটি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পে অর্থায়ন করবে যদি এই জমির সাথে সংযুক্ত মুন্ডা পরিবারগুলি এই উপ-প্রকল্পের জন্য তাদের প্রাক-অবহিতকরন ও সম্মতি (FPIC) প্রদান করে থাকে।

৩। ২০২৩ সাল শেষ হওয়ার আগে ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে তাদের পছন্দের ভিত্তিতে কমপক্ষে একটি জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো (অধ্যায় ৬ দেখুন)

৪। ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে একটি RWHS প্রদান করা।

৫। ৩১/১২/২০২৩ এর মধ্যে মুন্ডা গ্রামের মহিলা দল তৈরি/সক্রিয় করার সুবিধার্থে একটি যোগ্য মুন্ডা সংস্থা নিয়োগ করা। পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা গ্রুপ পরিচালনা করার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা এবং পছন্দের জীবিকা সহায়তা উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মুন্ডাদের সক্ষমতা যাচাই/মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বাড়াবে এবং ব্যাকস্টপিং পরিষেবা প্রদান করবে। যদিও সাতটি গ্রামের সহায়তা পরিচালনা করার জন্য একটি দায়িত্ব দেয়া হবে কিন্তু এটি তাদের অগ্রাধিকার, তালিকাভুক্ত দলগুলির ক্ষমতা এবং মুন্ডা সম্প্রদায়ের পছন্দের উপর নির্ভর করবে।

৬। PMU-এর সেফগার্ড অফিসার UNDP-এর SES ৬-এর সাধারণ শর্তগুলির আলোকে IPP-এর বাস্তবায়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

৭। প্রকল্পের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় মুন্ডাদের সমান সুযোগ রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, সাতটি মুন্ডা বসতি গ্রামের প্রতিটির বর্তমান গ্রাম ব্যবস্থাপনা কাঠামো অভিযোগ রেকর্ড এবং ফাইল করার জন্য নিযুক্ত থাকবে, যেমনটি তারা প্রাক অবহিতকরন ও সম্মতি গ্রহণ (FPIC) পরামর্শের সময় অনুরোধ করেছিল। পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা তারপরে প্রকল্পের জিআরএম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অভিযোগগুলি প্রক্রিয়াকরণ এবং নিস্পত্তির জন্য মুন্ডাদেরকে সহায়তা করবে এবং যদি এর ফলে পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধান না হয়, তাহলে UNDP-এর স্টেকহোল্ডার এবং জবাবদিহিতা পদ্ধতি এবং/অথবা GCF-এর স্বাধীন প্রতিকার পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করবে।

তারা যে ওয়ার্ড/গ্রামে বাস করে সেখানে প্রকল্প কার্যক্রমের (জীবিকা সহায়তা কার্যক্রম এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা) জন্য নির্ধারিত সমস্ত জমি নির্বাচন করার পদ্ধতি।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্য বিষয় বা কারন সমূহ:
১। অস্থায়ী বা স্থায়ী, এবং মুন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থানচ্যুতি?
প্রথম প্রশ্নটি ব্যক্তি বা সমাজকে তাদের বাড়ি বা প্রথাগত বসবাসের স্থান থেকে শারীরিকভাবে স্থানান্তরিত করার ঝুঁকি তুলে ধরে। এই ধরনের স্থানান্তর হতে পারে স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী, আংশিক (শুধুমাত্র দখলকৃত এলাকার অংশ থেকে), অথবা সম্পূর্ণ (সম্পূর্ণ এলাকা থেকে)। যদিও একটি নির্দিষ্ট এলাকা দখলকারী ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অধিকার ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন হতে পারে এবং ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার যোগ্যতা একই নাও হতে পারে, তবুও সকল ব্যক্তি এবং সম্প্রদায় যথাযথ প্রক্রিয়া এবং সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী।
২। অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি (যেমন ভূমি অধিগ্রহণ বা সুবিধা প্রাপ্তিতে বিধিনিষেধের কারণে সম্পদের ক্ষতি বা সম্পদের ব্যবহার – এমনকি শারীরিক স্থানান্তরের অনুপস্থিতিতেও)?
দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল ব্যক্তি বা সমাজের কৃষিজমি, পানি সম্পদ, বন, বিশুদ্ধ বায়ু ইত্যাদি সহ তাদের জীবিকা ও জীবিকা নির্বাহের জন্য যে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে সেগুলির ব্যবহার না করতে পারা বা হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি। আইন, নীতি, বা প্রবিধান এবং/অথবা প্রবেশ বা প্রবেশের ক্ষেত্রে শারীরিক বাধাগুলির মাধ্যমে সুযোগ কমে যেতে পারে। প্রবেশের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থাকতে পারে দেয়াল, গেট, সশস্ত্র কর্মী ইত্যাদি, এবং সম্পদের দূষণ বা অবক্ষয়। প্রবেশাধিকারের এই সমস্যা অস্থায়ী বা স্থায়ী হতে পারে। আবার, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের অধিকার পরিবর্তিত হতে পারে, তবে সকলেই যথাযথ প্রক্রিয়া এবং সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী (উপরের ২ নম্বর পয়েন্ট দেখুন)।
৩। জোরপূর্বক উচ্ছেদের ঝুঁকি?
তৃতীয় প্রশ্নটি বিবেচনা করা প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত স্থানচ্যুতি কার্যক্রম আইনগত বা অন্যান্য সুরক্ষার উপযুক্ত বিধান এবং অ্যাক্সেস ছাড়াই ঘটতে পারে কিনা। জাতীয় আইন অনুযায়ী বাস্তুচ্যুত করা হয় না এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি 'জোরপূর্বক উচ্ছেদ' হিসাবে বিবেচিত হয় যা আন্তর্জাতিক আইনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
৪। ভূমি, অঞ্চল এবং/অথবা সম্পদের উপর ভূমি মেয়াদের ব্যবস্থা এবং/অথবা সমাজ ভিত্তিক সম্পত্তির অধিকার/প্রথাগত অধিকারের উপর প্রভাব বা পরিবর্তন?

এই প্রশ্নটির জন্য স্ক্রীনারদের বিবেচনা করতে হবে যে কার্যক্রমগুলির মাধ্যমে জমির মালিকানা অধিকারের সাথে সম্পর্কিত বা প্রভাবিত করা বা স্থানচ্যুতির দিকে নিয়ে যেতে পারে (ভৌত বা অর্থনৈতিক, আংশিক বা সম্পূর্ণ)। প্রকল্প এলাকায় (গুলি) জমির মালিকানা ব্যবস্থাগুলি সাবধানে পর্যালোচনা করা উচিত। উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে 'ভূমি সংস্কার' এবং 'ভূমি জরিপ'। সরকারী নির্দেশিকাগুলি এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য প্রভাবগুলি মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা এবং এটি কীভাবে করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে।

ফটো ৩: এই আইপিপি প্রস্তুতিতে মুন্ডা পরিবারদের সাথে বৈঠক

৬। প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতিগ্রহণ (FPIC) প্রক্রিয়া (Participation, Consultations and FPIC Processes)

প্রকল্প এবং ১২৫ মুন্ডা পরিবার কীভাবে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রাক-অবহিতকরন ও সম্মতি গ্রহণের মানদন্ড পূরণ করবে এই যোগাযোগ কাঠামোটি সে নীতি, কৌশল এবং কাঠামো বিশদভাবে বর্ণনা করে।

১২৫ টি মুন্ডা পরিবারের সাথে জড়িত সমস্ত, বিশেষত ক) এই আইপিপি চূড়ান্ত করার জন্য, খ) প্রশমন ব্যবস্থা ১, ২, ৩ এবং ৪ এর পরিকল্পনা এবং গ) ৫ এবং ৬ এর অধীনে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা নির্বাচন করতে নিম্নলিখিত মৌলিক বিষয়গুলি অনুসরণ করবে বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সাথে কাজের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দিবে। সব এক্টরের উচিত-

- **নিয়ন্ত্রণ এবং দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া।** এমনকি যদি একজন অন্য পক্ষকে অযোগ্য, অনভিজ্ঞ এবং বিভিন্ন বিষয় দ্বারা পরিচালিত হয়। উভয় পক্ষকে যেভাবেই হোক একে অপরের সাথে সহযোগিতা করতে হবে, তাই একজনকে অন্য পক্ষের সক্ষমতা এবং দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত এবং প্রক্রিয়াগুলির গতি বাড়ানোর জন্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা উচিত।
- **সার্বক্ষণিক নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন।** এই আইপিপির মতো সামাজিক সুরক্ষার উপকরণগুলি বাংলাদেশের জন্য নতুন হাতিয়ার, এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সাথে কাজ করা প্রকল্প দলের জন্য একটি নতুন কাজ। ফলস্বরূপ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ন্যায্য উন্নয়নের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে সমস্ত অভিনেতাদের অবশ্যই বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলিকে সহায়তা করতে হবে। মুন্ডা নৃগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো কেবল বাস্তবায়নকারী সংস্থার দায়িত্ব নয়। আইপিপি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে যতটা সম্ভব অবদান রাখাও মুন্ডার দায়িত্ব।
- **জনসাধারণের অবহিতকরন এবং তাদের বক্তব্য।** কেউ অন্যদের চেয়ে ভাল জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি, এবং প্রত্যেকেরই কিছু বলার আছে। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন প্রত্যেককে প্রভাবিত করে এবং দক্ষ প্রশমন এবং অভিযোজন প্রত্যেকের অবদানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, তাই সকলকে সব ধরনের কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার জন্য অবহিত করা প্রয়োজন।
- **কাজ করার নতুন উপায় শিখার প্রস্তুতি।** যেহেতু প্রকল্পের সাফল্য প্রকল্প এলাকার সকল মানুষের সক্রিয় সহযোগিতার উপর নির্ভর করে, তাই প্রত্যেকেরই কিছু বলার আছে এবং কিছু অবদান রাখতে পারে। নতুন উপায় শেখার জন্য অন্যান্যরা কীভাবে সমস্যা সমাধান করে তা পর্যবেক্ষণ করা সুবিধাজনক কারণ ভবিষ্যতে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য এবং অন্যের কাজ বোঝার জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত হওয়া যায়।
- **প্রকল্প ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না।** একটি প্রকল্পে সবসময় ঝুঁকি থাকে যে কিছু ব্যক্তি প্রকল্পের সুবিধাগুলিকে ব্যক্তিগতকৃত করার চেষ্টা করে। এই সমস্যাগুলি ঘটে যখন লোকেরা যা ঘটছে তার সাথে পুরোপুরি জড়িত থাকে না, মিটিংয়ে আসে না, কথাবার্তা শোনে না এবং সেগুলি না পড়ে নথিতে স্বাক্ষর করে। যদি কেউ নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহলে দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা যা চান তা করতে পারেন। সুতরাং, তাদের ঐতিহ্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া প্রত্যেকের দায়িত্ব।
- **ধৈর্যধারণ, তবে প্রতিশ্রুতি এবং প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।** বিভিন্ন জাতি ও ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ সহজ কাজ নয়। আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগে সীমিত সংখ্যক চ্যাম্পিয়নের উপস্থিতি, অতীতে কারো খারাপ অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। তবে অনুমান করা উচিত, পূর্বের খারাপ স্মৃতি ভুলে যে কেউ দক্ষতা বাড়াতে পারে।
- **বিশ্বাস এবং রীতিনীতিকে সম্মান করা।** প্রকল্প এবং আইপিপির লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করা এবং দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রাখা। বৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখার প্রথম ধাপ হল বিভিন্ন বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে সম্মান করা।

৬.১ প্রশমন ব্যাবস্থা ২,৩ এবং ৪ এর জন্য FPIC প্রক্রিয়া (FPIC processes for mitigation measures 2,3&4)

যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ইউএনডিপি-এর এসইএস সম্পূরক নির্দেশিকা এবং এফপিআইসি এফএকিউ-এর জন্য এফপিক নিশ্চিত করা প্রয়োজন যেগুলি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার এবং স্বার্থ, জমি, অঞ্চল, সম্পদ, জীবিকা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রকল্পটি মুন্ডা গ্রামে এফপিআইসি এবং নথিভুক্ত করবে যা ক) তাদের জন্য জীবিকা উপ-প্রকল্প, খ) তাদের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, এবং গ) জীবিকার উপ-প্রকল্প এবং সমাজ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে RWHS -এর জন্য মুন্ডা কর্তৃক মালিকানাধীন, ব্যবহৃত

বা দাবি করা সম্পদের সাথে সম্পর্কিত জমির অধিকার। এই চারটি কার্যক্রমের জন্য (কার্যক্রম ১.১, ২.১, ২.২ এবং ৩), প্রকল্পটি নীচে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে:

অসংখ্য আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক উপকরণ এফপিক-কে একটি আইনী আদর্শ হিসেবে নিশ্চিত করেছে যেখানে স্পষ্ট ইতিবাচক কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতা লিপিবদ্ধ আছে যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অনুসরণ করা উচিত। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে এফপিক-এর কোনো একক সম্মত সংজ্ঞা নেই, এফপিক এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর সম্মান, সুরক্ষা এবং উপভোগের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য যে ন্যূনতম পদক্ষেপগুলি নেওয়া আবশ্যক তার চারপাশে যথেষ্ট এবং ক্রমবর্ধমান ঐকমত্য রয়েছে। এফপিক-কে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের নির্দিষ্ট প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলিকে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয় যা তাদের প্রভাবিত করতে পারে, এবং এই জাতীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াটি ২০০৫ সালে ইউএনপিএফআইআই এর চতুর্থ অধিবেশনে অনুমোদিত নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির সাথে বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

FREE বলতে জোরপূর্বক, ভীতি প্রদর্শন বা কারসাজি ছাড়াই স্বেচ্ছায় প্রদত্ত সম্মতি বোঝায়। ফ্রি বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা সম্প্রদায়ের দ্বারা স্ব-নির্দেশিত হওয়ার সম্মতি খোঁজা, জবরদস্তি, প্রত্যাশা বা টাইমলাইন যা বাহ্যিকভাবে আরোপ করা হয়েছে:

- স্টেকহোল্ডাররা প্রক্রিয়া, সময়রেখা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাঠামো নির্ধারণ করে।
- তথ্য স্বচ্ছভাবে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্টেকহোল্ডারদের অনুরোধে প্রদান করা হয়।
- প্রক্রিয়াটি জবরদস্তি, পক্ষপাত, শর্ত, ঘুষ বা পুরস্কার থেকে মুক্ত।
- মিটিং এবং সিদ্ধান্তগুলি স্থান এবং সময়ে এবং স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া ভাষা এবং বিন্যাসে সঞ্চালিত হওয়া;এবং
- লিঙ্গ, বয়স বা অবস্থান নির্বিশেষে স্বাধীনভাবে সকল সম্প্রদায়ের সদস্যরা অংশ নিতে পারবে।

PRIOR মানে কোনো অনুমোদন বা কার্যক্রম শুরু করার আগে পর্যাপ্তভাবে সম্মতি খোঁজা। পূর্ববর্তী বলতে একটি ক্রিয়া বা প্রক্রিয়ার আগে সময়কে বোঝায়যখন সম্মতি খোঁজা উচিত এবং যখন সম্মতি চাওয়া হয় এবং যখন সম্মতি দেয়া হয় বা আটকে রাখা হয়। পূর্ব অর্থ একটি উন্নয়ন বা বিনিয়োগ পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে, শুধুমাত্র তখনই নয় যখন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন হয়:

- পূর্বে বোঝায় যে প্রস্তাবিত কার্যকলাপের তথ্য বুঝতে, অ্যাক্সেস এবং বিশ্লেষণ করার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে। প্রযোজনীয়সময়ের পরিমাণ অধিকার-ধারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করবে।
- ধারণা, নকশা, প্রস্তাব, তথ্য, নির্বাহ এবং পরবর্তী মূল্যায়ন সহ একটি কর্ম, প্রক্রিয়া বা বাস্তবায়নের ধাপের শুরুতে বা সূচনা করার আগে কার্যক্রম শুরু করার আগে তথ্য সরবরাহ করতে হবে; এবং
- অধিকার-ধারকদের দ্বারা নির্ধারিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়সীমাকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে, কারণ এটি তাদের রীতিনীতি অনুসরণ করে বিবেচনাধীন কার্যকলাপগুলিকে বোঝা, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করার জন্য প্রযোজনীয়সময়কে প্রতিফলিত করে।

INFORMED মানে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় এবং সম্মতি চাওয়ার আগে এবং চলমান সম্মতি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে যে তথ্য প্রদান করা উচিত তা বোঝায়। অবহিতকরন পদ্ধতি অবশ্যই-

- বোধগম্য, পরিষ্কার, সামঞ্জস্যপূর্ণ, সঠিক, নির্দিষ্ট এবং স্বচ্ছ হতে হবে।
- সহজবোধ্য ভাষা এবং সাংস্কৃতিকভাবে সঠিক বিন্যাসে (রেডিও, ভিডিও, গ্রাফিক্স, ডকুমেন্টারি, ফটো এবং মৌখিক উপস্থাপনা সহ) বিতরণ করা হবে।
- উদ্দেশ্যমূলক, প্রকল্পের কার্যক্রমের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সম্ভাবনা এবং সম্মতি প্রদান বা আটকে রাখার ফলাফল উভয়ই উপস্থাপন করতে হবে।
- সম্ভাব্য সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলির পূর্ণ বর্ণনা সহ বৈজ্ঞানিক তথ্য সঠিক ভাষায় সরবরাহ করতে হবে।
- এমনভাবে বিতরণ করা হবে যা দেশীয় বা স্থানীয় সংস্কৃতিকে অখুন্ন রাখে।
- সাংস্কৃতিকভাবে সঠিক লোকেশনে যথাযথ কর্মীদের দ্বারা বিতরণ করা হবে এবং এতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা স্থানীয় প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- বোঝা এবং যাচাই করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিয়ে বিতরণ করা হবে।
- সবচেয়ে প্রত্যন্ত, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, নারী এবং প্রান্তিকদের কাছে পৌঁছান; এবং
- এফপিক প্রক্রিয়া জুড়ে একটি চলমান এবং অবিচ্ছিন্ন ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

CONSENT বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ বা সম্প্রদায়ের প্রথাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বিবেচনা করে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কে বোঝায়। প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক-প্রশাসনিক গতিশীলতা অনুসারে, সম্মত হওয়া, মঞ্জুর করা বা আটকানো উচিত। সম্মতি হল:

- একটি স্বাধীনভাবে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত যা "হ্যাঁ" বা "না" হতে পারে, যদি প্রস্তাবিত কার্যকলাপগুলি পরিবর্তিত হয় বা যদি প্রস্তাবিত কার্যকলাপের সাথে প্রাসঙ্গিক বর্তমান তথ্য আবির্ভূত হয় তবে পছন্দসই পুনর্বিবেচনা করা।
- প্রভাবিত জনগণ (যেমন, ঐকমত্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ, ইত্যাদি) তাদের রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য অনুসরণ করে একটি যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহন। অধিকারের অভিব্যক্তি (আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, জমি, সম্পদ এবং অঞ্চল, সংস্কৃতি); এবং
- প্রকল্পে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা প্রকল্প চলাকালীন পর্যায়গুলির জন্য পর্যায়ক্রমে সম্মতি দেওয়া বা আটকানো। এটি একটি একক প্রক্রিয়া নয়।

যদিও পরামর্শ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হবে প্রাসঙ্গিক পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি (সম্মতিতে) পৌঁছানো, এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত এফপিক প্রক্রিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সম্মতিকে অগ্রাধিকার দেবে। এফপিআইসি-র মূলত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জড়িত থাকার, আলোচনা করার এবং সম্মতি প্রদান বা আটকানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার। এই প্রক্রিয়ায় আরো উল্লেখ থাকবে যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মেনে নিতে হবে প্রকল্পটি এগোবে না এবং/অথবা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা প্রকল্প চালিয়ে যেতে চায় না বা যদি তারা তাদের সম্মতি প্রত্যাহার করতে চায় (জিসিএ আইপিপি অপারেশনাল গাইডলাইন ৩.৩.৪-এ নির্দেশিকা এবং অধ্যায় ৩.৩.৬-এ সংশ্লিষ্ট চেকলিস্ট দেখুন)।

অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন এবং পেরুর মতো দেশগুলি তাদের জাতীয় আইনি কাঠামোতে এফপিক-কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এইভাবে প্রয়োজনীয়তাগুলি পরামর্শের আইনি প্রয়োজনের বাইরে চলে যায় (যেমন বলিভিয়া বা ইকুয়েডরে শ্বশুরবাড়ি) এবং ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর দ্বারা লিখিত বা অন্যথায় নিশ্চিত সম্মতি পাওয়ার বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করে। (বিনামূল্যে পূর্ব ও অবহিত সম্মতি ই/সি.১৯/২০০৫/৩ সংক্রান্ত পদ্ধতি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কর্মশালার প্রতিবেদন, ২০০৫ সালে UNPFII এর চতুর্থ অধিবেশনে অনুমোদিত।

৬.২ ইতিবাচক কর্ম এবং এই আইপিপি জন্য FPIC গ্রহণে যে জনসম্পৃক্ততা পরিচালিত হয়েছে

(Engagements conducted to obtain FPIC for affirmative actions and this IPP)

প্রকল্পটি নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করেছে (বিস্তারিত জানতে সংযুক্তি ৩ এবং ৪ দেখুন):

১। ২০২১ সালের নভেম্বরে, প্রকল্পটি চূড়ান্ত করার আগে মুন্ডা সম্প্রদায়ের সাথে একটি পরিবার-ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য 'অংশীদারিত্ব ফি' এবং কমিউনিটি/প্রতিষ্ঠান/পুকুর-ভিত্তিক পানীয়জল সুবিধার জন্য 'মাসিক অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ফি' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্কিম পরিবার-ভিত্তিক পানীয়জল সুবিধার জন্য নির্বাচিত পরিবারগুলি ইতিমধ্যেই অংশীদারিত্ব ফি @৩০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করেছে। অন্যদিকে, যে পরিবারগুলি সম্প্রদায়/প্রতিষ্ঠান/পুকুর-ভিত্তিক পানীয়জলের সুবিধার জন্য নির্বাচিত হয়েছে তারা ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (ডব্লিউএমসি) দ্বারা নির্ধারিত মাসিক ফি প্রদান করবে যেখানে মুন্ডা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব পাওয়া আবশ্যক। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় বাংলাদেশের সব সম্প্রদায়ের মধ্যে পানীয়জলের স্বাভাবিক মূল্য বিবেচনা করে, জিসিএ প্রকল্পের পানির মূল্য/অংশীদারিত্ব ফি/মাসিক ফি খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং মুন্ডা সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য।

২। ২০২২ সালের নভেম্বরে, প্রকল্পটি সমস্ত গ্রামের সমস্ত মুন্ডা পরিবারের সাথে একটি বৈঠকের আয়োজন করেছিল যাতে মুন্ডাদের সংগঠন এবং মুন্ডাদের সাথে যারা কাজ করে, যেমন সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংস্থা (এসএএমএস) ইত্যাদির সহায়তায় এই আইপিপি নিয়ে আলোচনা এবং চূড়ান্ত করা। আলোচনা বাংলা থেকে অনুবাদ করার জন্য একটি মুন্ডা-স্পীকারের আয়োজন করে। প্রকল্পটি পর্যবেক্ষক হিসাবে প্রাসঙ্গিক সংস্থা এবং এনজিওগুলিকে আমন্ত্রণ জানায়।

এই প্রথম বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রকল্পটি প্রকল্পের সমস্ত উপ-প্রকল্প এবং বিভিন্ন বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার তথ্য সরবরাহ, সুবিধা এবং ঝুঁকিগুলি সহ কিছু সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছে। প্রকল্পটি মুন্ডাদেরকে অন্যান্য সমস্ত উপপ্রকল্প এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত করেছে এবং গ্রাম/ওয়ার্ড এবং সমস্ত আশেপাশের ওয়ার্ডগুলিতে বাস্তবায়িত হবে। তারপরে এটি অংশগ্রহণকারীদের তাদের জমি, সম্পদ, জমি এবং সম্পদ ব্যবহার এবং অন্যান্য দাবির সম্ভাব্য পুনারাবৃত্তির জন্য এই উপপ্রকল্পগুলি বাছাই করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। প্রকল্পটি অধ্যায় ৫-এ বর্ণিত ঝুঁকি এবং প্রশমন ব্যবস্থা, ৮ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবিত সক্ষমতা বৃদ্ধি সমর্থন এবং অধ্যায় ৯-এ বর্ণিত প্রস্তাবিত লক্ষ্যবস্তু অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং খসড়া আইপিপি-তে অন্যান্য বিধান উপস্থাপন করে। প্রকল্পটি কীভাবে অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতে যুক্ত হবে এবং যোগাযোগের উপায় এবং সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে, উদ্বেগগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে, ইত্যাদির জন্য নির্দেশিকা প্রয়োজন এবং মিটিং শেষ করার পূর্বে মুন্ডা এবং পর্যবেক্ষকদেরকে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য সময় দেয়া । এছাড়া প্রকল্পটি মুন্ডাদের নিজেদের মধ্যে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং যদি তারা ইচ্ছা করে অন্যদের সাথে পরামর্শ করতে পারে। অবশেষে তারা একটি ফলো-আপ মিটিং করবে তাদের অভ্যন্তরীণ আলোচনা এবং গ্রহনকৃত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রকল্পকে অবহিত করার জন্য।

৩। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে, প্রকল্পটি মুন্ডা গ্রামগুলি পরিদর্শনে আসে উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর মুন্ডাদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া চাওয়ার জন্য। প্রকল্পটি নিম্নলিখিত আলোচনা নথিভুক্ত করেঃ

ক। মুন্ডা সম্প্রদায় পছন্দ করে কিনা এবং/অথবা করে (i) জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্প এবং (ii) বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা এবং বর্তমান ডিজাইনে কোন পরিবর্তন করা উচিত কিনা ইত্যাদি,

খ। অন্য কোনো জীবিকার উপ-প্রকল্প এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা তাদের জমি, সম্পদ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্থান এবং/অথবা পৈতৃক অঞ্চলগুলির সাথে মিলে যাচ্ছে কিনা,

গ। প্রতিটি ওভারল্যাপের/ সমপাতিত জায়গার জন্য, মুন্ডা এই সাব-প্রকল্প/ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা-তে সম্মতি দেয় কিনা এবং/অথবা এই সম্মতি দেওয়ার শর্ত আছে কিনা।

ঙ। পছন্দসই ভবিষ্যত সংযুক্তি প্রক্রিয়া, সংযুক্তির উপায়গুলি সহ,

চ। কীভাবে মুন্ডা ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে অংশ নিতে চায় তার পদ্ধতি (এক বা একাধিক প্রতিনিধিকে যৌথ সভায় পাঠান, পৃথক মিটিং করা ইত্যাদি),

ছ। প্রস্তাবিত লক্ষ্যযুক্ত অভিযোগ ব্যবস্থা, যেখানে মুন্ডা গ্রামের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং/অথবা প্রতিনিধি যুক্ত করা

জ। আইপিপি বাস্তবায়নে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে সমর্থন এবং পছন্দের সংস্থার কাজ সম্পর্কে মতামত এবং

ঝ। খসড়া আইপিপি সম্পর্কে তাদের মতামত এবং খসড়া আইপিপিতে তাদের সম্মতি প্রদান করার আগে পরিবর্তন করা দরকার কিনা।

৪। পিএমইউ সেফগার্ড অফিসার বছরে সমস্ত মুন্ডা গ্রাম পরিদর্শন করবেন। এই মিশনের সময়, তিনি এই আইপিপি মেনে চলার বিষয়ে মুন্ডাদের মতামত চাইবেন, তাদের জীবনযাত্রার মান এবং জীবিকা সম্পর্কে একটি সাধারণ আপডেট প্রদান করবেন, নির্বাচিত জীবিকার উপ-প্রকল্প এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা এর বাস্তবায়ন অবস্থা, সুবিধা এবং প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করবেন। এই পরামর্শের ফলাফলগুলি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে নথিভুক্ত করা হবে।

ছবি ৪: কর্ম-এলাকায় একটি গ্রামে মুন্ডা মহিলাদের জীবিকা

৭। উপযুক্ত সুবিধাসমূহ (Appropriate Benefits)

এই অধ্যায়টিতে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে প্রকল্পটি মুন্ডাদের সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত/ন্যায়সঙ্গত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি নিশ্চিত করে এবং কিভাব মুন্ডাদের সাথে পরামর্শ এবং সম্মতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। অধ্যায় ২-এ আলচিত হয়েছে যে, মুন্ডা মহিলারা প্রকল্পের সুবিধাভোগী অন্যান্য দুর্বল মহিলাদের মতো জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে এবং প্রকল্প দ্বারা প্রদত্ত বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার যেকোনো একটি থেকে পানীয়জল পাওয়ার সমান অধিকার আছে। অধ্যায় ৫.২ এ ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে যে মুন্ডারা তাদের দুর্বলতা, প্রান্তিকতা এবং বৈষম্যের কারণে, প্রকল্পের সুবিধাগুলি ভোগ করার সমান সুযোগ নাও পেতে পারে। এই আইপিপির মাধ্যমে, প্রকল্পটি ফলস্বরূপ মুন্ডা পরিবারের মহিলাদের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে:

১। ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে তাদের পছন্দের ও সম্মতির ভিত্তিতে কমপক্ষে একটি জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে (সংযোজন ৩ এবং ৪ দেখুন।

২। ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে একটি করে পরিবারভিত্তিক RWHS প্রদান করা। মুন্ডাদের সাথে পরামর্শ করার সময় (অধ্যায় ৩ এবং সংযোজনী ২, ৩ এবং ৪ দেখুন), অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে পারিবারিক-স্তরের RWHS-এর ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণরূপে মুন্ডাদের পছন্দের সাথে এবং সাংস্কৃতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অধ্যায় ৫.২-এ উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকল্পটি একটি যোগ্য মুন্ডা সংস্থাকে নিয়োগ করবে যাতে মুন্ডাদের এই এবং অন্যান্য প্রকল্পের সুবিধাগুলির সমান অ্যাক্সেস থাকে। এটি ১২৫ টি মুন্ডা পরিবারের জন্য লক্ষ্যযুক্ত সহায়তা প্রদান করা উচিত, যেমন- ক) নারী দল শক্তিশালীকরণ এবং/অথবা গঠন খ) নির্বাচিত জীবিকা এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উপ-প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন, গ) তাদের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ঘ) সাধারণ প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান। আইপিপি পরিষেবা প্রদানকারীকে প্রকল্পে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের জ্ঞান, সিস্টেম এবং অনুশীলনের প্রচারের সুযোগ/সহ-সুবিধা চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেওয়া হবে।

যদিও আইপিপি চিহ্নিত প্রকল্প সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলিকে মোকাবেলা করে এবং ১২৫ টি মুন্ডা পরিবারকে জীবিকা বৃদ্ধির কার্যক্রম, পানীয়-জলের অ্যাক্সেস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে অংশগ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করে, এটি মুন্ডাদের সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। যাইহোক, এটি তাদের দুর্বলতা, প্রান্তিকতা এবং দারিদ্র্য হ্রাস করে এবং একটি প্রক্রিয়ার সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে অন্যান্য সমস্যা যেমন জমিতে আইনি অধিকার ইত্যাদির সমাধান করতে সক্ষম করে।

৮। সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (Capacity building and institutional development)

প্রশোমন পরিকল্পনা ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুন্ডা পরিবারগুলোর তাদের ঐতিহ্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটি গ্রাম/ওয়ার্ডের সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করবে। প্রশোমন পরিকল্পনা ৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সামাজিক, আইনি এবং প্রযুক্তিগত ক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাতে তারা সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মুন্ডাকে আরও ভাল এবং আরও কার্যকরভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়। এই অধ্যায়ে, তাই, এই আইপিপি-এর অধীনে বাধ্যবাধকতাগুলির সাথে সম্মতি জোরদার করার জন্য প্রাসঙ্গিক সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং মুন্ডা সংস্থাগুলি বা সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে তাদের প্রযুক্তিগত এবং আইনি সক্ষমতাগুলিকে সমৃদ্ধ করার পদক্ষেপগুলির রূপরেখা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি হল সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং মুন্ডা সংস্থাগুলির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে শক্তিশালী করা এবং জীবিকা এবং পানীয় জলের নিরাপত্তার জন্য জ্ঞান এবং শিক্ষার বিষয়ে জলবায়ু-ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করা। এটির জন্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা উন্নত করা হবে। এই আইপিপি-তে বর্ণিত চাহিদা এবং অগ্রাধিকারগুলির বাস্তবায়নে, বিশেষ করে জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা বাস্তবায়ন, পানীয় জলের সমাধান এবং মুন্ডাকে শক্তিশালীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরপ করা হবে।

প্রকল্পটি মুন্ডা সংস্থাগুলির মধ্যে থেকে একটি বা দুটি সংস্থাকে নির্বাচন এবং দায়িত্ব প্রদান করবে যাতে করে তারা সক্ষমতা মূল্যায়ন পরিচালনা করার মাধ্যমে প্রকল্পের অর্থায়নকৃত জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সক্ষমতা প্রদান করতে পারেন, উপকারভোগী নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন এবং ব্যাকস্টপিং পরিষেবা দিতে পারেন। যেহেতু মুন্ডা সংস্থাকে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করা হবে, তাই মুন্ডা ফ্যাসিলিটেটরদের দ্বারা মুন্ডা ভাষা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ সেশনগুলি পরিচালনা করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করা হবে।

যদিও সাতটি গ্রামের জন্য এই সহায়তা পরিচালনা করার জন্য একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া ভাল বলে মনে হয় কিন্তু এটি নির্ভর করবে সংস্থাটির সক্ষমতা এবং মুন্ডা সম্প্রদায়ের পছন্দের উপর। প্রকল্পটি ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের সাথে এই প্রস্তাবটি যাচাই করবে এবং সাতটি মুন্ডা গ্রামের সাথে প্রাক-অবহিতকরন ও সম্মতি গ্রহণ (FPIC) প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবে।

প্রকল্পটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সহ, মুন্ডা প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মী এবং অংশীদারদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে-

- সরকার এবং মুন্ডা পরিবারগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প কার্যক্রমের উপর বর্ণনা
- প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ঝুঁকি মোকাবেলায় সম্ভাব্য প্রশোমন ব্যবস্থা
- এই আইপিপি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন/নীতি/চুক্তি/প্রটোকল ইত্যাদি

অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে একটি নলেজ পোর্টালও চালু করা হবে যার মাধ্যমে মুন্ডা সম্প্রদায়ের কার্যক্রম/ভূমিকাকে তুলে ধরা হবে, এবং মুন্ডাদের বাস্তব এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করা হবে। GCA প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়, মুন্ডা সম্প্রদায়গুলিকে তাদের জ্ঞান, প্রমাণ-ভিত্তিক শিক্ষা, সর্বোত্তম অনুশীলন ইত্যাদি MoWCA এবং অন্যান্য প্রকল্প অংশীদারদের কাছে উপস্থাপনের জন্য সুযোগ প্রদান করা হবে। এটি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, আইনি এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার উপর তাদের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করবে। একই সময়ে, ওয়েব পোর্টালটি মুন্ডাদেরকে বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং তাদের সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে সহায়তা করবে। প্রক্রিয়াটি প্রকল্পের কার্যক্রম এবং এর ভালো ফলাফলগুলিকে প্রচার-প্রসার এবং সম্প্রসারণে সহায়তা করবে। এই বিষয়ে, মুন্ডাদের জন্য GCA প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন যাতে তারা জানতে পারে কীভাবে যোগাযোগের মাধ্যমটি ব্যবহার করে MoWCA-র পাশাপাশি অন্যান্য সরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায়।

৮.১। কয়রায় মুন্ডা সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (Capacity Building and Institutional Development of Munda Organizations in Koyra)

কয়রা উপজেলায়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড মুন্ডা সম্প্রদায়গুলিকে সহায়তা করে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গ্রামে এই সংগঠনের প্রায় ২০১ জন সদস্য রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে সদস্যরা সঞ্চয়ের জন্য ১০ টাকা করে জমা করে। সংস্থাটি মুন্ডা শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করে, যাদের চিকিৎসার জন্য সহায়তা প্রয়োজন তাদের চিকিৎসা সহায়তা দেয় এবং মুন্ডা বিবাহের ব্যবস্থা করে। সংস্থাটি সরকারের সমবায় বিভাগে নিবন্ধিত। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের আরেকটি সংগঠন ও "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমবায় সমিতি" কয়রাতে কাজ করে, তারা বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করে। এই দুটি সংস্থা কাঁকড়া চাষ, মাছ চাষ, কৃষি ইত্যাদির জন্য ঋণ প্রদান করে।

এই দুটি সংগঠন ছাড়াও স্থানীয় মহিলা নেত্রী সুমিত্রা মুন্ডা একটি মুন্ডা মহিলা সংগঠন "বড় বাড়ি মুন্ডা মহিলা সমবায় সমিতি" গঠন করেছিলেন। গ্রুপের প্রায় ৭০ জন সদস্য নিয়মিত সঞ্চয় জমা করছেন। সদস্যরা মাসিক ২০ টাকা করে জমা দিচ্ছেন এবং তাদের মোট মূলধন হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। মহিলা সংস্থাটি মুন্ডা মহিলাদেরকে সবজি বাগান, ছোট ব্যবসা, কাঁকড়া চাষ ইত্যাদি সহ আয় বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করে। বর্তমানে তারা শুধু বোরোবাড়ি গ্রামেই কাজ করছে, কিন্তু তারা সব মুন্ডা গ্রামে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে চায়। তারা মুন্ডা সংস্কৃতি, গান এবং সামাজিক অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য একটি সাংস্কৃতিক দল তৈরি করেছে। সুমিত্রা মুন্ডা বলেন, “আমরা সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং কৃষকদের জন্য ৪০ কেজি ধানের বীজ সংগ্রহ করেছি। সেই ধানগুলো আমরা মুন্ডা চাষিদের মধ্যে বিতরণ করেছি। প্রতিটি মুন্ডা চাষি চাষের জন্য পাঁচ কেজি করে ধান পেয়েছেন।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড কয়রাতে সঞ্চয়, ঋণ কার্যক্রম এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সহায়তা প্রদান করে। মহিলাদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে, এটি একটি মহৎ উদ্যোগ যে মহিলারা তাদের সংস্থার উন্নয়নে, মহিলাদের জীবিকার উন্নয়নে, বাল্যবিবাহ বন্ধের পক্ষে এবং মুন্ডা সংস্কৃতির প্রচারে এগিয়ে আসছেন।

৮.২। শ্যামনগরে মুন্ডা সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (Capacity Building and Institutional Development of Munda Organizations in Shyamanagar)

সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংস্থা (SAMS) ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফাদার লুইজি পাগি, যিনি মুন্ডাদের সাথে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন, এই সংগঠনটি তৈরিতে শ্যামনগর মুন্ডা সম্প্রদায়কে সহায়তা করেছিলেন। SAMS-এর গভর্নিং বডির সকল সদস্য মুন্ডা সম্প্রদায়ের। SAMS শিক্ষার সহায়তা প্রদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যাতে মুন্ডা সম্প্রদায়গুলি একটি উপযুক্ত উন্নয়ন লক্ষ্য তৈরি করতে পারে এবং সময়ের সাথে সাথে সরকারি এবং সমাজের অন্যান্য স্তরের সাথে আরও দক্ষতার সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

বিভিন্ন মুন্ডা গ্রামে এফজিডি এবং কেআইআই পরিচালনা করার সময়, এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, SAMS উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সমর্থন অর্জন করেছে। SAMS একটি সামগ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করছে। সংস্থাটি শুধুমাত্র সঞ্চয় এবং ক্রেডিট প্রোগ্রাম পরিচালনা করে না বরং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জীবিকা নির্বাহ করা সহ একাধিক সেক্টরে কাজ করে। তারা আবাসন এবং পানীয় জলের সমাধান, দুর্বল মুন্ডা পরিবারগুলির পুনর্বাসন, তাদের নিজস্ব সাদরি/মুন্ডা ভাষায় দুর্যোগের বার্তা প্রচার, যুব প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি প্রচারে সহায়তা করে। SAMS-এর কমিউনিটি এডুকেশন প্রোগ্রাম মুন্ডা শিশুদের বাংলা এবং সাদরি শিখতে সাহায্য করার সময় প্রাথমিক ভাষা হিসেবে মুন্ডা ভাষাকে ব্যবহার করে। SAMS একটি মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং সচেতনতামূলক সভা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমর্থন আদায় করে। SAMS জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ করে যাতে মূলধারার সমাজ মুন্ডাদের অধিকার, সংস্কৃতি, জীবনধারা এবং ধর্ম সম্পর্কে বুঝতে এবং জানতে পারে। এর ফলে আন্তঃসাংস্কৃতিক সহনশীলতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

SAMS আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমেও সহায়তা করে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF)-এর সহায়তায় বর্তমানে, SAMS বীজ, সার এবং কিছু আর্থিক সহায়তার প্যাকেজে হিসাবে প্রতি পরিবারকে ১০,০০০ টাকা করে প্রদান করছে। ধুংঘাট, ভেটখালি, রমজাননগর এবং ইসরিপুরের মতো কিছু এলাকায় চাল উৎপাদন করা যেতে পারে। কিছু এলাকা সুন্দরবনের কাছাকাছি, যেখানে SAMS কাঁকড়া চাষ, কুচে চাষ এবং চিংড়ি চাষের জন্য সহায়তা করে। SAMS মুদির দোকান এবং অন্যান্য ছোট ব্যবসা করতেও সাহায্য করে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষে সহায়তা করে যাতে মুন্ডা পরিবারগুলি মৌসুমী সবজি চাষ করতে পারে এবং যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করতে পারে।

সংগঠনটি গোপলাগঞ্জের বানিইয়ারচরের টেকনিক্যাল ট্রেডিং স্কুলে কিছু যুবককে পাঠিয়েছে যারা ইতিমধ্যে শিক্ষা শেষ করে দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উপার্জনের চেষ্টা করছে। এই জায়গায় তারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসার/বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষ করার পর, সেই যুবকদের ক্যারিটাসের (CARITAS)সহায়তায় আয়–রোজগারে প্রবেশের জন্য সহায়তা করা হয়।

৯। অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (Grievance Redress Mechanisms)

৯.১ সাধারণ বিধান (General Provisions)

যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়, প্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অভিযোগগুলি সামাজিক সমস্যাগুলির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে যেমন যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচন না হওয়া, বিদ্যমান লিঙ্গ নিয়মের ব্যাঘাত, যৌন শোষণ, প্রান্তিক গোষ্ঠীদের প্রকল্পের সুবিধাগুলিতে সমান সুযোগের অভাব, সমান পরিষেবা প্রদানে ব্যাঘাত, অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে জীবিকার ক্ষতি ইত্যাদি। অভিযোগগুলি পরিবেশগত সমস্যাগুলির সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে যেমন পানীয়-জলের মানের উপর প্রভাব, নির্মাণ বা কাঁচামাল পরিবহনের কারণে অবকাঠামোর ক্ষতি, শব্দ দূষণ, জীবিকা বাস্তবায়নের সময় বেসরকারী/সরকারি উপরিভাগের বা ভূ-পৃষ্ঠের পানি সম্পদের গুণমান বা পানির প্রবাহে বাঁধা, বসতবাড়ির বাগান ও কৃষি জমির ক্ষতি ইত্যাদি।

প্রকল্পের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (GRM) একটি স্বচ্ছ, স্বাধীন, এবং শক্তিশালী সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি যার মাধ্যমে যারা এই প্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে পারে এমন লোকদের অভিযোগের সমাধান করতে পারে। এটি সময়মত অভিযোগ এবং/অথবা অভিযোগের সমাধান করবে এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের সময় যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা সমাধান করবে। প্রকল্পের জন্য দুই ধরনের জিআরএম তৈরি করা হয়েছে-

- সুবিধাভোগী নির্বাচনের জন্য GRM এবং
- সামগ্রিক জিসিএ প্রকল্পের জন্য GRM

অভিযোগ নিবন্ধন এবং সমাধানঃ এই প্রকল্পের সুবিধাগুলি সম্পর্কে জনগণের একটি পরিষ্কার ধারণা এবং সুবিধাভোগী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পরে সেই সুবিধাগুলি পেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া উচিত। এটি নিশ্চিত করা দরকার যে সমস্ত অভিযোগ গৃহীত হয়েছে, বিবেচনা করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ প্রাপ্তি থেকে শুরু করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কমিটির কাছে হস্তান্তর, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং অভিযোগকারীর সাথে পরামর্শ/আলোচনা পর্যন্ত সম্পূর্ণ অভিযোগ নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি যথাযতভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত। সমস্ত ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) এবং উপজেলা পর্যায়ে তথ্য সেবা কর্মকর্তার (তথ্য আপা) অফিসে একটি করে রেজিস্টার খাতা প্রদান করা হয়েছে। ইউপি সচিব এবং তথ্য সেবা কর্মকর্তা (তথ্য আপা) প্রকল্পের কর্মীদের (ইউনিয়ন সুপারভাইজার/এমডিও) সাহায্যে নিয়মিত অভিযোগ গ্রহণ এবং অভিযোগ রেকর্ড করবেন।
কোন ধরণের অভিযোগগুলি বিবেচনা করা হয়?

- প্রকল্প সম্পর্কিত
- একজন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা ফাইল করা হয়েছে যারা বিশ্বাস করে যে তারা প্রকল্পের দ্বারা বা প্রকল্পের অধীনে নেওয়া সিদ্ধান্তের কারণে বিরূপভাবে প্রভাবিত হয়েছে; এবং
- যৌন শোষণ এবং অপব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত (SEA)

অভিযোগ দাখিল ও নিরসনের পদ্ধতিসমূহঃ
সামাজিক, পরিবেশগত, আর্থিক, জেন্ডার কিম্বা প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ে অভিযোগ মৌখিক (ব্যক্তিগতভাবে অথবা ফোনে) বা লিখিত আকারে সংশ্লিষ্ট ইউপি, RP NGO বা পিএমইউ-এর কাছে দাখিল করতে পারবে। ইউপি সচিব সব অভিযোগ একটি রেজিস্টারে নথিবদ্ধ রাখবেন। সকল অভিযোগকারীকে সংবেদনশীলতার সাথে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করতে হবে এবং তার অভিযোগের জন্য একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান করতে হবে (প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের একটি নমুনা পরিশিষ্ট ১ এ সংযুক্ত করা হলো)। SEA সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও নিরসনের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পৃথক একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও উপকারভোগীদের জানানো হবে।

আপত্তি-অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়াঃ
অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনপত্র আহবানের একেবারে শুরুর পর্যায়ে কোথায়, কার সাথে, কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে জনসমক্ষে প্রচার করতে হবে। জিসিএ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে সেটা নিয়মিত বিরতিতে (ত্রৈমাসিক) করতে হবে।

আপত্তি এবং অভিযোগ বাংলা বা ইংরেজি যে কোনো ভাষায় মৌখিক (ব্যক্তিগত বা ফোনের মাধ্যমে) বা লিখিতভাবে জানানো যেতে পারে। সকল আপত্তি এবং অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সচিব বরাবর অথবা সংশ্লিষ্ট উপজেলার তথ্য সেবা কর্মকর্তা (তথ্য আপা) বরাবর জমা দিতে হবে অথবা জানাতে হবে (তথ্য সেবা কর্মকর্তাদের নাম, মোবাইল নম্বর ও ইমেইল আইডি পরিশিষ্ট-২ এ সংযুক্ত)। অভিযোগকারী অভিযোগ প্রদানের সময় তার সঙ্গে যে কোনো সমর্থক বা পরামর্শক নিয়ে যেতে পারবেন। যারা অভিযোগ জানাতে চান, প্রকল্প কর্মীরা (ইউনিয়ন সুপারভাইজার/ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর) অভিযোগ লিপিবদ্ধকরণে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। আপত্তি/অভিযোগ নিম্নলিখিত এক বা একাধিক পদ্ধতিতে জমা দেওয়া যাবেঃ

• সরাসরি: তালিকায় কোন অসঙ্গতি থাকলে, সঠিক ব্যক্তি নির্বাচিত না হলে বা কেও যদি নিজেকে বৈষম্যের শিকার মনে করে তাহলে প্রকল্পের স্থানীয় কর্মী (ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর) বা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সচিব বা তথ্য সেবা কর্মকর্তা (তথ্য আপা)-র নিকট সরাসরি জানানো যাবে। তবে তা অবশ্যই ইউনিয়ন পরিষদের সচিব বা তথ্য সেবা কর্মকর্তা (তথ্য আপা)-র নিকটে সংরক্ষিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে তাতে অভিযোগকারীর স্বাক্ষর নিতে হবে।

• টেলিফোন: টেলিফোনে অভিযোগ/আপত্তি জানানো যাবে তবে পরবর্তীকালে অবশ্যই রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে তাতে অভিযোগকারীর স্বাক্ষর নিতে হবে। এক্ষেত্রে এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট মোবাইল নাম্বার প্রদান করা হবে।

• ইমেইল: যদি ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের ইমেইল ঠিকানা জানা থাকে তবে সচিব বরাবর অথবা প্রকল্পের অফিসিয়াল ইমেইলে "grm.gca@gmail.com (প্রস্তাবিত)" অভিযোগ জানানো যাবে।

• ডাকযোগে অভিযোগ প্রেরণ: ইউনিয়ন পরিষদের সচিব বরাবর লিখিত অভিযোগ ডাকযোগে ইউনিয়ন পরিষদের ঠিকানায় পাঠানো যাবে। অভিযোগকারী উপজেলা পর্যায়ে RP NGO বা খুলনা প্রকল্প অফিসের ঠিকানায় ও অভিযোগ জানাতে পারবেন।

• অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ প্রদানঃ উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট RP NGO-র অফিসে একটি করে অভিযোগ বাক্স সংরক্ষিত থাকবে । অভিযোগকারী চাইলে উক্ত অফিসে যেয়ে অভিযোগ বাক্সে তার অভিযোগ প্রদান করতে পারবেন।

• ওয়েবসাইট: যদি ইউনিয়ন পরিষদের কোন ওয়েবসাইটে অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকে, তবে সেখানেও অভিযোগ জানানো যাবে।

SEA সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে ভুক্তভোগী বা সাক্ষী পরামর্শ করতে পারবে, জরুরী পরিস্থিতিতে সহায়তা চাইতে পারবে এবং উপরের যেকোনো পদ্ধতিতে অভিযোগ জানাতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কঠোরভাবে গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে। যেকোন আপত্তি/ অভিযোগ এবং তা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট সচিব, তথ্য সেবা কর্মকর্তা (তথ্য আপা), RP NGO-র মনিটরিং অফিসার এবং PMU এর সেফগার্ড অফিসার একটি পৃথক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন।

কোন ধরণের তথ্য প্রয়োজন?

- অভিযোগের বিষয় চিহ্নিত করা;
- অভিযোগের সুস্পষ্ট বর্ণনা;
- অভিযোগেকারী ব্যক্তির পরিচয় দিতে হবে। অবশ্য গোপনীয়তার প্রয়োজন হলে, তা উল্লেখ করতে হবে;
- অভিযোগ/ আপত্তি পর্যালোচনায় সহায়তার জন্য এর পক্ষে প্রমাণ হাজির করতে হবে। কিভাবে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা যেতে পারে সে বিষয়ক অভিযোগকারীর যে কোন পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

অভিযোগ নিবন্ধন প্রক্রিয়াঃ

প্রতিটি অভিযোগ গৃহীত হয়েছে, বিবেচনায় নেয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে সমাধানের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা নিশ্চিত করতে হবে। অভিযোগ গ্রহণ থেকে শুরু করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি ও অভিযোগকারীর সাথে পরামর্শ/আলোচনা সতর্কতার সাথে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সব ইউনিয়ন পরিষদ, তথ্য সেবা কর্মকর্তা (তথ্য আপা)-র কার্যালয়, RP NGO এবং খুলনা প্রকল্প অফিসে একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ/আপত্তি রেজিস্টার (একটি প্রস্তাবিত নমুনা পরিশিষ্ট - ৩ এ সংযুক্ত করা হলো) সংরক্ষিত থাকবে। অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য এবং অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়া প্রকল্পের অংশীদারীদের সুবিধার্থে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে এলাকার বিশিষ্ট স্থানে টাঙাতে হবে।

আপত্তি-অভিযোগ নিরসনের প্রক্রিয়াঃ

প্রকল্প সংক্রান্ত সকল অভিযোগ সমাধানের জন্য একটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট অভিযোগ নিরসন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। প্রথম স্তরে আপত্তি- অভিযোগ নিরসনের জন্য উপজেলা পর্যায়ে একটি "অভিযোগ নিরসন কমিটি" গঠন করা হয়েছে যারা সভায় আলোচনার মাধ্যমে ১০ কর্মদিবসের মধ্য অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করবেন। প্রতি ৩ মাস পর পর উক্ত কমিটি নিয়মিত সভা করবে কিন্তু প্রয়োজনে কমিটি যে কোন সময় জরুরী সভা করতে পারবে।

উপজেলা পর্যায়ের অভিযোগ নিরসন কমিটি নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গঠিত:

১। সহকারী কমিশনার (ভুমি)- সভাপতি
২। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা- সদস্য সচিব
৩। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী / সহকারী প্রকৌশলী- সদস্য
৪। ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য- সদস্য
৫। সংশ্লিষ্ট RP NGO'র প্রজেক্ট ম্যানেজার- সদস্য এবং
৬। PMU-এর একজন মনোনীত কর্মকর্তা- সদস্য

যদি অভিযোগকারী প্রদেয় সমাধানে সন্তুষ্ট না হন তাহলে তিনি দ্বিতীয় স্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ের "আপীল কমিটিতে" তার অভিযোগ পুনরায় পেশ করতে পারবেন। আপীল কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সভা আহ্বান করবে। আপীল কমিটি নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গঠিতঃ

১। উপ-পরিচালক (স্থানীয় সরকার)- সভাপতি
২। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর- সদস্য
৩। উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর- সদস্য
৪। PMU-এর একজন মনোনীত কর্মকর্তা- সদস্য

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক অভিযোগ নিরসন কমিটি সক্রিয় করার জন্য একটি অফিস আদেশ বা সার্কুলার জারি করবেন। কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ছাড়া বাকি সব সংশ্লিষ্ট অভিযোগ তত্ত্বাবধান করবেনঃ

ক) অধিগৃহীত জমির জন্য ক্ষতিপূরণ;
খ) প্রকৌশল/প্রযুক্তিগত বিষয় এবং
গ) দুর্নীতির অভিযোগে আদালতে চলমান মামলা।

প্রকল্পটি কমিটির সদস্যদের যে কোন সভায় যোগদানের জন্য পরিবহন খরচ এবং সম্মানী প্রদান করবে।

সমন্বয় এবং ডকুমেন্টেশনঃ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক অভিযোগ নিরসন কমিটি সক্রিয় করার জন্য একটি অফিস আদেশ বা সার্কুলার জারি করবেন। কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ছাড়া বাকি সব সংশ্লিষ্ট অভিযোগ তত্ত্বাবধান করবেনঃ ক) অধিগৃহীত জমির জন্য ক্ষতিপূরণ; খ) প্রকৌশল/প্রযুক্তিগত বিষয় এবং গ) দুর্নীতির অভিযোগে আদালতে চলমান মামলা।

PMU এর সেফগার্ড অফিসার সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন, অভিযোগ নিরসন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হিসেবে কাজ করবেন। যদি নারী উপরকারভোগীরা কিছু অভিযোগ জানাতে অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন তাহলে তারা PMU এর জেন্ডার স্পেশালিস্টের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন যিনি PMU এর একজন নারী সদস্য। RP NGO'র মনিটরিং অফিসার ও PMU'র সেফগার্ড অফিসার সকল তথ্য সংরক্ষণ করবেন এবং পরবর্তী ত্রৈমাসিক রিপোর্টে সংযুক্ত করবেন।
দুর্নীতি, অনৈতিক অনুশীলন, কিম্বা অন্য কোন বিষয় যা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরেও মীমাংসিত হয়নি এমন অভিযোগগুলি অবিলম্বে UNDP'র জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জাতীয় প্রকল্প পরিচালকের কাছে পাঠানো হবে।

স্থানীয় জনগণের SEA সংক্রান্ত অভিযোগগুলি একটি পৃথক প্রক্রিয়ায় নিরসন করা হবে। এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

সতর্কতা এবং পরবর্তী পদক্ষেপঃ

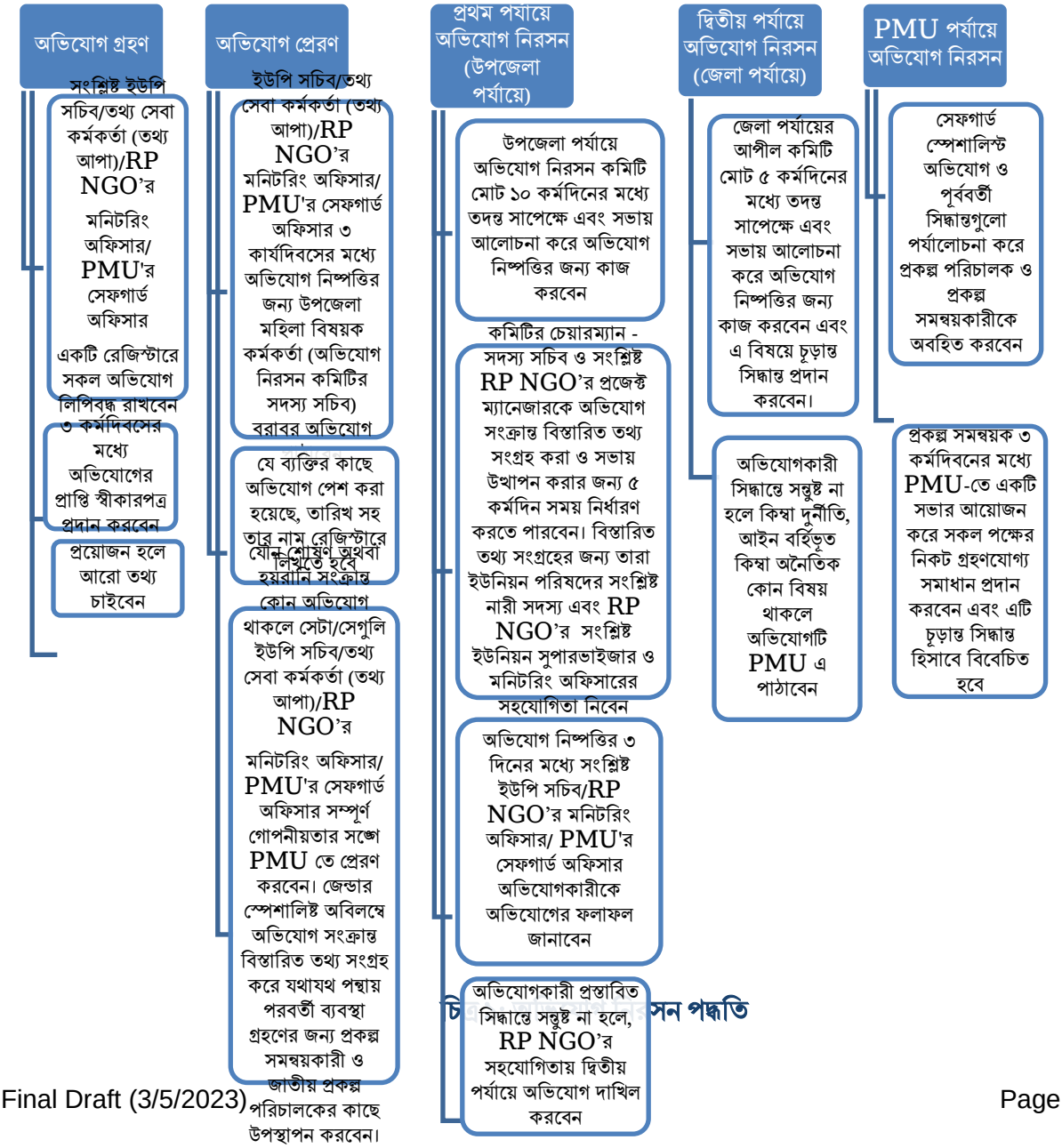

চিত্র: অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি

অভিযোগ নিরসন সম্পর্কিত সকল তথ্য অভিযোগকারী, উপকারভোগী, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং দাতাসহ সকল অংশীদারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। গাইডলাইনটি সংশ্লিষ্ট ইউপি, RP NGO এবং মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী দলগুলোকে (WLG, WUG) সরবরাহ করা হবে। গাইডলাইনটির পর্যায়ক্রমিক সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য সকল পক্ষের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

৯.২। অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (জিআরএম)-এ মুন্ডাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা

(Targeted provisions to ensure access of the Munda to the GRM)

প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে, এটি মনে হচ্ছে যে মুন্ডারা প্রকল্পের জিআরএম-এ সমান অংশগ্রহণ পাবে এটি প্রায় অসম্ভব্। কর্মরত ৩৯টি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে মুন্ডা সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধি নেই। প্রকল্পের ভিত্তি জরিপ (বেসলাইন মূল্যায়ন)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, চলমান বৈষম্য এবং আন্তঃজাতিগত দ্বন্দ্ব মুন্ডাদের প্রান্তিকতা এবং দুর্বলতাকে স্থায়ী করে। তাই, পর্যাপ্ত যাচাই-বাচাই ছাড়া মুন্ডাদের সম্ভাব্য অভিযোগগুলি পরিচালনা, পর্যালোচনা এবং নিরসন করা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনুশীলনগুলি এবং ইউএনডিপির এসইএস প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্যভাবে ক্ষতিকর প্রভাবিত লোকজনের জন্য একটি সমন্বিত অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা ব্যবহার করার লক্ষ্য স্থির করেছে। যাইহোক, কর্মরত গ্রাম/ওয়ার্ডে, এর ফলে দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা এবং সাংস্কৃতিক ও ভাষার বাধার কারণে অসম প্রবেশাধিকার হতে পারে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য, প্রকল্পটি ১২৫টি ক্ষতিগ্রস্ত মুন্ডা পরিবারকে তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন করতে সাতটি ক্ষতিগ্রস্ত মুন্ডা বসতিতে মুন্ডাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে ও নিরসন করতে একটি স্বতন্ত্র অভিযোগ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করবে। এই ব্যবস্থাপনা কমিটিতে তিনজন সদস্য থাকবে (যেমন মোড়ল/কমিউনিটি লিডার; পুরুষ পাশ মোড়ল/সহকারী কমিউনিটি লিডার এবং নারী পাশ মোড়ল/সহকারী কমিউনিটি লিডার) যারা ইতিমধ্যেই গ্রাম পর্যায়ে তাদের ঐতিহ্যগতভাবে গ্রাম ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত রয়েছে। তাদের কাজ প্রধানত "তাদের গ্রামে" মুন্ডাদের কাছ থেকে অভিযোগ সংগ্রহ করা এবং নিবন্ধন করা এবং অভিযোগ নিরসন কমিটির সাথে যোগাযোগ করা (অধ্যায় ৮ দেখুন) এবং তাদের নজরে নিয়ে আসা। তারপর উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য সকল অভিযোগের সাথে মুন্ডাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগগুলিও পর্যালোচনা করা হবে। তবুও, প্রতিটি মুন্ডা অভিযোগের জন্য, চারজন মুন্ডা প্রতিনিধি, মুন্ডা সংস্থার একজন প্রতিনিধি এবং PMU-র সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি তখন অভিযোগ প্রদানকারী ব্যক্তির সাথে জড়িত থেকে অগ্রগতি তদারকি করবে।

ইউএনডিপির জবাবদিহিতা ব্যবস্থা (UNDP Accountability Mechanism)

প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ছাড়াও, অভিযোগকারীরা সম্মতি কিংবা অভিযোগ প্রদানের জন্য বিকল্প হিসাবে UNDP-এর জবাবদিহিতা ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারবে। সামাজিক ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স ইউনিট অভিযোগের তদন্ত করে নিশ্চিত করবে যে UNDP-এর মান, স্ক্রিনিং পদ্ধতি বা UNDP-এর অন্যান্য সামাজিক ও পরিবেশগত প্রতিশ্রুতিগুলি পর্যাপ্তভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি হচ্ছে না এবং এর ফলে মানুষ বা পরিবেশের সম্ভাব্য কি ক্ষতি হতে পারে। সামাজিক এবং পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স ইউনিট নিরীক্ষা ও তদন্তের অফিসে (Office of Audit and Investigations) অবস্থিত এবং একজন লিড কমপ্লায়েন্স অফিসার দ্বারা পরিচালিত হয়। UNDP প্রোগ্রাম বা প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রদান সহ যে কোনও সম্প্রদায় বা ব্যক্তির সম্মতি পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা রয়েছে। সামাজিক এবং পরিবেশগত সম্মতি ইউনিট স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে বৈধ অনুরোধগুলি তদন্ত করার এবং এর ফলাফল এবং সুপারিশগুলি সর্বজনীনভাবে রিপোর্ট করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ইউএনডিপির স্টেকহোল্ডার রেসপন্স মেকানিজম ইউএনডিপি প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ, অভিযোগ এবং/অথবা অভিযোগের সমাধান করার জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করার সুযোগ দেয়। স্টেকহোল্ডার রেসপন্স মেকানিজমের উদ্দেশ্য হল ইউএনডিপি এবং এর বাস্তবায়নকারী সংস্থাদের সাথে পুরো প্রকল্প চক্র জুড়ে প্রোঅ্যাকটিভ/সক্রিয়ভাবে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা। কোন সম্প্রদায় এবং ব্যক্তি একটি স্টেকহোল্ডার রেসপন্স মেকানিজম প্রক্রিয়ার অনুরোধ করতে পারে যখন তারা প্রকল্প পরিচালনা এবং গুণমান নিশ্চিতকরণের জন্য বিদ্যমান চ্যানেল ব্যবহার করে এবং নিরসন ফলাফলে সন্তুষ্ট না হয় (প্রথম-স্তরের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে)। যখন একটি বৈধ স্টেকহোল্ডার রেসপন্স মেকানিজম অনুরোধ জমা পড়ে, তখন দেশ, আঞ্চলিক এবং সদর দফতরের UNDP ফোকাল পয়েন্টগুলি অভিযোগ/উদ্বেগগুলি সমাধান করতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের সাথে কাজ করবে। See www.undp.org/secu-srm for more details

জি সি এফ-এর স্বাধীন অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (GCF's Independent Resource Mechanism)
গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) এর স্বাধীন অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (IRM) GCF দ্বারা অর্থায়নকৃত একটি প্রকল্প বা প্রোগ্রাম যেমন GCA প্রকল্প দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়েছে এমন লোকদের অভিযোগের সমাধান করে। See www.irm/greenclimate.fund for more information।

FPIC মিটিং চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের UNDP এবং GCF এর জবাবদিহিতা পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। মুন্ডা সম্প্রদায়গুলি যে কোনও অভিযোগ স্থানীয় প্রতিনিধিদের জানাতে তাদের পছন্দ প্রকাশ করেছে।

১০। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা (Institutional Arrangements)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA) এই প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিচ্ছে, যেখানে মহিলা বিষয়ক আধিদপ্তর (DWA) জীবিকায়নের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়তা প্রদান করছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কয়েকটি দায়িত্বশীল বেসরকারী সংস্থাকে (RP) নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রজেক্ট বোর্ড/কমিটি (PSC) একটি এক্সিকিউটিভ (জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী) প্রতিনিধি দল নিয়ে গঠিত যা প্রকল্পের মালিকানা ধারণ করে এবং বোর্ডের সভাপতিত্ব করে। নির্বাহী সচিব হবেন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রালয় (MoWCA)-এর প্রধান হিসাব কর্মকর্তা।

- একজন সিনিয়র প্রতিনিধি প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা, দাতাদের প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্মতি এবং প্রকল্পের বরাদ্দ ব্যবহার করার নিয়মগুলি সম্পর্কে গাইড করবে। ইউএনডিপি জিসিএ এই (GCF AE) হিসাবে তার ক্ষমতা অনুযায়ী এই ভূমিকা পালন করবে।
- DWA এবং DPHE এর সিনিয়র প্রতিনিধি যারা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পের সুবিধা আদায় নিশ্চিত করবে।
- MoWCA দ্বারা মনোনীত ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর (NPD), সার্বিক দিকনির্দেশনা, কৌশলগত দিকনির্দেশনা এবং প্রকল্পের আউটপুট সময়মতো প্রদান করার জন্য সহায়তা করবেন।
- অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে থাকবে স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং ত্রাণ, বিএফআরআই, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় মনোনীত কর্তৃপক্ষ, বিআরডিবি, সঞ্চয় ব্যাংক এবং সামাজিক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)।

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (PMU) প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) কে সমর্থন করে। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (PMU) প্রতিষ্ঠানের চার্টে চিহ্নিত মূল ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করে, বিশেষ করে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, MoWCA-এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক (PM), যাকে ইউএনডিপি (UNDP) দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল এবং NPD-এর তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিচালনা করেন।

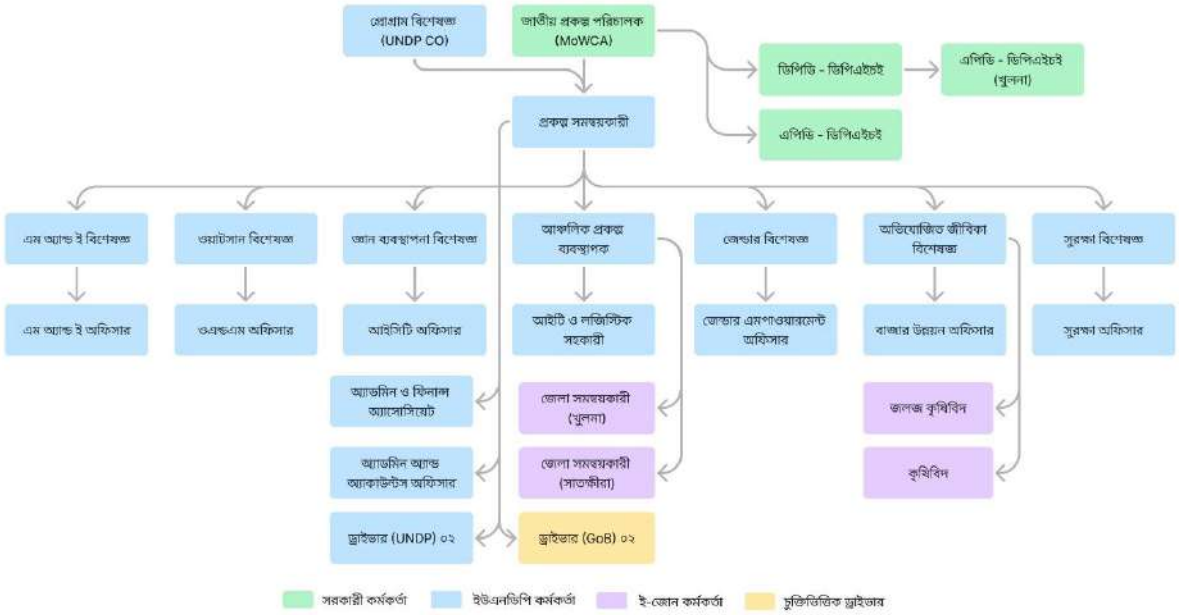

প্রকল্প ব্যবস্থাপক পিএসসির আদেশ অনুযায়ী প্রকল্পটি পরিচালনা করেন। প্রকল্প পরিচালকের কাজ শেষ হবে সর্বশেষ চূড়ান্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং জিসিএফ (GCF) এবং ইউএনডিপি (UNDP)-এর প্রয়োজনীয় অন্যান্য ডকুমেন্টেশন সম্পূর্ণ হয়ে ইউএনডিপি (UNDP)-তে জমা দেওয়া হবে। প্রজেক্ট ম্যানেজার প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তার প্রধান দায়িত্ব হল প্রজেক্ট ডকুমেন্টে উল্লিখিত ফলাফল, মানসম্মত ও নির্দিষ্ট সময় এবং খরচের সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিশ্চিত করা।

প্রযুক্তিগত এবং অপারেশনাল সাপোর্ট টিমের সমন্বয়ে গঠিত পিএমইউ প্রকল্পের সমস্ত প্রোগ্রাম উপাদানের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে। দুই দলের সহযোগিতায় প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবেন। কারিগরি দলটি কাজ করবে (i) প্রোগ্রামের মান উন্নয়ন, (ii) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন দল এবং ঠিকাদার এবং এনজিওদের প্রযুক্তিগত নির্দেশনা প্রদান, (iii) প্রকল্পের নীতি গবেষণা, সংলাপ এবং অধিপরামর্শ বাস্তবায়ন, (iv) সামাজিক, লিঙ্গ, এবং পরিবেশগত সুরক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশিকা এবং নিরীক্ষণ, (v) জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং যোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন; এবং (vi) প্রকল্পের অগ্রগতি নিরীক্ষণ এবং প্রকল্প M&E সমর্থন করা। অপারেশন টিম প্রকল্পের অর্থ, সাধারণ প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করবে।

ইউএনডিপির 'প্রকল্প নিশ্চয়তা' কাজ উদ্দেশ্যমূলক এবং স্বাধীন প্রকল্প তত্ত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণ কার্য সম্পাদন করতে পিএসসিকে সমর্থন করে। এই ভূমিকাটি নিশ্চিত করে যে উপযুক্ত প্রকল্প পরিচালনার মাইলফলকগুলি পরিচালিত এবং সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক স্বাধীন ভাবে কাজ করবে তা নিশ্চিত করতে হবে; তাই, স্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্প ব্যবস্থাপককে কোনো সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবে না। অধিকন্তু, সেবা প্রদানকারী হিসাবে, ইউএনডিপি (UNDP) প্রকল্পের জন্য গুণমানের নিশ্চয়তা প্রদান, NIM নির্দেশিকা মেনে চলা নিশ্চিত করা এবং জিসিএফ (GCF) এবং ইউএনডিপি (UNDP) নীতি ও পদ্ধতির সাথে সম্মতি প্রদান করা । একজন ইউএনডিপি প্রোগ্রাম অফিসার ইউএনডিপির পক্ষে প্রকল্প নিশ্চয়তার ভূমিকা পালন করেন।

ছবি ৫: মুন্ডা মহিলা যারা একটি পরামর্শ সভায় অংশ নিয়েছিলেন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রালয় (MoWCA) বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে, আইপিপি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। কাজের সময় এই নথি সংশোধন বা আপডেট করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রালয় (MoWCA) দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইউএনডিপি (UNDP) এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রালয় (MoWCA) পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলির উপর পরিবেশগত সংস্থাগুলিকে (যেমন, ঠিকাদার এবং এনজিও) বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদানের জন্য এবং পরিবেশগত এবং সামাজিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদনের জন্য দায়বদ্ধ। এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রালয় (MoWCA) বা এর প্রতিনিধি পুরো প্রকল্প জুড়ে প্রতিটি সেবা প্রদানের দায়িত্বে থাকা ডেলিভারি সংস্থাগুলির (যেমন, ঠিকাদার এবং এনজিও) পরিবেশগত এবং সামাজিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করবে এবং আইপিপি (IPP)-এর সাথে সম্মতি নিশ্চিত করবে। অপারেশন চলাকালীন, ডেলিভারি সংস্থাগুলি এই আইপিপি-তে উল্লিখিত সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এবং এফপিআইসি প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। প্রকল্পগুলিতে কর্মরত কর্মীদের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবগুলি প্রতিরোধ বা হ্রাস করার জন্য দায়বদ্ধতা রয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রালয় (MoWCA) আইপিপি (IPP)-এর প্রতিনিয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব পিএমইউ (PMU)-কে প্রদান করেছে, যেখানে সেফগার্ড টিম বাস্তবায়নের কাজ পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করবে এবং পিএমইউ (PMU) এবং পিএসসি (PSC)-কে কাজের অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে রিপোর্ট করার দায়িত্ব পালন করবে।

১১। মনিটরিং, রিপোর্টিং এবং মূল্যায়ন (Monitoring, Reporting and Evaluation)

অতিতের ভাল অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন চিহ্নিত ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য প্রভাবগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। পিএমইউ প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পরিচালনা করে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে (i) এই আইপিপিতে উল্লেখিত প্রশমন/ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সহ অন্যান্য প্রশমন/ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে (ii) অভিযোগগুলো গ্রহণ করা হয়েছে এবং নিরীক্ষণ করা হয়েছে (iii) নির্দিষ্ট সংশোধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলোআপ করা হয়েছে এবং (iv) এই আইপিপি এবং বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদনগুলি সাতটি মুন্ডা গ্রামের সাথে প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতিগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রকাশ করা হয়েছে।

মনিটরিং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এবং কার্যক্রম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া। মনিটরিং এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের সকল স্তরের সাথে চলমান তথ্য প্রকাশ, পরামর্শ, অবহিতকরণ এবং অংশগ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং নিম্নলিখিত অগ্রগতি সূচক (KPI) এর উপর ফোকাস করা হবেঃ

IPP অ্যাকশন (অধ্যায় ৫.২ এবং ৭ দেখুন)	অগ্রগতি সূচক (KPI)	পর্যালোচনার সময়কাল	যাচাইকরণ (Verification)
১। মুন্ডাদেরকে তাদের ঐতিহ্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গ্রাম ও ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পের সমস্ত পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্তকরন।	দুইটি মুন্ডা সংস্থা আইপিপি সম্পর্কিত সকল মিটিং এবং/অথবা মুন্ডা জনবসতি সহ গ্রাম/ওয়ার্ডে কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।	বার্ষিক	• সভার কার্যবিবরণী • অংশগ্রহণকারীদের তালিকা • মুন্ডা প্রতিনিধিদের পরামর্শ • মুন্ডাদের সন্তুষ্টি
২ ও ৭। মুন্ডাদেরকে তারা যে ওয়ার্ড/গ্রামে বাস করেসেখানে প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সমস্ত জমি নির্বাচন করার সময় তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যাতে তারা তাদের উদ্বেগ এবং দাবিগুলি প্রকাশ করতে পারে। উপ-প্রকল্পের জন্য তাদের প্রাক-অবহিতকরন ও সম্মতি (FPIC) প্রদান করবে যাতে করে তাদের জমি, সম্পদ, দাবি ইত্যাদি ক্ষতিকর ভাবে প্রভাবিত না হয়।	গ্রাম/ওয়ার্ডে কোনো সাবপ্রজেক্ট/ RWHS স্ক্রিনিং, অনাপত্তি অথবা FPIC ছাড়া বাস্তবায়িত হয় না।	তৈমাসিক	• লক্ষিত গ্রাম/ওয়ার্ডে উপ-প্রকল্প/RWHS-এর উপর ডকুমেন্টেশন • মুন্ডাদের সন্তুষ্টি
৩। ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে তাদের পছন্দের ও সম্মতির ভিত্তিতে কমপক্ষে একটি জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ প্রদান করা।	যেহেতু এই উপ-প্রকল্পগুলি অন্যান্য উপ-প্রকল্পগুলির থেকে আলাদা নয়, প্রকল্প দ্বারা বাস্তবায়িত RWHS M&E রিপোর্টের স্ট্যান্ডার্ড সুচক ব্যবহার (KPI) ব্যবহার করেছে।	তৈমাসিক	• স্ট্যান্ডার্ড মনিটরিং সাথে সম্পৃক্ত করা। • মুন্ডাদের সন্তুষ্টি
৪। ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে তাদের সাথে প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার (FPIC) মাধ্যমে একটি RWHS প্রদান করা।			
৫। মুন্ডা জনসংখ্যা সহ ওয়ার্ডগুলিতে আইপিপি বাস্তবায়ন এবং তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি যোগ্য কারিগরি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা নিয়োগ করা।	ToR উল্লেখ করা হবে।	বার্ষিক	• ToR অনুযায়ী অগ্রগতি মূল্যায়ন • মুন্ডাদের সন্তুষ্টি
৬। IPP-এর বাস্তবায়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার জন্য একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা।	ToR উল্লেখ করা হবে।	বার্ষিক	

টেবিল ৭: IPP কার্যক্রম সমূহের অগ্রগতি সূচক

সবুজ রঙে হাইলাইট করা কার্যক্রমগুলি প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প দ্বারা বাস্তবায়িত অন্যান্য কার্যক্রমগুলির থেকে আলাদা নয়, মুন্ডা গ্রাম/পরিবারের FPIC পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এটি মনে হচ্ছে যে সুবিধাভোগী মুন্ডা পরিবারগুলি প্রকল্পের সকল জীবিকার কার্যক্রমে সম্মত হবে না (সংযোজন ৩ এবং ৪ দেখুন) এবং/অথবা RWHS। প্রভাব শৃঙ্খল বরাবর বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের পর্যবেক্ষণ (অর্থাৎ, বিনিয়োগ প্রত্যাশিত ফলাফল প্রদান করে কিনা) ফলস্বরূপ স্ট্যান্ডার্ড কেপিআই এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করবে। পার্থক্য শুধু এই যে মুন্ডা এই পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে সব পর্যায়ে সম্পূর্ণরূপে একত্রিত। এই আইপিপি চূড়ান্তকরণে সাতটি মুন্ডা গ্রামের সাথে একটি প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে চূড়ান্ত আইপিপিতে এর বিবরণ নথিভুক্ত করা হবে।

মনিটরিং-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

১। মুন্ডা থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং অসন্তুষ্টিগুলি পর্যালোচনা করা

২। চিহ্নিত সংশোধনমূলক কার্যক্রমের উপর ফলো-আপ করা এবং

৩। একটি বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং প্রকাশ করা।

আইপিপি পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলি সামগ্রিক প্রকল্পের অভিযোজিত ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে একীভূত করা হবে, যেখানে প্রকল্পের ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলি যথাযথভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোগগুলি প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রকল্পের মধ্য-মেয়াদে এবং প্রকল্প বন্ধ হওয়ার আগে, আইপিপি পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলি স্বাধীন আইপিপি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সাতটি মুন্ডা গ্রাম এবং অন্যান্য মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণের মাধ্যমে যাচাই করা উচিত।

এই আইপিপি-তে নির্ধারিত সমস্ত ব্যবস্থা এবং কার্যক্রম বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে না। এজন্য, প্রকল্পটি বন্ধ করার বিষয়ে বিবেচনা করার সময় ইউএনডিপি, স্বাধীন আইপিপি বিশেষজ্ঞের সহায়তায়, বেনিফিট শেয়ারিং সহ সমস্ত ব্যবস্থাসমূহ আইপিপি বিধান অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করবে এবং, যদি এটি না হয় তাহলে সমস্ত প্রতিশ্রুতি অর্জন করা হবে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা করা উচিত।

নিরীক্ষণ বা তথ্যের অন্যান্য উৎস থেকে জানা যায় যে, এই আইপিপি বা ইউএনডিপি এসইএস ৬ এর অধীনে প্রকল্পের প্রতিশ্রুতিগুলির সাথে সম্মতির (কমপ্লেয়াঞ্চের)কিছু অভাব রয়েছে, সে জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাদের ক্ষতিগ্রস্থ মুন্ডাদের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং কীভাবে প্রকল্পটিকে সম্মতিতে ফিরিয়ে আনতে হবে সে বিষয়ে সম্মত হতে হবে। এই সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনাটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে প্রকাশ করা উচিত এবং UNDP দ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে তত্ত্বাবধান করা উচিত। যদি বাস্তবায়নের সময় প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় বা প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনগুলি প্রকল্পের ঝুঁকি প্রোফাইলকে পরিবর্তন করে, তাহলে অতিরিক্ত স্ক্রীনিং, মূল্যায়ন এবং সংশোধিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে।

IPP বাস্তবায়নে নিয়োগকৃৎ সংস্থা প্রতিটি গ্রাম পরিদর্শনের সময় এবং কমপক্ষে প্রতি ৬ মাসে একবার সর্বশেষ উন্নয়ন অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবে। তিনি তথ্য প্রকাশের জন্য লিখিত প্রতিবেদনগুলিকে দ্বিবার্ষিক তথ্য প্রদান সভায় (ডিসক্লোজার) উপস্থাপন করবেন। একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্তা এবং নিয়মিত তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে, IPP বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রতি তিন মাস পর পর একটি প্রশ্ন-উত্তর নথির খসড়া তৈরি করবে এবং তা পর্যালোচনা ও মন্তব্যের জন্য PMU-তে জমা দেবে। PMU ২ সপ্তাহের মধ্যে মন্তব্য প্রদান করবে। যদি PMU নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্তব্য ইত্যাদি না পাঠায়, তাহলে IPP বাস্তবায়নকারী সংস্থা সর্বশেষ সংস্করণ ব্যবহার করতে পারে এবং PMU-কে প্রশ্নোত্তর পর্যালোচনা এবং মন্তব্য করার জন্য সময়ে সময়ে মনে করিয়ে দিতে পারে।

১২। বাজেট এবং অর্থায়ন (Budget and Financing)

এই আইপিপি (বিশেষত অধ্যায় ৫)-এ উল্লেখিত, প্রকল্পটি বাংলাদেশে আইনি প্রয়োজনীয়তা, ইউএনডিপি এসইএস ৬, জিসিএফের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের নীতি এবং প্রকল্পের আইপিপিএফ মেনে চলছে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পটি নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেঃ

১। মুন্ডাদেরকে তাদের ঐতিহ্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গ্রাম ও ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পের সমস্ত পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্তকরন। PMU এর সেইফগার্ড টিম ২০২৩ সালের শেষের আগে ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের সাথে সমন্বয় করে একটি কৌশল তৈরি করবে এবং মুন্ডা প্রতিনিধিদের নির্বাচন/বাছাই করার জন্য এবং ওয়ার্ড-স্তরের নিয়মিত কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সমস্ত মুন্ডাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম করার জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করবে। PMU এটি নিশ্চিত করবে যে, মুন্ডা প্রতিনিধিরা তাদের ঐতিহ্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সকল প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফোরামে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়েছে এবং মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করছে।

২। মুন্ডাদেরকে তারা যে ওয়ার্ড/গ্রামে বাস করে সেখানে প্রকল্প কার্যক্রমের (জীবিকা সহায়তা কার্যক্রম এবং RWHS) জন্য নির্ধারিত সমস্ত জমি নির্বাচন করার সময় তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যাতে তারা তাদের উদ্বেগ এবং দাবিগুলি প্রকাশ করতে পারে। ধরাযাক তারা কোনো নির্দিষ্ট জমিতে প্রথাগত মালিকানা বা তাদের অংশীদার দাবি করে, সেক্ষেত্রে, প্রকল্পটি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পে অর্থায়ন করবে যদি এই জমির সাথে সংযুক্ত মুন্ডা পরিবারগুলি এই উপ-প্রকল্পের জন্য তাদের প্রাক-অবহিতকরন ও সম্মতি (FPIC) প্রদান করে থাকে। PMU এর সেইফগার্ড টিম যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার আগে প্রাসঙ্গিক মুন্ডা পরিবারগুলিকে তথ্য প্রদান করে এবং স্ক্রীনিং মিটিং আয়োজন করার মাধ্যমে সহযোগিতা করবে। যদি প্রয়োজন হয়, PMU এর সেইফগার্ড টিম আইপিপি বাস্তবায়নকারী সংস্থা/এনজিওর সাথে সমন্বয় করবে যাতে এই আইপিপি-এর বিধান অনুসারে FPIC প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যায়।

৩। মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে তাদের পছন্দের ভিত্তিতে কমপক্ষে একটি জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো (অধ্যায় ৬ দেখুন)। বেসলাইন তথ্যের উপর ভিত্তি করে, আমরা অনুমান করি যে ছয়টি মুন্ডা গ্রামে কাঁকড়া চাষের উপ-প্রকল্প অফার করা হয়েছে। গাজীপাড়ার মুন্ডা পরিবারের সকলেই কাঁকড়া ও চিংড়ি চাষ করছে, তারা প্রকল্প থেকে এই ওয়ার্ডে দেওয়া উপ-প্রকল্পগুলির কোনোটিতে জড়িত হতে আগ্রহী কিনা তা স্পষ্ট নয়। এই আইপিপি চূড়ান্ত করার সময়, প্রকল্পটি সাতটি গ্রামের প্রতিটি মুন্ডা পরিবারের সাথে জড়িত থাকবে, তাদের সমস্ত জীবিকা সহায়তা উপপ্রকল্প, তাদের সুবিধা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং বাস্তবায়নের জন্য কমপক্ষে একটি উপ-প্রকল্প নির্বাচন করার জন্য তাদের সহায়তা করবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক (পিএম) এই কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নের জন্য তহবিল বরাদ্দের তত্ত্বাবধান করবেন এবং সেইফগার্ড টিম দল বাস্তবায়ন তদারকি করবে এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করবে।

৪। ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে একটি RWHS প্রদান করা। বাস্তবায়নের জন্য, সেকশন ৩ এর অধীনে বর্ণিত বাস্তবায়ন কৌশল এখানে প্রযোজ্য হবে।

৫। মুন্ডা গ্রামের মহিলা দল তৈরি/সক্রিয় করার সুবিধার্থে একটি যোগ্য মুন্ডা সংস্থা নিয়োগ করা। পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা গ্রুপ পরিচালনা করার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা এবং পছন্দের জীবিকা সহায়তা উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মুন্ডাদের সক্ষমতা যাচাই/মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বাড়াবে এবং ব্যাকস্টপিং পরিষেবা প্রদান করবে। সাতটি গ্রামের সহায়তা পরিচালনা করার জন্য একটি নাকি দুটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেয়া হবে এটি তাদের অগ্রাধিকার, তালিকাভুক্ত দলগুলির ক্ষমতা এবং মুন্ডা সম্প্রদায়ের পছন্দের উপর নির্ভর করবে। দুটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর সংগঠন বর্তমানে দুটি কর্মরত উপজেলায় সক্রিয় রয়েছে যেখানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রা বসবাস করছেন, তাই সেই সংস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। চুক্তিটি ২০২৩ সালের শেষের আগে তিন বছরের জন্য প্রদান করা উচিত।

৬। PMU-এর সেফগার্ড অফিসার UNDP-এর SES ৬-এর সাধারণ শর্তগুলির আলোকে IPP-এর বাস্তবায়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

৭। প্রকল্পের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় মুন্ডাদের সমান সুযোগ রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, সাতটি মুন্ডা বসতি গ্রামের প্রতিটির বর্তমান গ্রাম ব্যবস্থাপনা কাঠামো অভিযোগ রেকর্ড এবং ফাইল করার জন্য নিযুক্ত থাকবে, যেমনটি তারা প্রাক অবহিতকরন ও সম্মতি গ্রহণ (FPIC) পরামর্শের সময় অনুরোধ করেছিল। পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা তারপরে প্রকল্পের জিআরএম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অভিযোগগুলি প্রক্রিয়াকরণ এবং নিস্পত্তির জন্য মুন্ডাদেরকে সহায়তা করবে এবং যদি এর ফলে পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধান না হয়, তাহলে UNDP-এর স্টেকহোল্ডার এবং জবাবদিহিতা পদ্ধতি এবং/অথবা GCF-এর স্বাধীন প্রতিকার পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করবে।

যেহেতু প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই জীবিকার উপ-প্রকল্প এবং RWHS-এর জন্য তহবিল বরাদ্দ করেছে, তাই আইপিপি বাস্তবায়নে এবং ১২৫টি পরিবারকে সহায়তা প্রদানে যেন অতিরিক্ত খরচ না হয়। বাজেটটি সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সকল কাজ এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু সবুজ রঙে হাইলাইট করা কাজগুলি আইপিপি বাজেটের অংশ হবে না।

IPP কার্যক্রম (অধ্যায় ৫.২ এবং ৭ দেখুন)	গ্রাম/খানা	ইউনিট প্রতি খরচ (ইউএসডি)	বার্ষিক খরচ	বছরের সংখ্যা	মোট খরচ (ইউএসডি)	মন্তব্য
১। মুন্ডাদেরকে তাদের ঐতিহ্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গ্রাম ও ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পের সমস্ত পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্তকরন।	৭	৫০০	৩,৫০০	৩	১০,৫০০	এটি প্রকল্পের বর্তমান বরাদ্দের মধ্যে, আউটপুট ১ এর অধীনে বাস্তবায়িত হবে।
২। ওয়ার্ড/গ্রামের মধ্যে কিংবা আশেপাশে যেখানে মুন্ডারা বসবাস করেন সেখানে যেকোনো উপ-প্রকল্পের জন্য জমি নির্বাচনে মুন্ডাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে তারা তাদের উদ্বেগ ও দাবির কথা জানাতে পারেন। তাদের জমি, সম্পদ, দাবি ইত্যাদি যেন ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করতে না পারে এজন্য প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ (FPIC)" করতে হবে।	৭	২০০	১,৪০০	৩	৪,২০০	এটি প্রকল্পের বর্তমান বরাদ্দের মধ্যে, আউটপুট ১ এর অধীনে বাস্তবায়িত হবে।
৩। ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে তাদের পছন্দের ও সম্মতির ভিত্তিতে কমপক্ষে একটি জীবিকা সহায়তা উপ-প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ প্রদান করা।	১২৫	৩৫০	৫৯,৮৫০	১	৫৯,৮৫০	এটি প্রকল্পের বর্তমান বরাদ্দের মধ্যে, আউটপুট ১ এর অধীনে বাস্তবায়িত হবে।
৪। ১২৫টি মুন্ডা পরিবারের প্রত্যেককে একটি RWHS প্রদান করা।	১২৫	৫০০	৮৫,৫০০	১	৮৫,৫০০	এটি প্রকল্পের বর্তমান বরাদ্দের মধ্যে, আউটপুট ২ এর অধীনে বাস্তবায়িত হবে।
৫। আইপিপি বাস্তবায়ন এবং তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি যোগ্য কারিগরি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা নিয়োগ করা।	৭	৫,০০০	৩৫,০০০	১	৩৫,০০০	
৬। IPP-এর বাস্তবায়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার জন্য একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা।	-	-	১০,০০০	১	১০,০০০	এটি এসইএস বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ করা বাজেট, যা ইতিমধ্যে প্রকল্পের সামগ্রিক বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে
৭। অভিযোগ নিরসন পদ্ধতিতে (জিআরএম) মুন্ডাদের জন্য বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করা	৭	৫০০	৩,৫০০	১	৩,৫০০	
মোট			**৮৪,৯০০**		**২০৮,৫৫০**	

টেবিল ৮: আইপিপি বাজেট (ইউএসডি)

সংযুক্তি ১: বেসলাইন স্টাডি (২০২০) পরিচালনার সময় মুন্ডা পরিবারগুলোর সাথে প্রাথমিক আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ (Initial engagements with Munda HHs in the context of baseline study 2020)

কয়রা ও শ্যামনগরে পরিচালিত এফজিডিগুলির তালিকা

ক্রমঃ	তারিখ	সময়	মিটিং-এর ধরণ	স্থান	অংশগ্রহণকারী	মিটিং-এর বর্ণনা
১.	৭.১২.২০	সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০	এফজিডি	গাজীপাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
২.	৭.১২.২০	বিকাল২.৩০ থেকে ৪.০০	এফজিডি	গাজীপাড়া, উত্তর বেদকাশী,, কয়রা, খুলনা ।	১০	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৩.	৮.১২.২০	সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০	এফজিডি	বড়বাড়ি, কয়রা, খুলনা ।	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৪.	৯.১২.২০	বিকাল ১১.০০ থেকে ১.৩০	এফজিডি	হরিহরপুর, কয়রা, খুলনা ।	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৫.	৯.১২.২০	বিকাল ২.৩০- ৪.০০	এফজিডি	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকশি গ্রাম, কয়রা, খুলনা ।	৫	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৬.	২১.১২.২০	সকাল ১০.০০	এফজিডি	দাতিনাখালী মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৭.	২২.১২.২০	সকাল ১০.৩০	এফজিডি	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর ।	১০	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৮.	২২.১২.২০	বিকাল ৩.০০	এফজিডি	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর ।	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৯.	২৩.১২.২০	সকাল ১১.০০	এফজিডি	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর ।	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
১০.	২৩.১২.২০	দুপুর ২.৩০	এফজিডি	পার্শ্বেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর ।	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
১১.	২৪.১২.২০	দুপুর ১২.১০	এফজিডি	বুড়িগোয়ালিনী, ইউনিয়ন: বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর ।	১০	মুন্ডাদের মিশ্র দল নিয়ে এফজিডি
১ ২.	২৪.১২.২০	দুপুর ২.০০	এফজিডি	বুড়িগোয়ালিনী, ইউনিয়ন: বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর ।	৯	মুন্ডা কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে এফজিডি

টেবিল ৯: কয়রা ও শ্যামনগরে পরিচালিত এফজিডি-র তালিকা

কয়রা ও শ্যামনগরে পরিচালিত কেআইআইয়ের তালিকা

ক্রমঃ	তারিখ	সময়	মিটিং-এর ধরণ	স্থান	মিটিং-এর বর্ণনা
কয়রা, খুলনাতে পরিচালিত কেআইআইয়ের তালিকা					
১.	৮.১২.২০	বিকাল ২.০০ থেকে ৩.০০	কেআইআই	বড়বাড়ি, কয়রা, খুলনা	মিঃ, জাহাঙ্গীর (৪০), ব্যবসায়ী, সামাজিক কর্মী
২.	৮.১২.২০	বিকাল ৩.৩০ থেকে ৪.৩০	কেআইআই	গাজীপাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা	সুমিত্রা মুন্ডা, বড়বাড়ি মুন্ডা মহিলা সমবায় সমিতি
৩.	৯.১২.২০	দুপুর ১.৩০ থেকে ২.৩০	কেআইআই	হরিহরপুর, কয়রা, খুলনা	ধীরেশ প্রসাদ মাহাতো, মাহাতো নেতা

ক্রমঃ	তারিখ	সময়	মিটিং-এর ধরণ	স্থান	মিটিং-এর বর্ণনা
৪.	৯.১২.২০	বিকাল ৪.১৫ - ৫.০০ টা	কেআইআই	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা	জয়দেব মুন্ডা, কাঁকড়াব্যবসায়ী
৫	৯.১২.২০	বিকাল ৫.০০- ৫.৪৫	কেআইআই	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা	রবিন মুন্ডা, প্রবীণ
৬	৮.১২.২০	বিকাল ৫.০০- ৬.০০	কেআইআই	বড়বাড়ি, কয়রা, খুলনা	হাজরা মুন্ডা, গৃহিণী
শ্যামনগর, সাতক্ষীরাতে পরিচালিত কেআইআইয়ের তালিকা					
৭.	২১.১২.২০	১০.০০	কেআইআই	দাতিনাখালী মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হুলো), শ্যামনগর	মিঃ প্রদীপ, ট্যুরিস্ট বোট ম্যান, নেতা, মুন্ডা সম্প্রদায়
৮.	২১.১২.২০	বিকাল ৩.৩০	কেআইআই	শ্যামনগর	ফাদার লুইগি পাগি এসএক্স, ধর্মপ্রচারক
৯	২২.১২.২০১২	দুপুর ২.০০ টা	কেআইআই	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর ।	গোপাল কৃষ্ণ মুন্ডা, সাংস্কৃতিক কর্মী , সভাপতি সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংগঠন (SAMS)
১০.	২৪.১২.২০	১০.৩০	কেআইআই	মনসুর গ্যারেজ, শ্যামনগর	কৃষ্ণপদ মুন্ডা, সেক্রেটারি, সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংগঠন (SAMS)
১১.	২৪.১২.২০	বিকাল ৪.৩০	কেআইআই	বুড়িগোয়ালিনী মুন্ডা ব্যারাক, শ্যামনগর	মুন্ডা গৃহিনী

টেবিল ১০: কয়রা ও শ্যামনগরে পরিচালিত কেআইআই-র তালিকা

কর্মশালা কয়রা উপজেলা, খুলনা

বেসলাইন জরিপের পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফলগুলি উপস্থাপন এবং যাচাই করার জন্য গত ১৯.০১.২১ তারিখ সকাল ১০.০০টায় কয়রা উপজেলা, খুলনার ডাকবাংলো সভা কক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জনাব অশোক অধিকারী, আঞ্চলিক প্রকল্প ব্যবস্থাপক, জিসিএ, ইউএনডিপি, মিঃ মিথুন রায়, উপ-সহকারি প্রকৌশলী, ডিপিএইচই, কয়রা, জনাব ইফতেখারুল আলম সেফগার্ড অফিসার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া মিঃ শ্যামসুন্দর মুন্ডা, চেয়ারম্যান, মুন্ডা সমবায় সমিতি লিমিটেড, ধীরেশ মাহাতো- মাহাতোদের নেতা, সুমিত্রা মুন্ডা (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের নেত্রী) এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় জনাব মনজুরুল আহসান তার মূল গবেষণা (এফজিডি এবং কেআইআই থেকে প্রাপ্ত তথ্য) অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপস্থাপন করেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা এফজিডি এবং কেআইআই থেকে প্রাপ্ত তথ্য গুলি সঠিক বলে একমত পোষণ করেন। অংশ গ্রহণকারীগণ কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য গুলি বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং তারা চূড়ান্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের পরিকল্পনা তাদের নিকট সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেন । উল্লেখ্য, উক্ত কর্মশালায় মোট ১৩ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং সুপেয় পানির সমাধানের বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।

কর্মশালা শ্যামনগর উপজেলা, সাতক্ষীরা:

একইভাবে, অন্য একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০.০১.২১ সকাল ১১.০০ টায় শ্যামনগর উপজেলাতে। কর্মশালার স্থানটি ছিল সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংস্থা (SAMS), মনসুরার গ্যারেজ, মুন্সীগঞ্জ, শ্যামনগরে । কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব শহীদ বিন শফিক, মিশনারি ফাদার লুইজি পাগি, জিসিএ প্রকল্প-ইউএনডিপি থেকে জেন্ডার ক্ষমতায়ন কর্মকর্তা জনাব মেহেদী হাসান, মনিটরিং অফিসার জনাব সুদেব কুমার দাস, জিসিএ প্রকল্প-সিএনআরএসের উর্ধতন কর্মকর্তা এসকে চৌহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে, SAMS এর সভাপতি জনাব গোপাল কৃষ্ণ মুন্ডা, জনাব রামপ্রসাদ এবং কালিঞ্চি, ডুমুরিয়া গ্রামের অন্যান্য প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার সময়, জনাব মনজুরুল আহসান অংশগ্রহণকারীদের সাথে তার অনুসন্ধানথেকে প্রাপ্ত মূল তথ্য উপস্থাপন করেন এবং তাদের মূল্যবান মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করেন। অংশগ্রহণকারীরা এফজিডি এবং কেআইআই থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি সঠিক বলে মনে করেন এবং তারা চূড়ান্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের পরিকল্পনা প্রনয়ের জন্য অনুরোধ করেন যা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জন্য সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, উক্ত কর্মশালাইয় মোট ১৬জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেছিলেন।

এই আইপিপি প্রণয়নে মুন্ডা সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের তথ্য সংযুক্তি ৩ এবং ৪ এ নথিভুক্ত করা হয়েছে।

সংযুক্তি ২: ভিত্তি জরিপ (Baseline study)

পটভূমি

জেন্ডার-রেস্পন্সিভ কোস্টাল অ্যাডাপটেশান (জিসিএ) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উপকূলবর্তী অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবণাক্ততাজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য এটি এখন একটি বড় হুমকি, কারণ উপকূলীয় মিঠা পানির উৎস হ্রাস এবং জমির লবণাক্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা পানীয় জলের প্রাপ্যতা এবং কৃষি পদ্ধতিকে ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করছে। এটা এখন স্পষ্ট যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী সহ অধিকাংশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের মধ্যে নারীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। আবার, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের নির্দিষ্ট জীবিকার পরিস্থিতি, সামাজিক-রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং তথ্যের অভাব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুপস্থিতিও তাদের দুর্বলতার জন্য অবদান রাখছে। চুড়ান্তভাবে তাদের সামাজিক-বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বা অংশগ্রহণকে বাঁধাগ্রস্থ করছে যা তাদের স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলছে।

প্রকল্পটি দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা এবং খুলনাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের প্রান্তিককরণ (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মহিলাদের অন্তর্বিভাগীয় প্রান্তিককরণ সহ) বিবেচনা করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে দুর্বল জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা উন্নত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য হল মৎস্য ও কৃষিভিত্তিক জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা নির্বাচনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সহায়তা প্রদান করা এবং নির্বাচিত জীবিকা গুলির জন্য বাজার সংযোগ তৈরি করা, নির্বাচিত সবচেয়ে লবণাক্ততা প্রবন ওয়ার্ডগুলির জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা; জীবিকা, পানীয় জলের নিরাপত্তা এবং সম্পদে নারীদের প্রবেশাধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেইসাথে সমাজের অভিযোজন ক্ষমতা তৈরিতে সহযোগিতা প্রদান।

সুন্দরবনের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনসংখ্যা দিন দিন সংখ্যায় হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো থেকে অবিরাম অভিবাসনের কারণে স্থানীয় বাঙালির সংখ্যা বাড়ছে। তাই সম্ভবত উপজাতীয়রা তাদের এলাকায় এই ধরনের বাঙালি বসতিকে তাদের সাংস্কৃতিক অখন্ডতার জন্য হুমকি এবং তাদের পরিবেশগত বাসস্থানের উপর অতিরিক্ত চাপ হিসেবে গ্রহণ করবে[1] ।

এই পটভূমিতে, প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণ/জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং প্রতিকূল প্রভাবগুলি প্রশমিত করার জন্য প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের পরিকল্পনাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো (আইপিপিএফ) বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন। প্রস্তুতকৃৎ পরিকল্পনাটি প্রকল্পের কার্যক্রমগুলিকে গাইড করবে, এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণ/জাতিগত সংখ্যালঘু এবং অ-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণ/জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে যারা প্রকল্প দ্বারা বিরূপভাবে প্রভাবিত হতে পারে তাদের জন্য প্রকল্পের সুবিধার সমান বন্টন নিশ্চিত করবে।

এটিই প্রথম ফিল্ড মিশন রিপোর্ট এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের পরিকল্পনা'র জন্য পরামর্শকের পক্ষ থেকে ডেলিভারেবলস -এর অংশ। রিপোর্টে ডিসেম্বর ২০২০ সালে কয়রা ও শ্যামনগরের মুন্ডা গ্রামগুলিতে পরিদর্শনের তথ্য-উপাত্ত স্থান পেয়েছে। ফিল্ড মিশন রিপোর্টে পরিদর্শন করা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের গ্রামের তথ্য, বিদ্যমান জীবিকার সুযোগ, পানি ও উৎসের প্রাপ্যতা, পানীয় জলের সম্ভাব্য সমাধান, জীবিকার ক্ষেত্রে বর্তমান হুমকি এবং প্রস্তাবিত সমাধান উল্লেখ করা হয়েছে।

১। চিহ্নিত গ্রাম এবং খানা সংখ্যার বিবরণ

ক। কয়রা উপজেলা, খুলনা

নীচের প্রদত্ত টেবিল থেকে কয়রা উপজেলায় প্রাপ্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গ্রাম এবং প্রতিটি গ্রামে তাদের খানা সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

ইউনিয়নের নাম	গ্রাম	জাতিগত পরিচয়	ওয়ার্ড নাম্বার	মোট খানা	জিসিএ প্রকল্পের কভারেজের অবস্থা
উত্তর বেদকাশী	বড় বাড়ী	মুন্ডা	৪	৪৫	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	শেখ সরদারপাড়া	মুন্ডা	৩	২১	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়

[1] Of popular wisdom: Indigenous Knowledge and Practices in Bangladesh: N. A. Khan ed.-BARCIK-Dhaka 2000: article No 16 by A. H. M. Zehadul Karim-pp 119-128

	গাজীপাড়া	মুন্ডা	৭	৩৫	কভারেজের আওতাভূক্ত
	গাতীগীরি	মুন্ডা	৮	৪	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	হরিহরপুর	মাহাতো	৮	৫২	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	বতুল বাজার	মুন্ডা	৫	৪৩	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	পাথারখালী	মুন্ডা	৬	২৯	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
কয়রা সদর	মাঝের পাড়া, ১ নং কয়রা	মুন্ডা	৬	২৮	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	নলপাড়া, ২ নং কয়রা	মুন্ডা	৫	৪৮	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	চেপাখালী, ৬ নং কয়রা	মুন্ডা	৯	৬৫	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
দক্ষিণ বেদকাশী	আংটিহারা	মুন্ডা	৪	৩	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	জোড়সিং	মুন্ডা	৫	১২	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	বীনাপানি	মুন্ডা	৯	৭	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
মোট				৩৯২	

নোটঃ উপরের টেবিল থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সহায়তা প্রদানের জন্য শুধুমাত্র একটি গ্রাম জিসিএ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে অথচ কয়রা উপজেলায় ১২টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গ্রাম জিসিএ প্রকল্পের আওতায় নেই।

তথ্য সূত্র: উপরোক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের খানা বিষয়ক তালিকাটি সুমিত্রা মুন্ডা, সভাপতি, বড় বাড়ি মুন্ডা মহিলা সমবায় সমিতির নিকট থেকে সংগ্রহিত।

খ। শ্যামনগর উপজেলা, সাতক্ষীরা

নীচের প্রদত্ত টেবিল থেকে শ্যামনগর উপজেলায় প্রাপ্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গ্রাম এবং প্রতিটি গ্রামে তাদের খানা সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

ইউনিয়নের নাম	গ্রাম	জাতিগত পরিচয়	ওয়ার্ড নাম্বার	মোট খানা	জিসিএ প্রকল্পের কভারেজের অবস্থা
গাবুরা	পার্শ্বেমারী	মুন্ডা	৫	১৪	কভারেজের আওতাভূক্ত
	ডুমুরিয়া	মুন্ডা	৭	৮	কভারেজের আওতাভূক্ত
	গাবুরা জেলেখালী	মুন্ডা	২	১	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	গাবুরা	মুন্ডা	২	২২	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
বুড়িগোয়ালীনী	দাতিনাখালী	মুন্ডা	৪	৩০	কভারেজের আওতাভূক্ত
	বুড়িগোয়ালীনী (মুন্ডা)	মুন্ডা	৪	১৮	কভারেজের আওতাভূক্ত
	বুড়িগোয়ালীনী (বাড়া)	মুন্ডা, বাগদী, রাজবংশী	৪	৩৭	কভারেজের আওতাভূক্ত
	চুনার আবাদ চানদীপুর	বাগদী, রাজবংশী	২	৪৩	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	আবাদ চানদীপুর	মুন্ডা	৩	৭	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	মাগুরাকুনী	মুন্ডা	৩	৩	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	পূর্ব ধানখালী	মুন্ডা	২	৬৩	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	উত্তর কদমতলা	মুন্ডা	১	৪৩	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	জেলেখালী	মুন্ডা	৩	১৫	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	কুলতলী	বাগদী, রাজবংশী	৫	১৩	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	মথুরাপুর	বাগদী, রাজবংশী	৫	৫৭	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
ঈশ্বরীপুর	শ্রীফলকাঠি (নতুন)	মুন্ডা	৫	১১	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়

ইউনিয়নের নাম	গ্রাম	জাতিগত পরিচয়	ওয়ার্ড নাম্বার	মোট খানা	জিসিএ প্রকল্পের কভারেজের অবস্থা
	শ্রীফলকাঠি ও খাগরাঘাট	মুন্ডা	৪.৫	২২	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	ডুমঘাট	মুন্ডা	২	৩২	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	কাশীপুর	মুন্ডা	৪	৩১	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	বুদ্ধাটা	মুন্ডা	৫	৫	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
রমজাননগর	তারানীপুর	মুন্ডা	৫	২৪	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	ভেটখালী	মুন্ডা	৭	৩০	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	কালীনচী	মুন্ডা	৯	২৯	কভারেজের আওতাভুক্ত
	পশ্চিম কৈখালী	মুন্ডা	৩	১০	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	সাপখালী	মুন্ডা	১	৪৯	কভারেজের আওতাভুক্ত নয়
	মোট খানা			৬১৭	

উৎস: সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংগঠন (SAMS), শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

২। মাঠ পরিদর্শনের বিবরণ

মাঠ পরিদর্শনকালে কয়রা উপজেলা, খুলনা ও শ্যামনগর উপজেলা সাতক্ষীরা উভয়তেই মোট ১২ টি এফজিডি পরিচালিত হয়। মোট ১২ টি এফজিডি-র মধ্যে পাঁচটি এফজিডি কয়রা উপজেলায় এবং শ্যামনগর উপজেলায় মোট ৭ টি এফজিডি পরিচালিত হয়। অন্যদিকে, কয়রা উপজেলা, খুলনা ও শ্যামনগর উপজেলা, সাতক্ষীরা উভয় জায়গায় ১১টি কেআইআই পরিচালিত হয়েছে। এই মোট ১১ টি কেআইআইয়ের মধ্যে ৬ টি কেআইআই কয়রা উপজেলায় এবং শ্যামনগর উপজেলায় মোট ৫টি কেআই পরিচালিত হয়। প্রথম ফিল্ড মিশন দুটি ভাগে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রথম ভাগে খুলনার কয়রা উপজেলাতে মাঠ পরিদর্শন করা হয় । পরামর্শক প্রকল্পের অবস্থান এবং পরিবেশ সম্পর্কে এবং মুন্ডা গ্রাম এবং তাদের অবস্থান এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের ক্ষেত্রগুলির উপর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫.১২.২০-এ কয়রা পৌঁছেছিলেন। তথ সংগ্রহ ০৬.১২.২০ তারিখ এ শুরু হয়েছিল এবং ৯.১২.২০ অবধি অব্যাহত ছিল। ১০.১২.২০ এ কনসালটেন্ট মাঠ থেকে ফিরে আসেন।

আবার, ২০.১২.২০ তারিখে কনসালটেন্ট শ্যামনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন এবং ২১.১২.২০ তারিখে তার মাঠ সফর শুরু করেন। শ্যামনগরে তাঁর মাঠ পরিদর্শন ২৪.১২.২০ অবধি অব্যাহত ছিল। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন শেষ করার পরে, পরামর্শক ২৫.১২.২০ এ ফিরে আসেন। উল্লেখযোগ্য, কয়রায় মাঠ পরিদর্শনকালে, জি.সি.এ প্রকল্পের সেফগার্ড অফিসার জনাব কে এফ ইফতেখারুল আলম ১২.১২.২০ তারিখে কয়রার গাজী পাড়া , উত্তর বেদকাশিতে এফজিডি'র সময় উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, জনাব আশোক অধিকারী, আঞ্চলিক প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবং মোঃ জয়নাল আবেদিন, সেফগার্ড বিশেষজ্ঞ, জিসিএ উপস্থিত ছিলেন ২২.১২.২০১৮, শ্যামনগরের রমজাননগরের কালিঞ্চি গ্রামে।

কয়রা উপজেলায় পরিচালিত এফজিডি এবং কেআইআইগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচের সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.১ কয়রা ও শ্যামনগরে পরিচালিত এফজিডিগুলির তালিকা

ক্রমঃ	তারিখ	সময়	মিটিং-এর ধরণ	স্থান	অংশগ্রহণকারী	মিটিং-এর বর্ণনা
১.	৭.১২.২০	সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০	এফজিডি	গাজীপাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
২.	৭.১২.২০	বিকাল২.৩০ থেকে ৪.০০	এফজিডি	গাজীপাড়া, উত্তর বেদকাশী,, কয়রা, খুলনা ।	১০	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৩.	৮.১২.২০	সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০	এফজিডি	বড়বাড়ি, কয়রা, খুলনা ।	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৪.	৯.১২.২০	বিকাল ১১.০০ থেকে ১.৩০	এফজিডি	হরিহরপুর, কয়রা, খুলনা ।	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি

ক্রমঃ	তারিখ	সময়	মিটিং-এর ধরণ	স্থান	অংশগ্রহণকারী	মিটিং-এর বর্ণনা
৫.	৯.১২.২০	বিকাল ২.৩০- ৪.০০	এফজিডি	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকশি গ্রাম, কয়রা, খুলনা ।	৫	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৬.	২১.১২.২০	সকাল ১০.০০	এফজিডি	দাতিনাখালী মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হুলো), শ্যামনগর	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৭.	২২.১২.২০	সকাল ১০.৩০	এফজিডি	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর ।	১০	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৮.	২২.১২.২০	বিকাল ৩.০০	এফজিডি	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর ।	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
৯.	২৩.১২.২০	সকাল ১১.০০	এফজিডি	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর ।	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
১০.	২৩.১২.২০	দুপুর ২.৩০	এফজিডি	পার্শ্বেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর ।	১২	মুন্ডা মহিলাদের নিয়ে এফজিডি
১১.	২৪.১২.২০	দুপুর ১২.১০	এফজিডি	বুড়িগোয়ালিনী, ইউনিয়ন: বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর ।	১০	মুন্ডাদের মিশ্র দল নিয়ে এফজিডি
১ ২.	২৪.১২.২০	দুপুর ২.০০	এফজিডি	বুড়িগোয়ালিনী, ইউনিয়ন: বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর ।	৯	মুন্ডা কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে এফজিডি

নোটঃ FGD-এর তথ্যের বিশদ বিবরণ সহ চেকলিস্ট, ছবি এবং অংশগ্রহণকারীদের তথ্য এবং ঠিকানা সংযুক্তি ১, ২ এবং ৩ এ পাওয়া যাবে

২.২ কয়রা ও শ্যামনগরে পরিচালিত কেআইআইয়ের তালিকা

ক্রমঃ	তারিখ	সময়	মিটিং-এর ধরণ	স্থান	মিটিং-এর বর্ণনা
কয়রা, খুলনাতে পরিচালিত কেআইআইয়ের তালিকা					
১.	৮.১২.২০	বিকাল ২.০০ থেকে ৩.০০	কেআইআই	বড়বাড়ি, কয়রা, খুলনা	মিঃ, জাহাঙ্গীর (৪০), ব্যবসায়ী, সামাজিক কর্মী
২.	৮.১২.২০	বিকাল ৩.৩০ থেকে ৪.৩০	কেআইআই	গাজীপাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা	সুমিত্রা মুন্ডা, বড়বাড়ি মুন্ডা মহিলা সমবায় সমিতি
৩.	৯.১২.২০	দুপুর ১.৩০ থেকে ২.৩০	কেআইআই	হরিহরপুর, কয়রা, খুলনা	ধীরেশ প্রসাদ মাহাতো, মাহাতো নেতা
৪.	৯.১২.২০	বিকাল ৪.১৫ - ৫.০০ টা	কেআইআই	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা	জয়দেব মুন্ডা, কাঁকড়াব্যবসায়ী
৫	৯.১২.২০	বিকাল ৫.০০- ৫.৪৫	কেআইআই	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা	রবিন মুন্ডা, প্রবীণ
৬	৮.১২.২০	বিকাল ৫.০০- ৬.০০	কেআইআই	বড়বাড়ি, কয়রা, খুলনা	হাজরা মুন্ডা, গৃহিণী
শ্যামনগর, সাতক্ষীরাতে পরিচালিত কেআইআইয়ের তালিকা					
৭.	২১.১২.২০	১০.০০	কেআইআই	দাতিনাখালী মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হুলো), শ্যামনগর	মিঃ প্রদীপ, ট্যুরিস্ট বোট ম্যান, নেতা, মুন্ডা সম্প্রদায়
৮.	২১.১২.২০	বিকাল ৩.৩০	কেআইআই	শ্যামনগর	ফাদার লুইগি পাগি এসএক্স, ধর্মপ্রচারক
৯	২২.১২.২০১২	দুপুর ২.০০ টা	কেআইআই	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর ।	গোপাল কৃষ্ণ মুন্ডা, সাংস্কৃতিক কর্মী , সভাপতি সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংগঠন (SAMS)
১০.	২৪.১২.২০	১০.৩০	কেআইআই	মনসুর গ্যারেজ, শ্যামনগর	কৃষ্ণপদ মুন্ডা, সেক্রেটারি, সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংগঠন (SAMS)
১১.	২৪.১২.২০	বিকাল ৪.৩০	কেআইআই	বুড়িগোয়ালিনী মুন্ডা ব্যারাক, শ্যামনগর	মুন্ডা গৃহিনী

নোটঃ FGD-এর তথ্যের বিশদ বিবরণ সহ চেকলিস্ট, ছবি এবং অংশগ্রহণকারীদের তথ্য এবং ঠিকানা সংযুক্তি ১, ৩ এবং ৪ এ পাওয়া যাবে

৩। FGD এবং KII থেকে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফল

- **জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায় এবং তাদের জীবিকার উপর লবণাক্ততার প্রভাব**
    - আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ের পরে, কপোতাক্ষ নদীর পুরানো জীর্ণ পোল্ডারের পাঁচটি পয়েন্টে ভেঙ্গে সমস্ত কৃষিজমি লবণাক্ত জলে নিমজ্জিত হয়। এর পর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রা কৃষিশ্রমিক হিসাবেও কাজ করতে পারেনি। এ বছর তারা কোন বোরো ও রবি ফসল ফলাতে পারেনি। লবণাক্ত পানির কারণে সব ধরণের কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। ফলস্বরূপ, জিসিএ প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুসারে তিল উৎপাদন এই বছরে সম্ভব হয় নাই। (উৎসঃ এফজিডি, গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)
    - আম্ফানের আগে এই অঞ্চলে অনেক গাছ ছিল। অঞ্চলটি ছিল গাছ দ্বারা আবৃত। আম্ফানের আগে জায়গাটি সবুজে ঢাকা থাকার কারণে কিছু দেখা যেত না। প্রতিটি বাড়ি গাছ এবং বাগান সবুজে আচ্ছাদিত ছিল। আমাদের সব ধরণের ফলের গাছ ছিল। এখন সব শেষ। আইলার চেয়ে আম্ফানের নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি" এফজিডি চলাকালীন সময় এমনটাই বলেন, বনোবাশি মুন্ডা (৪০), গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা।
    - বসতবাড়ি পর্যায়ে গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগির পালন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কারণ তারা তাদের গবাদি পশুর জন্য খাদ্য সরবরাহ করতে পারছেনা এবং পশুর খাবারের দাম খুব বেশি। পোল্ডারে বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে যাবার ফলে লবণাক্ত পানি কৃষিজমিতে প্রবেশ করে। যতক্ষণ না পর্যন্ত পোল্ডরের ভেঙ্গে যাওয়া অংশগুলো মেরামত করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষি কাজ শুরু করাও সম্ভব না। (উৎসঃ এফজিডি, গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)
    - আইলার পরে স্থানীয় জনগণ, সরকারী এবং এনজিও অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় সবকিছু আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসলেও আম্ফানের পরে আবার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। এই অঞ্চলটি আরও ঝুকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়। প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছেসর ঢেউ বাঁধগুলির উপর আঘাত হানে এবং ভেঙ্গে যায়। তারা বলেছিল, " এ অঞ্চলের মানুষ এখন ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবেলায় সক্ষম হলেও লবনাক্ততার সুদূরপ্রসারী প্রভাব তাদের জীবনের উপর পড়ছে "। বহু অঞ্চলের মানুষ লবণাক্ততার কারনে ক্ষতিগ্রস্থ।
    - এই গ্রামের মুন্ডারা জলাবদ্ধতার সমস্যায় ভুগছে কারণ সমস্ত সংযোগ খালে এখন পলি জমে গেছে। বর্ষাকালে সব রাস্তাই কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। তারা তাদের এলাকা থেকে পানি নিষ্কাশন করতে পারেনি যা শেষ পর্যন্ত এই এলাকায় ফসল উৎপাদন ব্যাহত করছে। কৃষিকাজের ঘাটতির কারণে এই গ্রামের জীবিকা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। (উৎসঃ এফজিডি, বড়বাড়ি মুন্ডাপাড়া, কয়রা)

- **জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত লবণাক্ততার কারণে সারা বছর ধরে নিরাপদ পানীয় জলের প্রবেশাধিকারের উপর প্রভাব**
    - যদিও তাদের গোসল, ধোয়া, পরিষ্কার ইত্যাদি ঘরোয়া কাজের জন্য পানির সংকট রয়েছে তবে, তাদের কাছে কাছাকাছি নলকূপ থেকে পানীয় জল পেতে পারে (হেটে দশ মিনিটে) এমন উৎস রয়েছে। মুন্ডা পাড়ায় লবণাক্ততাযুক্ত নলকূপও পাওয়া যায় যা রান্নার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। (সূত্র: এফজিডি, গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)
    - প্রতিটি পরিবারের নলকূপের পানি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে যা সামান্য লবণাক্ত। তারা এখন এই লবণাক্ত পানিতে অভ্যস্ত। এই গ্রামে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই। মনে হচ্ছে পানির গুণমান অন্যান্য এলাকার তুলনায় ভালো এবং মানুষ এই প্রাপ্ত পানিতে বেঁচে থাকতে পারে। (সূত্র: এফজিডি, বড়বাড়ি, মুন্ডা পাড়া, কয়রা)
    - শ্যামনগরের দাতিনাখালী (মহসিনের হুলো) গ্রামে পানির তীব্র সংকট রয়েছে। মহসিনের পুকুর নামে দুটি পুকুর রয়েছে যার একটি খাবার পানি সংগ্রহ করতে এবং অন্য একটি স্নানের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই গ্রামে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই।
    - কালিঞ্চি গ্রামে মোট ২৭টি খানা রয়েছে। এদের মধ্যে ২১টি পরিবার এক ক্লাস্টারে বাস করে এবং ৬টি পরিবার পৃথক ক্লাস্টারে বাস করে। এই ২১টি পরিবারের ক্লাস্টারের মধ্যে তাদের দুটি টিউব-ওয়েল রয়েছে যা তারা পরিষ্কার এবং রান্না করার জন্য ব্যবহার করতে পারে, পানিটি সামান্য লবণাক্ত। অন্যদিকে, ৬টি পরিবার আরেকটি ক্লাস্টারে বাস করে কেবলমাত্র একটি টিউব-ওয়েলের লবণাক্ত পানি ব্যবহার করে। তারা মটকা বা একটি ড্রাম দিয়ে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে, যা এক বছরের জন্য যথেষ্ট নয়।

- **বাজার সংযোগ এবং ভেলু-চেইন এর সাথে যোগাযোগ (Market access and linkage with value chain):**
    - কাঁকড়া সংগ্রহ করার পর তারা সাধারণত স্থানীয় সাব-ডিপোতে তাদের ফসল বিক্রি করে, যেখানে কাঁকড়ার ওজন, দাম এবং গ্রেড সাধারণত এলোমেলো করা হয়। (সূত্র: এফজিডি, গাজীপাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)।

- তারা যে পণ্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করে যেমন চাল, শাকসবজি ইত্যাদি তারা সাধারণত স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে। তারা সাধারণত সাব-ডিপোতে (স্থানীয় এজেন্ট) কাঁকড়া বিক্রি করে। তাদের পণ্য বিক্রির বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই বলে মধ্য-স্বত্ব ভোগীদের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। (বড়বাড়ি, মুন্ডাপাড়া, কয়রা)
- তারা ব্যাপারীর কাছে কাঁকড়া বিক্রি করত (কাঁকড়া কেনার জন্য স্থানীয় এজেন্ট)। সাধারণত, কাঁকড়াগুলি একটি নিলামের মাধ্যমে বিক্রি হয়। আমরা বেদখালী বাজারেও আমরা কাঁকড়া বিক্রি করতে পারি। তারা মোবাইল ফোনে তথ্য পেয়ে বাজারে আসল দাম কী এবং বাজারের দাম অনুসারে তারা কাঁকড়া বিক্রি করে (উৎস: কলিঞ্চি গ্রামে এফজিডি, রমজাননগর, শ্যামনগর) ।

- **পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস (আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান):**
  - আইলার পরে, দশটি পরিবার সোলার প্যানেল পেয়েছে এবং দুটি পরিবার কারিতাসের দেওয়া নতুন বাড়ি পেয়েছে। আইলার পরে, তারা সাধারণত সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে সামান্য সাহায্য পায় যা পর্যাপ্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্যকর্মীরা মাসে একবার তাদের গ্রামে যান। তাদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য, তারা গ্রামের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে যান। অন্য গ্রামে সবজির বীজ বিতরণের কথা শুনলেও তা এগ্রামে আসেনি। (সূত্র: এফজিডি, বড়বাড়ি মুন্ডা পাড়া, কয়রা)।
  - প্রতিটি বাড়ির বাচ্চারা এখন কাছাকাছি স্কুলে পড়ছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রা সামাজিক যোগাযোগের অভাবে এগিযে যেতে পাড়ছেনা । কিছু শিক্ষার্থী মেধাবী। তবে বড় শহর এলাকায় নতুন গেলে সহযোগিতা পায় না। কিছু শিক্ষার্থী পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেনা এবং চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে না। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে আদবাসীদের নিজেদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের প্রয়োজন। সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সমবায় সমিতি লিমিটেড প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ইউএনও অফিস, কয়রার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফান্ড থেকে মুন্ডা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি বিতরণ করেছে। গত বছর তারা ৪ লাখ টাকা বিতরণ করেছে। তারা বলেন, আমরা সরকারকে জানিয়েছি যে আমরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি। প্রতি বছরে কয়রায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুদের দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ৪ লাখ টাকা পাঠানো হয়। আমাদের প্রায় ৩০০ পরিবার আছে। এই টাকা সবার প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করা যাবে না। (সূত্র: এফজিডি, বড়বাড়ি মুন্ডা পাড়া, কয়রা)।
  - “অতীতে আমরা শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারি নি। আমাদের শিক্ষার হার খুব কম। আমরা আমাদের বাচ্চাদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করছি। শিক্ষাই এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায়। জীবিকার ক্ষেত্রে লবণাক্ততা সহিষ্ণু কৃষি কাজ সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আমাদের কাছে আসেনা (উৎস: বোরোবাড়ী মুন্ডা পাড়া, কয়রা) ।
  - ব্র্যাক, গণমুখী, গ্রামীণ ব্যাংক সহ কয়েকটি এনজিও তাদের এলাকায় কাজ করছে। তবে মোহাজনরাও আছেন যারা চড়া সুদে টাকা ধার দিচ্ছেন। তারা ছাড়াও, সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সমবায় সমিতি তাদের এলাকায় সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি মুন্ডা জনগণকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কাজ করছে। (সূত্র: এফজিডি, কালিঞ্চি গ্রাম, রমজাননগর, সাতক্ষীরা)।
  - জেলে এবং বাউলির জন্য কার্ড ব্যবস্থা আছে। বনে মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়য় তারা প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল পান। কিন্তু গ্রামের কেউ ভিজিএফ ও ভিডিএফ কার্ড পাননি। আইলার পর প্রতিটি বাড়িতে চিড়া, মুড়ি, কম্বল, চাল, ডাল ইত্যাদি দেওয়া হয়। আম্ফানের পর তারা পেয়েছে ৫ কেজি করে চাল ও আলু। একটি পরিবার ইউনিয়ন অফিস থেকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা পেয়েছে। (সূত্র: এফজিডি, কালিঞ্চি গ্রাম, রমজাননগর, সাতক্ষীরা)

- **ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সাথে প্রাক অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ (Free, prior and informed consent of the Indigenous People):**
  - আইলা এবং আম্ফানের পরে অনেক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন নারীদের কখনও পরামর্শ নেওয়া হয় না। সামগ্রিকভাবে, মুন্ডা সম্প্রদায়ের সাথে কোন উন্নয়ন কর্মসূচী নেওয়ার আগে সাধারণত পরামর্শ করা হয় না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে জড়িত থাকার পরিবর্তে মুন্ডা সম্প্রদায়ের লোকেদের যে কোন শ্রম কাজ বাস্তবায়নের সময় কেবল মাত্র শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। (সূত্র: এফজিডি, গাজীপাড়া, কয়রা)।

- **পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হওয়া (Engagement with planning and decision-making process):**
    - তাদের প্রয়োজন এবং তাদের জন্য কী করা উচিত তা জানতে তাদের সাথে কখনই পরামর্শ নেওয়া হয়নি। আম্ফানের পরে, তাদের রাস্তাগুলি খুব কাদা হয়ে যায়। এই সময়টিতে চলাচল খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। তারা গ্রাম সড়ক নির্মাণের জন্য ইউপি চেয়ারম্যানকে একাধিকবার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তা কার্যকর করা হয়নি। (উৎস: বোরোবাড়ী মুন্ডা পাড়া, কয়রা)
    - স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের কোনও প্রতিনিধি নেই। বাঙালি মুসলমান এবং হিন্দুরা তাদেরকে নিকৃষ্ট বলে মনে । মনে করে " মুন্ডারা তাদের সামনে চেয়ারে বসতে পারে না। (উৎস: বোরোবাড়ী মুন্ডা পাড়া, কয়রা)
    - যখন ইউনিয়ন অফিসে পর্যাপ্ত বাজেট থাকে, তখন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মুন্ডাদেরকেও ডাকেন। সাধারণত, তাদের গ্রামের পুরুষরা সভায় অংশগ্রহণ করে। উনিয়ন অফিসে যাওয়ার সুযোগ পেলেও মতামত জানাতে পারিনা।
    - ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সভায় তাদের মতামত নেওযইয়া হয়। তারা রাস্তা নির্মাণের জন্য অনুরোধ করলেও তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয় না। (সূত্র: এফজিডি, কালিঞ্চি গ্রাম, রমজাননগর, সাতক্ষীরা)

- **তাদের বসবাস অঞ্চল, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীবিকার প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত সমস্যা (Issues relating to their territories and access to natural resources and livelihood):**

আম্ফানের সময় পোল্ডার ভেঙ্গে যাবার পরে, লবণাক্ত পানি এই গ্রামে এসে লবণাক্ত জলে সমস্ত জলাশয় ডুবে গেছে। এক নারী বলেছিলেন, “পানি না পাওয়ায় আমরা সবজির বাগান করতে পারিনি। আম্ফানের কারণে, সবজির বাগান করতে পারেনি। তারা পার্শ্ববর্তী খালের জমে থাকা লবণাক্ত পানি বের করতে পারেনি। বাঙালি জনগোষ্ঠী তাদের জলাশয় থেকে পানি বের করতে নিষেধ করেছিল । কারণ তারা মনে করে যে, এই লবণাক্ত পানি তাদের কৃষিজমি গুলিকে প্রভাবিত করতে পারে। গ্রামবাসীরা বৃষ্টির অপেক্ষায়, যাতে তাদের লোনা পানির পুকুরগুলি মিঠা পানিতে পূর্ণ হয়। প্রতি বছরই পোল্ডারগুলি ভেঙ্গে লোনা পানি কৃষি জমিতে প্রবেশ করে। যদি কোন লবণাক্ত সহিষ্ণু ধানের বীজ সরবরাহ করা হয় তবে আমাদের জীবিকা নির্বাহে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবো।

বেড়িবাঁধ রক্ষার জন্য সরকারী এবং স্থানীয় উভয় পর্যায় উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। মুন্ডা জনগণ সর্বদা এই জাতীয় স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে থাকেন। আম্ফানের পরে কিছু লোক স্বেচ্ছায় কাজ করছে আর কিছু লোক অর্থ ও চালের বিনিময়ে। মুন্ডারা অতি দরিদ্র হওয়া স্বত্তেও স্বেচ্ছায় কাজ করেছে ।

প্রক্রিয়াটি পোল্ডারকে দুর্বল করার জন্য যথেষ্ট যার ফলে এটি ঝড়ের প্রবল আঘাত প্রতিরোধ করতে পারে না। যদি পোল্ডার আট মাস ধরে শুষ্ক থাকতে পারে তবে এ জাতীয় ঘটনা ঘটবে না। এখন এটি শুষ্ক নয়, সারা বছর ধরেই এটি ভিজা থাকে। এটি স্থানীয় তথাকথিত অজ্ঞ মানুষের ব্যাখ্যা যারা সমাজে উপেক্ষিত।

শেষ পর্যন্ত লোকেরা বুঝতে পেরেছিল যে আইলা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়। এটি মানবসৃষ্ট বটে। কয়রা উপজেলার ৫ টি স্থানে পোল্ডার ভেঙ্গে যায়, আম্ফানের সময়ও এটি মানুষকে সুরক্ষা দিতে পারেনি। এই জায়গাগুলোতে চিংড়ি চাষ করা হয়। মুন্ডারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

কয়রার মাহাতো সম্প্রদায় তাদের পোল্ডার অঞ্চলটি রক্ষা করতে পারে। যেহেতু তারা নিয়মিতভাবে তাদের পোল্ডারগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করেছে তাই ঝড়ের তীব্রতা বা ঘূর্ণিঝড়ের সময় তাদের পোল্ডারটি রক্ষা পেয়েছে।

পোল্ডার ভেঙ্গে নোনা পানি কৃষি জমিতে চলে আসে। যতদিন পোল্ডার (উপকূলীয় বাঁধ) মেরামত না হবে ততদিন কৃষি কাজ শুরু করা যাবে না। তারা নদীতে থোপা ফেলত। যখন চিংড়ির পোনা পাওয়া যায় তখন তারা চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করে। এছাড়া তাদের বসতভিটা ভিত্তিক স্থানীয় হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন রয়েছে। এগুলি এখন তাদের জীবিকার উপায় (সূত্র: এফজিডি, গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী)।

বর্তমানে মুন্ডা জনগণের পেশা:

- ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ৪০ দিনের কর্মসূচি
- দিন মজুরী (এখনকার দিনে নিয়মিত নয়)
- নদী ও বন থেকে কাঁকড়া ও চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করা

- প্রধানত তাদের জীবিকা ফসল রোপণ, কাটা ইত্যাদি কৃষি সংক্রান্ত কাজের উপর নির্ভর করে কিন্তু লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের কারণে কৃষি জমি এখন লবণাক্ত পানির নিচে। তাই এখন কৃষি কাজ পাওয়া যায় না। গবাদি পশু পালন এবং বসতভিটা ভিত্তিক হাঁস পালন এবং স্থানীয় মুরগি পালনও দেখা যায়। (সূত্র: এফজিডি, গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)।
- আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে কালিঞ্চি গ্রামে কৃষিকাজ ছিল মূল পেশা। এখন সমস্ত কৃষি জমি গুলো রূপান্তরিত হয়ে চিংড়ির ঘের জমিতে পরিণত হয়েছে। আগে তারা কৃষি জমি গুলোতে বর্গা চাষ করতে পারতো। অনেকে কাজ করতে পারতো। এখন আর সেই সুযোগ নেই। বর্তমানে কৃষিজমিতে কাজের সুযোগ এর তুলনায় অনেক কম সংখ্যক লোক চিংড়ীঘেরে দিনমজুরের কাজ করতে পারে. (সূত্র: এফজিডি, কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর)
- মুন্ডাদের কোন কৃষি জমি নেই। মুন্ডাদের বক্তব্য অনুযায়ী তারা ২০০ বছর আগে থেকে এই জায়গায় বাস করছে। তারা জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করেছে। এবং জঙ্গলকে কৃষিজমি হিসেবে তৈরি করেছে। পরিষ্কার করা জমিতে তারা আগে কৃষি কাজ করতো এবং অর্ধেক উৎপাদিত ফসল তারা গ্রহণ করত। বাকি অর্ধেক প্রভাবশালীরা ভোগ করত। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মহসিন মিয়া। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মুন্ডাদের জমি দেওয়া হবে, জমির দলিল করে দেওয়া হবে। মহসিন মিয়া জমি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার নায়েব ষড়যন্ত্র করে অন্যের নামে রেজিস্ট্রি করে। শেষ পর্যন্ত মুন্ডারা জমি পায় নাই, যার জন্য তারা ২০০ বছর পূর্বে এখানে এসেছিল। এলাকার লোকজন এখন এই এলাকা মহসিনের হলো বলে ডাকে। কৃষিজমি যেগুলো জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করেছিল তা এখন চিংড়ি ঘেরে পরিণত হয়েছে । একটি চিংড়ি ঘেরের আয়তন প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ বিঘা জমি নিয়ে । মুন্ডারা এখানে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে পারে। (তথ্যসূত্র: এফজিডি, মহসিনের হলো, দাতিনাখালী, শ্যামনগর)।
- বেশিরভাগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার এখন ভূমিহীন এবং কেবল মাত্র তাদের বসতবাড়ি ও জীবিকার জন্য ছোট ছোট জমি রয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের চাষাবাদের জন্য জমি যা রয়েছে তা আকারে ছোট এবং বেশিরভাগ পরিবার ভাগে চাষ করে। (সূত্র: এফজিডি, গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)
- তাদের এখন কোন কাজ নেই। জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা এখন কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে। (সূত্র: এফজিডি, গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)
- বর্তমানে বেশিরভাগ মহিলা নদী থেকে কাঁকড়া সংগ্রহ এবং চিংড়ির পোনা সংগ্রহের সাথে জড়িত। বর্তমানে বাঙালিরাও কাঁকড়া সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত। স্থানীয় মানুষের জীবনধারণের জন্য অন্য কোনো বিকল্প উৎস না থাকায় পানির প্রাকৃতিক উৎসের ওপর চাপ বাড়ছে। (সূত্র: এফজিডি, গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)
- এখন জীবনযাপন খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের কোন উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের যাওয়ার কোন জায়গা নেই, জীবন চালানোর কোন উপায় নেই। আজকের দিনের, অলস অবস্থায় কেউ তাদের সময় নষ্ট করে না। প্রত্যেকে কাজে যায়। কিছু লোক কাঁকড়া ধরতে যায়, কিছু লোক মাছ ধরে। যদি কেউ আড়াইশ গ্রাম চিংড়িও ধরেন, সে বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে যায়। তিনি যদি ৩০ বা ৪০ টাকা আয় করে তবে তাই দিয়ে তিনি পরিবারের জন্য যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাই কিনেন। সকালে, অর্ধেক লোক নদীতে যান। তারা ২৫০ গ্রাম মাছ সংগ্রহ করতে পারলে সেই মাছ, বাজারে বিক্রি করেন। প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে হয়ত তারা নুন বা মরিচ কিনে। জীবন এত কঠিন হয়ে পড়েছে যে কিছু মাছ ধরলে ও তা বিক্রি করে। তবুও সেগুলি তাদের নিজস্ব খাবারের জন্য ঘরে তুলতে পারে না। (সূত্র: এফজিডি, গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)
- যদি কেউ বন থেকে কাঁকড়া সংগ্রহ করতে চায়, তবে তাকে বন বিভাগ থেকে পাস সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত ২৫০/৩০০ টাকা দিয়ে ছয়দিনের পাস সংগ্রহ করতে হয়। কেউ যদি নির্ধারিত এলাকার বাইরে গিয়ে কাঁকড়া ধরে, তবে তাকে জরিমানা দিতে হয়। নদীর ওপারে মাছ বা কাঁকড়া ধরতে টাকা দিতে হয় না। বন বিভাগ থেকে পাস সংগ্রহ করে কেউ কেউ মধু বা কাঠ সংগ্রহ করে (সূত্র: এফজিডি, গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)।

- **সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষাঃ**
  - মুন্ডা মহিলারা বলেছেন যে তারা তাদের বাচ্চাদের পানি সংগ্রহ করতে বাড়িতে রেখে অনিরাপদ বোধ করছেন কারণ সর্বত্র পানি রয়েছে এবং তারা উদ্বিগ্ন বোধ করছেন যে তাদের বাচ্চারা ডুবে যেতে পারে। (গাজী পাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)
  - পুরুষরা সাধারণত তাদের পরিবারকে বাড়িতে রেখে ইটের ভাটায়, মাটির কাজ, কৃষিশ্রম ইত্যাদিতে কাজ করতে অনেক দূরে যায়। এই সময়ে, মহিলারা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন। তারা চিংড়ি ফার্মে দিনমজুরের জন্য যায়, নদী থেকে কাঁকড়া সংগ্রহ করে এবং তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য দিনমজুর হিসাবে কাজ করে কিন্তু মহিলারা তাদের বাড়ি ছেড়ে

যেতে পারে না। মাঝে মাঝে না খেয়েই দিন কাটে তাদের। একপর্যায়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন, পুরুষরা তাদের দেখাশোনা করতে পারে না কারণ তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য কাজ করতে যায়। (বড় বাড়ি, মুন্ডা পাড়া, কয়রা)

- বর্তমানে কাঁকড়া সংগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তদুপরি, বন বিভাগ প্রতি বছর জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারিইয়েবং সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত কাঁকড়া ধরা নিষিদ্ধ করে। মহিলাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত সমস্যার, কারণ তারা কাঁকড়া ধরতে পারে না যা তাদের প্রধান আয়ের উৎস। (এফজিডি, কালিঞ্চি, শ্যামনগরে)
- কোভিড-১৯-এর কারণে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, কারণ তারা বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো কাজ খুঁজে পায়নি। (বড় বাড়ি, মুন্ডা পাড়া, কয়রা)
- দুর্যোগকালীন সময়ে, সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদ অফিস গ্রামবাসীদের আশ্রয়গ্রহণ এবং জরুরি সহযোজীগিতা দেয়ার জন্য বিপদ সংকেত ঘোষণা করে। অন্যান্য স্থানের তুলনায় বরোবাড়ি এলাকা বেশি উঁচু হলেও সাধারণত ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বেশি হলে বন্যার পানি তাদের গ্রামে চলে আসে। কিন্তু, তারা ঘর ছেড়ে যেতে পারে না। অল্প কয়েকজন মানুষ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে যায়। তারা তাদের গবাদি পশুকে বিপদে ফেলে রাখতে পারে না। তারা তাদের গবাদি পশু নিয়ে সাইক্লোন শেল্টারে যেতে পারে না। যারা প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী, তারা সাধারণত তাদের জিনিসপত্র নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রের বেশিরভাগ অংশ দখল করে রাখে। সাইক্লোন শেল্টারে মুন্ডা মানুষদের জন্য খুব কম জায়গা অবশিষ্ট থাকে।
- আইলার সময় অনেক মানুষ সাইক্লোন সেন্টারে গিয়েছিল। জনসমাগম এতটাই ব্যাপক ছিল যে মহিলারা সেখানে নিরাপদ বোধ করতো না। তাদের জন্য জায়গা না থাকলেও প্রভাবশালীরা তাদের গবাদি পশু রেখে আশ্রয়কেন্দ্রের বেশির ভাগ অংশ দখল করে নিয়েছিলো। তারা বলেন, “ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে গবাদিপশুর জন্য আলাদা আশ্রয়ের জায়গা থাকা দরকার”। আবার নারীদের জন্য টয়লেট সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। (বড় বাড়ি, মুন্ডা পাড়া, কয়রা)
- মাছ ধরার জন্য, কিছু মানুষ সুন্দরবনে বিষ ব্যবহার করছে। এই বিষ ব্যবহারের ফলে সব মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবিকা বিনষ্ট হচ্ছে।
- মুন্ডা মেয়েদের বাল্যবিবাহের একটি প্রবণতা রয়েছে। ফলস্বরূপ, জন্মগত জটিলতার কারণে মুন্ডা মেয়েদের মধ্যে একটি উচ্চ মৃত্যুর হার এবং প্রাক-প্রসূতি সমস্যাগুলিরও উচ্চ হার রয়েছে। তাই, মুন্ডা মেয়েদের জীবন বাঁচাতে বাল্য বিবাহ বন্ধ এবং শিক্ষার প্রচারের জন্য সচেতনতা তৈরি করা জরুরী। আমাদের সংগঠন বাল্য ও কৈশোর বয়সী মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। (সুমিত্রা মুন্ডা, বোরোবাড়ি মুন্ডা নারী সমবায় সমিতি, বড়বাড়ি, কয়রা)

- **আইনি অধিকার এবং অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া:**
  - মুন্ডা সম্প্রদায় বলেছিল, "আমরা অন্য গোষ্ঠী দ্বারা জমি দখলের সমস্যার মুখোমুখি"। কিছু মামলা নিম্ন আদালতে দায়ের করা হলেও এখনও সমাধান হয়নি। মুন্ডা লোকেরা জমি দখলদারদের কাছ থেকে তাদের কিছু জমির দখল ফিরিয়ে নিতে পেরেছে। । যাইহোক, বর্তমানে তাদের জমি খুব সামান্য আছে। অতীতে তাদের জমিগুলি তাদের আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে বা তাদের সাথে প্রতারণার মাধ্যমে দখল করা হয়েছিল। তাদের জমিগুলি এখন অন্য নামে নিবন্ধিত হয়েছে, যারা প্রকৃত মালিক নয় । ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রা খুব সাধারণ মানুষ । তারা সবসময় লড়াই করতে এবং প্রতিরোধ করতে পারে না। (বড় বাড়ি, মুন্ডা পাড়া, কয়রা)
  - মুন্ডা লোকদের অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা নেই। যানতে চাওয়া হলে তারা বলেন, তারা অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের কারণে অসন্তুষ্ট। তবে কীভাবে এই সমস্যাগুলি সমাধান করবেন তা তারা জানেন না। (বড় বাড়ি, মুন্ডা পাড়া, কয়রা)

- **সামাজিক নেটওয়ার্কিং এবং জ্ঞান তৈরির অবস্থাঃ**
  - তারা লবণাক্ত পানির পরিবেশে নতুন কৃষি প্রযুক্তির কোনো তথ্য পায় না। খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলের চেয়ে এখানে পানি বেশি লবণাক্ত। বর্তমান জলাবদ্ধতা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলেছে। (বড় বাড়ি, মুন্ডা পাড়া, কয়রা)

- **সক্ষমতা বৃদ্ধি/প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন/ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংগঠনঃ**
  - তাদের নিজস্ব ভাষা, সঙ্গীত, মিথ, বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান সহ তাদের নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। (গাজীপাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা)

কয়রায় দুটি নিবন্ধিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংগঠন কাজ করছে।

১। ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী সমবায় সমিতি লিমিটেড
২। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (মুন্ডা) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

এই সংস্থাগুলি কাঁকড়া চাষ, মাছ চাষ ও বিবাহের ব্যবস্থা করার জন্য ঋণ প্রদান করে। এই দুটি সংস্থা ছাড়াও সুমিত্রা মুন্ডা নামে এক স্থানীয় নারী বড়বাড়ি গ্রামে মুন্ডা নারীদের সংগঠিত করেছেন । গোষ্ঠীর সদস্যরা নিয়মিত সঞ্চয় জমা এবং মুন্ডা নারীদের বিভিন্ন আয়ের উৎস সৃষ্টির জন্য উদ্ভিদসহ বিভিন্ন উদ্ভিদ উদ্যান, ছোট ব্যবসা, কাঁকড়া ফার্মিং ইত্যাদিতে সহায়তা করছেন। বর্তমানে তারা কেবল বড়বাড়ি গ্রামে কাজ করছেন, তবে সুমিত্রার ভাষ্য অনুযায়ী তারা সমস্ত মুন্ডা গ্রাম গুলিতে সম্প্রসারণ করতে চান। তারা তাদের মুন্ডা সংস্কৃতি, গান এবং সামাজিক প্রোগ্রাম প্রচারের জন্য একটি সাংস্কৃতিক দল তৈরি করেছে। কিন্তু তারা নিবন্ধকরণ কর্তৃপক্ষের থেকে নিবন্ধন পাচ্ছে না। তারা বলেছে, যেহেতু ইতিমধ্যে দুটি সমবায় সমিতি রয়েছে তাই আর সংগঠনের দরকার নেই। সুমিত্রা বলেন, "এই দুটি সংস্থা নারীদের ইস্যু নিয়ে কাজ করছে না"। তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধকরণ করার চেষ্টা করছে। (উৎস: বড়বাড়ি মুন্ডা নারী সমবায় সমিতি, মুন্ডা পাড়া, কয়রা)।

আবার, সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংস্থা (SAMS) শামনগর উপজেলায় মুন্ডা সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করছে। এই সংস্থাটি সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে নিবন্ধিত এবং সেইসাথে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে নিবন্ধিত। সংগঠনটি মানবিক সাড়া প্রদেনের দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে মুন্ডা সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করছে। উল্লেখ্য, ফাদার লুইজি প্যাগি মুন্ডা সম্প্রদায়ের সাথে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। তিনি পুরো মুন্ডা সম্প্রদায়কে এই সংগঠনটি গঠনে সহযোগিতা করেছিলেন।

তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক দল আছে। তারা মুন্ডা গান ও নৃত্য অনুশীলন করে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে। তারা হানিফ সংকেতের ‘ইত্যাদি’ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে তাদের গান, নাচ পরিবেশন করেছেন এবং বিভিন্ন কোণ থেকে প্রশংসা পেয়েছে। তবে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান চলাকালীন তাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। তারা এখনও তাদের সংস্কৃতি কেন্দ্রটি পুনঃনির্মাণ করতে পারেনি (উৎস: কালিঞ্চি গ্রামে এফজিডি, তারিখ ২২.১২.২০)

৪। জীবিকার সুযোগ (Livelihood opportunity)

দিনমজুরই তাদের জীবন যাপনের একমাত্র উপায়। বসতভিটায় জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে পারলে তাদের উপকার হবে। তারা বলেছে, “বাইরে না গিয়ে আমরা ঘরে বসে কাজ করতে চাই”। এটা ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন, কাঁকড়া চাষ, হস্তশিল্প এবং যা কিছু হতে পারে”। বসতভিটা ভিত্তিক জীবিকার উপায়গুলো বিবেচনা করে মুন্ডা সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করা যেতে পারে কারণ আশেপাশের এলাকা কৃষি উৎপাদনের জন্য উপযোগী নয় এবং বন ও নদীতে কাঁকড়া ধরাও বিপজ্জনক। এটি বাস্তুতন্ত্র এবং পরিবেশের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

কাঁকড়া চাষ (Crab firming)

বিদ্যমান চাষাবাদের উপযোগিতা এবং বাজারের উচ্চ চাহিদা বিবেচনা করে কাঁকড়া চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। (গাজী পাড়া, মহসনিয়ার হলো, কালিঞ্চি, বুড়িগোয়ালিনী, পারশেমারী গ্রামের নারীদের দ্বারা প্রস্তাবিত)

মধু চাষ (Honey firm)

চৈত্র-বৈশাখ এবং জোষ্ঠ্য (মার্চ থেকে মে) সুন্দরবনে বিভিন্ন ফুল ফোটে। এই সময়ে মধু চাষ সম্ভব। এই সময়কালে বাইরের কয়েক শতাধিক মানুষ মৌমাছি পালনের জন্য আসেন। এটি ঝুঁকিপূর্ণ নয় কারণ সুন্দরবনের নদীর তীরের বিপরীত অংশে মৌমাছির বাক্সগুলি সেট করা। সুন্দরবন এলাকায় সারা বছর চাষ করা সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র তিন মাস সম্ভব। অন্যান্য মাসে, মৌমাছিকে অন্যান্য ক্ষেতে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যেমন তিল চাষের ক্ষেত বা এমন জায়গায় যেখানে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করতে পারে। (কালিঞ্চি, রমজাননগর, মহোসিনের হলোর নারীদের দ্বারা প্রস্তাবিত)

রাজহাঁস পালন (Swan rearing)

রাজহাঁস (রাজহাস) লবণাক্ত পানির পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে এবং রাজহাঁসের বাজার মূল্য বেশি। নারীদের তাদের দৈনন্দিন কাজের সাথে রাজহাঁস লালন-পালন করা সম্ভব। রাজহাঁস পালন তাদের সম্পূরক আয়ের জন্য সহায়ক হতে পারে। একটি রাজহাঁস বাজারে ১০০০ টাকারও বেশি দামেবিক্রি করা যায়। (দাতিনাখালীর মহোসিনের হলোর নারীদের প্রস্তাব)

পরিবেশ বান্ধব পর্যটন (Eco-tourism)

রিলিফ ইন্টারনেশন্যালের সহায়তায় ইকো-ট্যুরিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাঁচটি পরিবার ইকো-ট্যুরিজম প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারে ঘর পেয়েছিল। আম্ফানের আগে, অনেক পর্যটক তাদের গ্রামে আসত এবং কটেজে থাকতো যা তাদের অতিরিক্ত আয়ের জন্য সহায়ক ছিল। তবে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর পর্যটকরা তাদের গ্রামে আর আসছেন না। তাই ইকো-ট্যুরিজম থেকে তাদের আয় বন্ধ রয়েছে। তবে আবার শুরু হবে বলে আশা করছেন তারা। গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষিত হলে তাদের জীবিকা নির্বাহে উপকার হবে। এই ইকো-ট্যুরিজম বিভিন্ন মুন্ডা গ্রামে ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। (কালিঞ্চি, রমজাননগর, শ্যামানগরের নারীদের দ্বারা প্রস্তাবিত)

হস্তশিল্প (Handicrafts)

নারীরা হস্তশিল্পের কাজে অত্যন্ত আগ্রহী বলে মনে হয়। এটি কাঁকড়া সংগ্রহের জন্য বন বা নদীতে না যাওয়াকে সহযোগিতা করবে। এই বিষয়ে, তাদের বাজার সংযোগের জন্য প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রয়োজন। (কালিঞ্চি, রমজাননগর, শ্যামানগরের নারীদের দ্বারা প্রস্তাবিত)

বসতবাড়ির বাগান করা (Homestead gardening)

প্লট এলাকার কাছাকাছি সেচের পানি সরবরাহের উৎস থাকলে বসতবাড়ি পর্যায়ে সবজি বাগান করা সম্ভব। (সব গ্রামের নারীরা এটির জন্য প্রস্তাব করেছেন)

৪। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সহায়তা প্রয়োজন (Needed support for the social and cultural aspect):

- জমি দখল সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে মুন্ডা সম্প্রদায়ের জন্য আইনি সহায়তা প্রয়োজন। মুন্ডারা এখন বুঝতে শুরু করেছে যে এই দেশে তাদের অধিকার আছে। তাদের অধিকার দাবিতে সহায়তা করার পাশাপাশি এই অধিকারগুলির আরও ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
- মুন্ডা মেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রয়োজন
- জীবন-জীবিকা এবং আয় বৃদ্ধি এবং বাজার সংযোগের জন্য তাদের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নও অপরিহার্য। বর্ষাকালে শিশুরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়ে এবং তারা স্কুলে যেতে পারে না।
- তাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে সুরক্ষিত করার পাশাপাশি ভাষা, সঙ্গীত, নৃত্য এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক দিকগুলিকে প্রচার করা দরকার।
- মিডিয়াতে কভারেজের মাধ্যমে এবং উন্নয়নের জন্য সমস্ত দায়িত্বশীল অংশীদারদের দ্বারা তাদের গ্রাম পরিদর্শনের মাধ্যমে ইকো-ট্যুরিজমকে সহায়তা করা দরকার
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের নিজস্ব ভাষা সহ একটি শিক্ষাব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষার ওপর একাডেমিক পাঠ্যক্রম গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রয়োজন।
- বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের প্রতি বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা গড়ে তোলার জন্য আরও সংলাপ এবং সচেতনতামূলক প্রচারণার প্রয়োজন

৫। উপসংহার (Conclusion)

জিসিএ প্রকল্প মুন্ডা মানুষের সাথে কাজ করার সুযোগ তৈরি করেছে যা খুবই ইতিবাচক লক্ষণ। প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রকল্পটি পানীয় জলের সমাধান, জলবায়ু সহনশীল জীবিকার সুযোগ এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নকে শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা প্রদান করছে। তবে পরিবর্তন আসতে হবে ভেতর থেকে এবং পরিবর্তন আসতে হবে বাইরে থেকে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের পরিকল্পনা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সুতরাং, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণা মেনে চলা এবং সেই অনুযায়ী তাদের সহায়তা করা ইউএনডিপির প্রধান দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা। আবার, মুন্ডা লোকদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে তাদের কী পরিবর্তন দরকার এবং কী কী জিনিস সংরক্ষণ করা দরকার। বিশেষ করে তাদের গান, নাচ, ভাষা এতই সূক্ষ্ম যে দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সম্প্রসারণের জন্য তা রক্ষা করা উচিত।

সংযুক্তি ২: এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

এফজিডি নং ১

তারিখ: ৭.১২.২০ সময়: সকাল ১১.০০, স্থান: গাজীপাড়া, উত্তর বেদকাশী, কয়রা

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	অরোতি মুন্ডা	দিন মজুর	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
২.	রেবোতি মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৩.	ববিতা মুন্ডা	কাঁকড়া চাষ	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৪.	বনোবাশি মুন্ডা	কাঁকড়া চাষ	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৫.	আলোশি মুন্ডা	চিংড়ির পোনা ধরা, কাঁকড়া ধরা	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৬.	বরোতি মুন্ডা	চিংড়ির পোনা ধরা, কাঁকড়াধরা	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৭.	সুরজো বালা মুন্ডা	চিংড়ির পোনা ধরা, কাঁকড়াধরা	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৮.	জোনজালি মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৯.	সোবিতা মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
১০.	সাবিরি মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
১১.	সুষোমা মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
১২.	কুশিলা মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা

এফজিডি নং ২

তারিখ: ৭.১২.২০ সময়: দুপুর ২.৩০, স্থান: গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	রানীবালা মুন্ডা	কাঁকড়াধরা	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
২.	লক্ষ্মী রানী মুন্ডা	চিংড়ির পোনা ধরা,	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৩.	বিশপুতি মুন্ডা	চিংড়ির পোনা ধরা,	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৪.	বিলাশী মুন্ডা	চিংড়ির পোনা ধরা,	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৫.	বেসনটি মুন্ডা	কাঁকড়াধরা	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৬.	অনিমা মুন্ডা	চিংড়ির পোনা ধরা,	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৭.	অনিতা মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৮.	জয়ন্তী মুন্ডা	চিংড়ির পোনা ধরা,	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
৯.	মিনা মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা
১০.	পানপোতি মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকাশী, কয়রা

এফজিডি নং ৩

তারিখ:৮.১২.২০ সময়: সকাল ১১.০০, স্থান: বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	সুমিলা মুন্ডা	শাকসবজি উদ্যান	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা
২.	লক্ষ্মী মুন্ডা	কাঁকড়াধরা	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা
৩.	কল্পনা মুন্ডা	গরু পালন	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা
৪.	মীনাক্ষী মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা
৫.	বাসপতি মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা

৬.	কল্যাণী মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা
৭.	সুমিত্রা মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা
৮.	কবিতা মুন্ডা	চিংড়ির পোনা ধরা,	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা
৯.	অরোতি মুন্ডা	চিংড়ির পোনা ধরা,	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা
১০.	নিবাশি মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা
১১.	কুমিলা মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা
১২.	বুনো মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা	বড়বাড়ি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা

এফজিডি নং ৪:

তারিখ: ৯.১২.২০ সময়: সকাল ১১.০০, স্থান: হরিহরপুর, উত্তোর উত্তর বেদকাশি, কয়রা

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	আলোমনি মাহাতো	মাছের চাষ	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
২.	আশিমা মাহাতো	মাছ চাষ	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
৩.	শিবানী মাহাতো	মাছের চাষ	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
৪.	অর্পনা মাহাতো	মাছের চাষ	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
৫.	কমলোনি মাহাতো	ঘরের স্ত্রী	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
৬.	ব্রজোগোপাল	ছাত্র	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
৭.	নির্মল মাহাতো	কাঁকড়া ধরেন	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
৮.	পোতিত মাহাতো	ছাত্র	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
৯.	উত্তম মাহাতো	কাঁকড়া ধরেন	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
১০.	রঞ্জিত মাহাতো	কৃষক	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
১১.	নিরোদ মাহাতো	দিন মজুর	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
১২.	সন্ধি রানী মাহাতো	মাছের চাষ	হরিহরপুর, উত্তোর বেদকশি, কয়রা

এফজিডি নং ৫:

তারিখ: ৯.১২.২০ সময়: সকাল ১১.০০, স্থান: গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকশি, কয়রা

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	রবীন্দ্র মুন্ডা	দিন মজুর	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
২.	জয়দেব মুন্ডা	কাঁকড়া চাষি, ব্যবসায়ী	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
৩.	কার্তিক মুন্ডা	দিন মজুর	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
৪.	বিবেক মুন্ডা	দিন মজুর	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
৫.	নিরাপদ মুন্ডা	দিন মজুর	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকশি, কয়রা
৬.	সুমিত্রা মুন্ডা	মহিলা নেত্রী	গাজীপাড়া, উত্তোর বেদকশি, কয়রা

এফজিডি নং: ৬

তারিখ: ২১.১২.২০ সময়: সকাল ১০.০০, স্থান: দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	প্রতিমা মুন্ডা	টেইলরিং	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
২.	কনিকা মুন্ডা	স্কুলের শিক্ষিকা	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর
৩.	পূর্ণিমা মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর
৪.	কমলা মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর
৫.	বিশ্বাসী মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর
৬.	প্রোমিলা মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর
৭.	বাতাশি মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর
৮.	একাদশি মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর
৯.	খনিকা মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর
১০.	মনিকা মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর
১১.	একাদশি মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর
১২.	প্রদীপ মুন্ডা	চিংড়ি চাষি, ট্যুরিস্ট বোট অপারেটর	দাতিনাখালি মুন্ডা পাড়া (মহোসিনার হলো), শ্যামনগর

এফজিডি নং ৭:

তারিখ: ২২.১০.২০ সময়: সকাল ১০.০০, স্থান: কালিঞ্চি , রামজাননগর, শ্যামনগর

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	বিথিকা রানী মুন্ডা	দিন মজুর	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
২.	সুবাসী মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৩.	নমিতা রানী মুন্ডা	দোকানের মালিক,	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৪.	কমলা মুন্ডা	কাঁকড়া ধরেন	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৫.	কবিতা মুন্ডা	মাছ ধরা, কাঁকড়া ধরা, দিবস শ্রম	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৬.	দীপালি রানী মুন্ডা	ইকো পর্যটন	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৭.	মনজুরি মুন্ডা	দিন মজুর , কাঁকড়া ধরা	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৮.	রত্না রানী মুন্ডা	মাছ ধরা, কাঁকড়া ধরা	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৯.	নমিতা মুন্ডা	দিন মজুর	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
১০.	রুহিনী মুন্ডা	দিন মজুর	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
১১.	শ্যামলি মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
১২.	কমলা মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর

এফজিডি নং ৮

তারিখ: ২২.১২.২০ সময়: বিকাল ৩.০০, স্থান: কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	গোপাল চন্দ্র মুন্ডা	গ্রাম পুলিশ, সাংস্কৃতিক কর্মী	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
২.	বাপ্পি মুন্ডা	শিক্ষার্থী, ৪ র্থ বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৩.	বাবুলাল মুন্ডা	কৃষি	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৪.	শ্রীমতি মুন্ডা	দিন মজুর	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৫.	গোপাল মুন্ডা	কাঁকড়া ধরেন	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৬.	ভাদ্রি মুন্ডা	দিন মজুর	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৭.	সদিত মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৮.	বিনোদ রানী মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
৯.	আর্চোনা মুন্ডা	শিক্ষার্থী, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
১০.	প্রভাত মুন্ডা	শিক্ষার্থী, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
১১.	সুজন মুন্ডা	দিন মজুর	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর
১২.	সুবোল মুন্ডা	কাঁকড়া এবং চিংড়ির পোনা ধরেন	কালিঞ্চি, রামজাননগর, শ্যামনগর

এফজিডি নং ৯:

তারিখ: ২৩.১২.২০ সময়: সকাল ১১.০০, স্থান: ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	রামপ্রসাদ মুন্ডা	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর
২.	লোখিন্দ্র মুন্ডা	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর
৩.	হোরেন মুন্ডা,	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর
৪.	সুপদ মুন্ডা	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর
৫.	সুপদু মুন্ডা	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর
৬.	মন্টু মুন্ডা	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর
৭.	সুরেন মুন্ডা	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর
৮.	কবিতা মুন্ডা	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর
৯.	কল্যাণী মুন্ডা	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর
১০.	রুকুমনি মুন্ডা	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর
১১.	কদম মুন্ডা	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর
১২.	ফুলবাশী মুন্ডা	কৃষি, দিন মজুর	ডুমুরিয়া, গাবুরা, শ্যামনগর

এফজিডি নং ১০

তারিখ: ২৩.১২.২০ সময়: সকাল ১১.০০, স্থান: পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	সঞ্জলী মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
২.	নীলা মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
৩.	বিজুল মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
৪.	গয়না মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
৫.	ভগবতী মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
৬.	কালিদাসী মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
৭.	কল্যাণী মুন্ডা	ঘরের স্ত্রী, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
৮.	নোমনী মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
৯.	আবুনি মুন্ডা	কৃষক,দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
১০.	সুবাশ মুন্ডা	কৃষক, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
১১.	মকোম মুন্ডা	কৃষক, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
১২.	সরোশ মুন্ডা	কৃষক, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
১৩.	নগেন মুন্ডা	কৃষক, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
১৪.	হরি মুন্ডা	কৃষক, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
১৫.	আমেশ মুন্ডা	কৃষক, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর
১৬.	বিভাশ মুন্ডা	কৃষক, দিনমজুর	পার্শেমারী, গাবুরা, শ্যামনগর

এফজিডি ১১

তারিখ:২৪.১২.২০ সময়: রাত ১২.০০, স্থান: বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	আশালতা মুন্ডা	দিনমজুর	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
২.	পাকি দাশী মুন্ডা	কাঁকড়া ধরেন	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৩.	উষা রানী মুন্ডা	বাড়ির স্ত্রী, হাঁস এবং মুরগী লালন পালন করছেন	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৪.	কমলা মুন্ডা	দিনমজুর	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৫.	বিনোদিনী মুন্ডা	কৃষক	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৬.	খনেন্দ্রনাথ মুন্ডা	দিনমজুর	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৭.	সন্তোষ মুন্ডা	কৃষক	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৮.	কুসোল্লো মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা, মাছ ধরা	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৯.	কল্যাণী মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা, মাছ ধরা	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
১০.	সুলতা মুন্ডা	কাঁকড়া ধরা, মাছ ধরা	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর

এফজিডি নং ১২

তারিখ: ২৪.১২.২০ সময়: দুপুর ২.০০, স্থান: বুড়িগোয়ালিনী (বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর

ক্রম.	অংশগ্রহণকারীদের নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	রিপন মুন্ডা	ছাত্র	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
২.	কাশ কুমার মুন্ডা	ছাত্র	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৩.	জয়ন্ত মুন্ডা	ছাত্র	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৪.	মনুবালা মুন্ডা	হাতের কারুকাজ	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৫.	শিবানী মুন্ডা	ছাত্রী	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৬.	রেণুকা মুন্ডা	ছাত্রী	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৭.	আখি মুণ্ডা	হাতের কারুকাজ	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৮.	সরমনি মুণ্ডা	হাতের কারুকাজ	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর
৯.	বিজলী মুণ্ডা	হাতের কারুকাজ	বুড়িগোয়ালিনী (মুন্ডা বারাক), বুড়িগোয়ালিনী, শ্যামনগর

সংযুক্তি ৩: মুন্ডা সম্প্রদায়ের সাথে আইপিপি জাচাই-বাচাই করণ (Validation of IPP with Munda communities)

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের সাথে পরামর্শ সভার প্রতিবেদন
২-৩ নভেম্বর ২০২২

নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary)

ভূমিকা (Introduction)

GCF UNDP প্রকল্প "জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় উপকূলীয় সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে নারীদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা" ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের যারা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় বসবাস করছে তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন বজায় রাখার জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের পরিকল্পনা (আইপিপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। তাদের মানবাধিকার (আত্ম-মর্যাদার অধিকার, ভূমি, সম্পদ এবং অঞ্চলগুলিতে অ্যাক্সেস এবং ঐতিহ্যগত জীবিকা ও সংস্কৃতির অনুশীলন)-কে প্রভাবিত করতে পারে এমন প্রকল্প কার্যক্রমগুলি তাদের সম্পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ডিজাইন করা হয়েছে। এই আইপিপি তাদের জমি, সম্পদ এবং বসবাস অঞ্চলগুলি সহ মুন্ডাদের ক্ষতিকর ভাবে প্রভাবিত করে এমন উন্নয়নের উপর তাদের একটি নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ করে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্ব-পরিচিত উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সাথে তাদের জড়িত প্রকল্প কার্যক্রমগুলিকে সারিবদ্ধ করে এবং তাদের ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত সুবিধা এবং সুযোগ প্রদান করে। একটি সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত পদ্ধতি, প্রকল্প পরিচালনায় অংশগ্রহণের সমান সুযোগ এবং প্রকল্প অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং/অথবা UNDP এবং GCF এর জবাবদিহিতা পদ্ধতিতে সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করে।

এই আইপিপি প্রকল্পের প্রথম ধাপের আওতায় ১০১টি ওয়ার্ডের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এটি জাতীয় আইন ও প্রবিধান, প্রকল্পের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো ২০১৮, ইউএনডিপির সামাজিক ও পরিবেশগত মান ৬ ২০২১ (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণ) এবং GCF-এর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী ২০১৮-এর সম্পূর্ণ সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আইপিপি চূড়ান্তকরণের অংশ হিসেবে আইপিপি-তে কার্যক্রমের প্রস্তাবনা এবং আইপিপি-র গ্যাপ পূরণের জন্য, অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং বৈধকরণের জন্য দুটি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

পরামর্শ সভার উদ্দেশ্যঃ

- আইপিপির খসড়াতে যে ডেটা এবং তথ্য প্রদান করা হয়েছে সেগুলি যাচাই-বাচাই করা
- খসড়া আইপিপিতে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের বিষয়ে সম্মতি গ্রহণ করা, এবং
- খসড়া আইপিপির গ্যাপ পূরণের জন্য অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

পরামর্শ সভার পদ্ধতিঃ

দুটি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়, একটি শ্যামনগর উপজেলায় এবং আরেকটি কয়রা উপজেলায়। সভায় শ্যামনগর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়ন ভিত্তিক সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংস্থা (SAMS) এবং কয়রা উপজেলার উত্তরবেদকাশী ভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতির সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রতিটি পরামর্শ সভায় সংগঠনের ২৫ জন সাধারণ সদস্য এবং ৭ জন নির্বাহী সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

উপজেলা	সংস্থার নাম	পুরুষ	নারী	মোট
শ্যামনগর	সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংস্থা (SAMS)	১৪	৯	২৩
কয়রা	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১২	১৭	২৯

আইপি সংস্থাগুলির সভাপতি/নির্বাহী পরিচালকের সাথে পরামর্শ করে মিটিংয়ের স্থান এবং সময় নির্বাচন করা হয়েছিল। সংস্থাগুলির সভা কক্ষে মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে তারা নিয়মিত মিটিং করে এবং কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বৈঠকের তারিখের দুই দিন আগে আইপি সংস্থাগুলির সভাপতি/নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের RP-NGO দ্বারা ফলোআপ করা হয়েছিল।

প্রজেক্ট সেফগার্ড টিম একটি নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুসরণ করে সেশনগুলি পরিচালনা করেছে এবং আলোচনার নোট নিয়েছে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর যিনি মুন্ডা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত তিনি সহ-সুবিধাকারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন যিনি প্রয়োজনে আলোচনার অনুবাদ এবং/অথবা সহযোগিতা করেছেন।

আলোচনাটি বৃহৎ গ্রুপ আলোচনা এবং ছোট গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, কিছু সাধারণ তথ্য (যেমন প্রকল্প ওভারভিউ, কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি) নিয়ে বৃহৎ গোষ্ঠী আলোচনার মাধ্যমে পরামর্শ শুরু হয়েছিল যা অন্তর্দৃষ্টি বোঝার জন্য ছোট দল আলোচনার মাধ্যমে অনুসরণ করা হয়েছিল (যেমন কার্যকলাপ নির্দিষ্ট ঝুঁকি এবং প্রভাব, স্ব-সংকল্পের অধিকার, অ্যাক্সেস জমি, সম্পদ এবং অঞ্চল এবং ঐতিহ্যগত জীবিকা ও সংস্কৃতির অনুশীলন ইত্যাদি)

প্রাপ্ত তথ্য সমূহের সারাংশ (Summary of Findings)

- জিসিএ কর্মএলাকায় ১২৫টি মুন্ডা পরিবার (শ্যামনগর উপজেলায় ৯৪টি পরিবার এবং কয়রা উপজেলায় ৩১টি পরিবার) রয়েছে।
- সমভূমির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায় হওয়ায়, তিন শতাব্দী ধরে তারা ইতিমধ্যেই বাঙালি সম্প্রদায়ের সাথে, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে মিশে গেছে। তাদের জাতিগত সত্তা তাদেরকে অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে আলাদা করে। কিন্তু, আশেপাশের সম্প্রদায়ের সাথে নিবিড়ভাবে মেলামেশার কারণে, তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যে প্রায় হারিয়ে ফেলেছে এবং হারিয়ে যাওয়া একটি জাতি হওয়ার পথে।
- বর্তমানে মুন্ডা সম্প্রদায়ের প্রায় ৬০% ভূমিহীন। হয় তারা সরকারি খাস জমিতে অথবা অন্যের সম্পত্তিতে বসবাস করে। অংশগ্রহণকারীরা দাবি করেন যে, অধিকাংশ খাস জমিতে তারা যে বসবাস করছেন তা সরকারীভাবে ডিসিআর দ্বারা বরাদ্দ না থাকায় তারা অনিশ্চয়তার সাথে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাস করছেন।
- তিনটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংগঠন রয়েছে [শ্যামানগর উপজেলায় সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংস্থা (এসএএমএস) এবং কয়রা উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ড উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এবং নৃতাত্তিক সমবায় সমিতি লিমিটেড]। সংস্থাগুলি সরকারী নিবন্ধন পেয়েছে এবং বর্তমানে তাদের অধিকার রক্ষায় এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের আর্থসামাজিক উন্নতিতে খুব সক্রিয় রয়েছে।
- প্রতিটি গ্রামে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা কাঠামো রয়েছে যা ৩ জন সদস্য দ্বারা গঠিত (মোড়ল, পাশ মোড়ল এবং নারী পাশ মোড়ল)। ২০২১ সালে, গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো গ্রামবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংস্থাগুলি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

সুপারিশ সমূহ: গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা (GRM) এবং প্রাক-অবহিতকরন ও সম্মতি গ্রহণের (FPIC) কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। তাদের অভিযোগ দায়ের করার জন্য এবং প্রকল্পে সম্মতি প্রদানের জন্য তাদের PMU-তে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ থাকতে হবে।

১. পরামর্শ সভা, শ্যামনগর উপজেলা, সাতক্ষীরা

স্থান: সুন্দরবন আদিবাসি মুন্ডা সংস্থার সভাকক্ষ, মুন্সীগঞ্জ, শ্যামনগর উপজেলা

তারিখ: নভেম্বর ০২, ২০২২ (বিকাল ০২ টা – বিকাল ০৫ টা)

জনমিতিক এবং জাতিগত তথ্য (Demographic Information and Ethnicity)

মুন্ডা জনগোষ্ঠী ভারত থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে বাংলাদেশে আসে এবং তখন থেকে বাংলাদেশের খুলনা, যশোর, জয়পুরহাটে এবং শ্যামনগর উপজেলায় সুন্দরবনের কাছাকাছি অঞ্চলে এরা বসবাস করছে। তাদের স্বতন্ত্র ভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি রয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে মূলত কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। মুন্ডা সম্প্রদায়ের জাতিগত সত্তা অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু, মূলধারার জনগোষ্ঠীর সাথে পাশাপাশি বসবাসের জন্য দিনে দিনে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমশ বিস্মৃতির দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

শ্যামনগর উপজেলায় এই প্রকল্পের উপকারভোগীদের খানার বিস্তার				
উপজেলা	ইউনিয়ন	ওয়ার্ড	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণ	
			গ্রাম	পরিবার সংখ্যা
শ্যামনগর	বুড়িগোয়ালিনি	৪	বুড়িগোয়ালিনি	১১
		৭	দাতিনাখালি	৩২
	গাবুরা	৫	পারশেমারি	১৩
		৭	ডুমুরিয়া	০৫
	রামজাননগর	৯	কালিঞ্চি	৩০
	আটুলিয়া	৪	মাগুরাকুনি	০৩
সর্বমোট		৬টি ওয়ার্ড	৬টি গ্রাম	৯৪ টি পরিবার

শ্যামনগর উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের জনমিতিক বিস্তার

জমির মালিকানা এবং ভূমি অধিকার (Legal Rights to Land Ownership and Access to Land)

রাষ্ট্রীয় প্রজাস্বতত্ব আইন ১৯৫০ (৯৭) অনুসারে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের জমি সংরক্ষিত, এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের বাইরে কারো কাছে জমি বিক্রয় এবং হস্তান্তরের সুযোগ সীমিত। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে, মুন্ডা সম্প্রদায়ের জমি স্থানীয় অভিজাত এবং প্রভাবশালীরা আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে বা শোষণের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করেছে।

ঐতিহাসিকভাবে, মুন্ডা সম্প্রদায়কে সুন্দরবন অঞ্চলে গাছ কেটে বন পরিষ্কার করে সেখানে কৃষিকাজ শুরু করে। তাদের নেতাদের 'সর্দার' এবং শ্রমিকদের 'কুলি' বলে ডাকা হত। কালক্রমে, 'সর্দার', 'কুলি' উপাধিগুলো তাদের নামের সাথে যুক্ত হওয়া শুরু করে যেটা তাদের শোষণের পথ খুলে দেয়। যেহেতু 'সর্দার' মুসলিম ও হিন্দু জনগোষ্ঠীর ব্যবহার করা একটি সাধারণ উপাধি, তাই অনাদিবাসী এবং স্থানীয় প্রভাবশালীরা মুন্ডাদের জমি অধিগ্রহণের জন্য এই সুযোগটা গ্রহণ করে। বর্তমানে শ্যামনগরে বসবাসকারী মুন্ডা সম্প্রদায়ের প্রায় ৬০% ভূমিহীন। দাতিনাখালী ইউনিয়নের প্রায় সব মুন্ডা জনগোষ্ঠী হয় খাস জমিতে নয়ত অন্যের জমিতে বসবাস করছে। আলোচনা সভায়, তারা অভিযোগ করেন যে, তারা যেসব খাস জমিতে বসবাস করছেন, তার বেশিরভাগই ডিসিআর দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে বরাদ্দ দেওয়া হয়নি, তাই তারা অনিশ্চয়তার সাথে অরক্ষিত অবস্থায় বসবাস করছে।

পানীয় জলের ব্যবস্থা (Access to Drinking Water)

ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততার কারণে মুন্ডা সম্প্রদায়ের জন্য পানীয় জলের সংকট একটি গুরুতর সমস্যা। মুন্সীগঞ্জ, বিশেষ করে ০৩ নং ওয়ার্ডের, জেলেখালি গ্রামের বেশ কয়েকটি স্থানে তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট রয়েছে। জিসিএ প্রকল্প বসতবাড়ি ভিত্তিক, প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এবং কমিউনিটি ভিত্তিক বৃষ্টির জল সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করছে, যার মাধ্যমে বছরব্যপী নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত হয়। এছাড়া প্রকল্পটি পুকুর-ভিত্তিক আল্ট্রাফিল্ট্রেশন সিস্টেমের ব্যবহার করে পানীয় জল সরবরাহেরও ব্যবস্থা করছে। যদিও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারগুলোকে জিসিএ প্রকল্প থেকে বসতবাড়ি -ভিত্তিক পানীয় জল সমাধান সরবরাহ করার ম্যান্ডেট ছিল; কিন্তু প্রকল্পের বাস্তবায়ন সহযোগী এনজিওর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, শ্যামনগর উপজেলার প্রকল্প এলাকার চিহ্নিত ৯৪ টি মুন্ডা পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩৮% পরিবার বসতবাড়ি -ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য সহযোগিতা পেয়েছে।

শ্যামনগর উপজেলার প্রকল্প ইউনিয়নে উপকারভোগীদের খানার বিস্তার						
উপজেলা	ইউনিয়ন	ওয়ার্ড	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণ			
			গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	বসতবাড়িতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ সুবিধা	না পাওয়ার কারণ
শ্যামনগর	বুড়িগোয়ালিনি	৪	বুড়িগোয়ালিনি	১১	০	বিকল্প পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে।
		৭	দাতিনাখালি	৩২	১১	২১ টি পরিবারে কারিতাস থেকে প্রাপ্ত ট্যাংক রয়েছে।
	গাবুরা	৫	পারশেমারি	১৩	০	সকলের কাছে কারিতাস থেকে প্রাপ্ত ট্যাংক রয়েছে।
		৭	ডুমুরিয়া	০৫	৪	১ টি পরিবারে কারিতাস থেকে প্রাপ্ত ট্যাংক রয়েছে।
	রামজাননগর	৯	কালিঞ্চি	৩০	২১	০৩ টি পরিবারের কাছে পানির ট্যাংক আছে, ০৬ টি পরিবার কমিউনিটির গভীর নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে।
	আটুলিয়া	৪	মাগুরাকুনি	০৩	০	NID কার্ডে হিন্দু উল্লেখ থাকায় উপকারভোগী হিসাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
সর্বমোট		৬টি ওয়ার্ড	৬টি গ্রাম	৯৪ টি পরিবার	৩৬ টি পরিবার	

আলোচনা সভায়, মুন্ডা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা প্রদত্ত ট্যাঙ্কগুলির ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। দিনমজুর এবং শ্রমিকদের সাধারণত বরাদ্দকৃত ২ লিটারের চেয়ে বেশি পানীয় জলের প্রয়োজন হয়। উপরন্তু, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য, শুষ্ক মৌসুম এখন দীর্ঘায়িত যার ফলে বর্ষা আসার অনেক আগেই সঞ্চিত বৃষ্টির জল শেষ হয়ে যেতে পারে, বিশেষত গ্রীষ্মকালে যখন পানির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তখন কোন জল সঞ্চিত থাকবে না। অংশগ্রহণকারীরা আরও জানিয়েছেন যে, গ্রীষ্মকালে পুকুরের জলের গুণমানও হ্রাস পায়, জলের স্তর নীচে নেমে যাওয়ার সাথে সাথে পানি ঘোলাটে এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ পানি খারাপ ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বছরব্যপী পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্টকে সুপারিশ করেছিল। একই সাথে মুন্ডা সম্প্রদায়ের বেকার যুবরা এখান থেকে পানি সংগ্রহ করে গৃহস্থালীতে সরবরাহ করে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে।

প্রচলিত জীবিকা ও পছন্দসই বিকল্প জীবিকা (Traditional Livelihood and Livelihood Choices)

ঐতিহ্যগতভাবে মুন্ডা সম্প্রদায় কৃষি কাজে দক্ষ। তারা ভারত থেকে এ অঞ্চলে এসে, বন পরিষ্কার করে চাষাবাদ শুরু করে। কৃষিকাজ ছাড়াও তারা নদী থেকে মাছ ধরে, সুন্দরবন থেকে কাঠ ও মধু সংগ্রহ করে এবং নদী থেকে চিংড়ির পোনা ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। মুন্ডারা ঝুড়ি বোনা এবং সেলাইয়ের কাজেও খুব পারদর্শী। এছাড়াও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সুন্দরবন থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের জন্য মুন্ডা জনগোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

আলোচনা সভায় উপস্থিত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা জানান, যাদের নিজস্ব জমি আছে তারা প্রধানত কৃষিজীবি। তবে যাদের নিজস্ব জমি নেই তারা কৃষি ও মৎস্য খামারে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। কৃষি কাজের জন্য তারা ধান চাষ করতে পছন্দ করে কারণ এটি কেবল তাদের কেবল খাদ্যই সরবরাহ করে না, গবাদি পশুর খাদ্য এবং জ্বালানী সংকটও সমাধান করে। মুন্ডা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল, মৌসুম আসলে তারা বন থেকে মাছ, মধু এবং কাঁকড়া সংগ্রহ করে। এছাড়াও তারা অন্যান্য ধরনের দিন মজুরী, যেমন: ভ্যান, ইজি বাইক চালানো ইত্যাদির সাথেও তারা জড়িত। অনেকের ছোটখাট ব্যবসা রয়েছে। এছাড়াও একটা অংশ শুষ্ক মৌসুমে ইটের ভাটায় কাজ করার জন্য অন্যত্র যায়।

জিসিএ প্রকল্প থেকে যে সকল জীবিকায় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে তার মধ্যে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, হাইড্রোপনিক, অ্যাকুয়াজিওপনিক এবং কাঁকড়া চাষ তাদের জন্য উপযুক্ত তবে সবজি চাষ বাদে বাকি জীবিকাগুলির জন্য মূলধন ও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন। এছাড়াও, তারা জানিয়েছে যে, প্রতিকূল পরিবেশের কারণে শ্যামনগরে তিল চাষ হয় না।

আলোচনায় মুন্ডা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জলবায়ু সহনশীল বিকল্প যে জীবিকাগুলির প্রস্তাব এসেছিল, সেগুলো হল: হস্ত ও কুটির শিল্প, সেলাইয়ের কাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা (যেমন: ছোট মুদিখানা, চায়ের স্টল) এবং যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ (যেমন মোবাইল ফোন, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, মোটরসাইকেল, ভ্যান, ইজিবাইক ইত্যাদি)।

এছাড়াও ইকো ট্যুরিজমকে তারা একটি আকর্ষণীয় বিকল্প জীবিকা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। মুন্ডা সম্প্রদায়ের হারাতে বসা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে, রিলিফ ইন্টারন্যাশনালের-ইউকে শ্যামনগরের কালিঞ্চি থানার অধীনে বসবাসকারী মুন্ডা সম্প্রদায়ের সাথে কাজ শুরু করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে, কারামুরা ম্যানগ্রোভ ভিলেজে ইকো কটেজ তৈরি করা হয়েছে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের ইকো-গাইড হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে একই সাথে যেমন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করা যাচ্ছে, সাথে সাথে স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষারও সুযোগ তৈরী হচ্ছে।

জেন্ডার বিষয়ক (Gender Issues)

মুন্ডা পরিবারগুলি পিতৃতান্ত্রিক যেখানে পরিবার প্রধান সাধারণত পরিবারের পুরুষ সদস্য হন। জমি এবং পারিবারিক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী প্রজন্মের পুরুষ সদস্যদের অধিকারে যায়। যদিও মুন্ডা পরিবারগুলির পুরুষ ও নারী উভয়েই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়, তারপরও নারীরা পারিবারিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বৈষম্যের শিকার হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লে তার ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয় এটা সেই জনপ্রিয় ধারণার বিপরীত। জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে চাইলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর সাথে সাথে, সামাজিক ও পারিবারিক আভ্যন্তরীণ কাঠামোর সংস্কার ও সচেতনতা বাড়নো গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনা সভায়, মুন্ডা নারীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিহ্নিত করেছেন যেখানে তাদের বৈষম্য শিকার হন:

- সম্পদের মালিকানা: জমি এবং পারিবারিক সম্পদ পরবর্তী প্রজন্মের পুরুষ সদস্যের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে যায় যদি না পরিবার প্রধান আগে থেকেই এটা হস্তান্তর করেন।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া: সাধারণত, পুরুষ সদস্যরা পরিবার প্রধান হন এবং তারা পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেন।
- পুষ্টি: পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীরাও বৈষম্যের শিকার হন। সাধারণত, পুষ্টিকর খাবার বিতরণে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং পুরুষ সদস্যদের খাওয়া শেষ হলে নারীরাও খাবার গ্রহণ করেন।

এছাড়া অংশগ্রহণকারীরা, মুণ্ডা সম্প্রদায়ে অ্যালকোহলের ব্যবহারকে নারী সহিংসতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিছু পুরুষ সদস্য অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে কাজ করে না এবং জোর করে পরিবারের নারী সদস্যদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে। অ্যালকোহল ছাড়াও, জমির

সংক্রান্ত বিরোধ নারী সহিংসতার আরেকটি বড় উদ্বেগের কারণ, যার ফলে নারীরা পুরুষ সদস্যদের দ্বারা যৌন নির্যাতন এবং হয়রানির মুখোমুখি হয়। যদিও মোড়ল এবং সমাজ প্রধান প্রধান সামাজিক বিরোধ মীমাংসা করেন, তবে নারীরা পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপারগুলো বাইরে প্রকাশ করেন না।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংগঠন (IP Organizations)

সুন্দরবন আদিবাসি মুন্ডা সংস্থা (সামস্), মুন্ডা সম্প্রদায়কে মূলধারার উন্নয়নে নিয়ে আসার জন্য ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পায়। প্রতিষ্ঠানটি মূরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী , দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন কিংবা সামাজিক ও আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করছে এমন জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে কাজ করছে। বর্তমানে তারা সাতক্ষীরা জেলার ৪টি উপজেলা: শ্যামনগর, তালা, আশাশুনি ও দেবহাটা এবং খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় কাজ করছে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Cultural Heritage)

মুন্ডাদের সংস্কৃতি তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তাদের ঐতিহ্য থেকে এসেছে। তাদের রচিত সংগীতে উঠে আসে তাদের ইতিহাস কিভাবে তারা বন পরিষ্কার করে এই অঞ্চলে কৃষি কাজ শুরু করেছিল সেই গল্প, রাঁচির পূর্বপুরুষদের প্রতি তাদের স্নেহ এবং ভালবাসা এবং কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার সময়ের অনুপ্রেরণা। তাদের সংগীতে বিভিন্ন সুর রয়েছে যা তারা সুদুর অতীত থেকে রাঁচিতে বহন করে এনেছিল।

মুন্ডাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তাদের নাচ, গান, লোকগাঁথা, বিভিন্ন উৎসব এবং আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অব্যাহত রয়েছে। তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ এবং সংরক্ষণের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই তাদের কৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে।

প্রকল্পের ঝুঁকি এবং প্রস্তাবিত নিরসন ব্যবস্থা (Validation of Project Risks and Proposed Mitigation Measures)

নথিতে চিহ্নিত ঝুঁকি এবং তার নিরসন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা সভায় আলোচনা করা হয়েছিল। সভায় অংশগ্রহণকারীরা ঝুঁকি এবং নিরসন ব্যবস্থাগুলির সাথে একমত হয়েছিলেন এবং নিম্নোক্ত ঝুঁকিটিকে পঞ্চম ঝুঁকি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছিলেন:

"তারা যে ভূমিতে বসবাস করছে, বিশেষ করে সরকারি মালিকানাধীন জমি প্রভাবশালীরা জোরপূর্বক দখল করে নিচ্ছে। প্রভাবশালীরা তাদের প্রভাব এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের নামে অফিসিয়াল রেকর্ড প্রস্তুত করছে। সরকারী রেকর্ড তৈরী হওয়ার পর তারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের জমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করছে"। নিরসন ব্যবস্থা হিসাবে তারা সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগগুলির (যেমন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বন বিভাগ ইত্যাদি) সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছিল যাতে তারা তাদের নামে জমির রেকর্ড পেতে পারে।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনা মূল্যায়ন (Validation of Proposed Plan)

আই পি পি ডকুমেন্টে উল্লেখিত প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়েছে এবং সভায় উপস্থিত সকলেই সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করেছেন।

সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা (Capacity Support)

শ্যামনগরে, সুন্দরবন আদিবাসি মুন্ডা সংস্থা (সামস্), ঋণ সহায়তা প্রদান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রান্তিক মুন্ডা পরিবারগুলির জন্য জীবিকার সুযোগ বাড়ানোর জন্য কাজ করছে। তাদের একটি ২৫ সদস্যের ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে যারা মুন্ডা গ্রামগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। এর পাশাপাশি, গ্রাম পর্যায়ে তাদের ৩ জন সদস্য বিশিষ্ট: মোড়ল, পাশ মোড়ল এবং নারী পাশ মোড়ল, একটি কাঠামো রয়েছে। ২০২১ সালে, ৩ জন সদস্যকেবিশিষ্ট এই ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করা হয়, যারা গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল এবং সামস্ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

মুন্ডা সম্প্রদায়কে জীবিকা এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য সামসকে আরও সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। আবার, প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের সক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকল্প থেকে নির্মিতব্য ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান বাইরের পৃথিবীর কাছে ছড়িয়ে দিতে সহায়ক হতে পারে।

প্রকল্পের GRM এবং FPIC প্রক্রিয়ায় মুন্ডাদের সম্পৃক্তকরণ (Engagement with Project GRM and FPIC Process)

অতীতে মুন্ডা জনগোষ্ঠীকে কোন প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সময় সম্পৃক্ত করা হয়নি। বিশেষ করে নারীদের প্রয়োজন বোঝার জন্য কখনও তাদের আলোচনা নেওয়া হয়নি। তারা ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেও খুব কম সময়েই তাদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ঘূর্ণিঝড় আইলা এবং আম্ফানের পরে, অনেক এনজিও তাদের প্রয়োজনের যথাযথ মূল্যায়ন না করেই তাদের সহায়তা দিতে এসেছিল। কোন প্রকল্পের নকশা এবং বাস্তবায়নে এই চর্চাটা সচরাচর করা হয়ে থাকে এবং এ প্রক্রিয়ায় মুন্ডা জনগোষ্ঠীর মুক্ত, স্বাধীন মতামত দেওয়ার কোন সুযোগ থাকে না।

শ্যামনগরে, মুন্ডা জনগোষ্ঠীর অনেক অভাব-অভিযোগ রয়েছে। তবে তাদের অভিযোগগুলি সমাধান করার জন্য যথাযথ কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। জিসিএ প্রকল্প প্রথমবারের মতো প্রকল্প সম্পর্কিত কার্যক্রমের অভিযোগগুলি সমাধানের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। In GCA project, the Grievance Redress Mechanism has been designed to be problem-solving mechanism with voluntary good-faith efforts. জিসিএ প্রকল্পের অংশ হিসাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের উত্থাপিত কোন উদ্বেগ কিংবা অভিযোগ নথিবদ্ধ করার জন্য একটি অভিযোগ রেজিস্টার স্থাপন করা হবে।

আলোচনা সভা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ: তাদের অভিযোগগুলি দায়ের এবং সমাধানের জন্য পিএমইউ-এর সুরক্ষা কর্মকর্তার সাথে গ্রাম পর্যায়ে মোড়লের সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

২. পরামর্শ সভা, কয়রা উপজেলা, খুলনা (Consultation Meeting, Koyra Upazila, Khulna)

স্থান: আদিবাসি মুন্ডা উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের অফিসের সভাকক্ষ, উত্তরবেদকাশি।

তারিখ: নভেম্বর ০৩, ২০২২ (সকাল ১০ টা – দুপুর ০১ টা)

জনমিতিক এবং জাতিগত তথ্য (Demographic Information and Ethnicity)

মুন্ডা সম্প্রদায় মুন্ডারি ভাষায় কথা বলে যারা ভারত থেকে অভিবাসী হয়ে বাংলাদেশে আসে। কালক্রমে মুন্ডারি ভাষা অন্যান্য উপভাষার সাথে মিশ্রিত হয়ে, সাদ্রিতে রূপান্তরিত হয় যা তারা মহাতো এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মত একই সাথে ব্যবহার করে। তাদের নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই, তাই তারা লেখার জন্য বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করে। তারা মূলধারার জনগোষ্ঠীর সাথে একত্রে বসবাস করে, তাই তাদের বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগই সাদ্রি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই সাবলীল, তবে আগের প্রজন্মের, বয়স্ক অনেকে এখনও বাংলায় সাবলীল নয়। এখন মূলধারার বাংলা ভাষার প্রবল চাপে স্কুলগামী শিশুদের মধ্যে সাদ্রি ভাষার চর্চা কমে যাচ্ছে।

উপজেলা	ইউনিয়ন	ওয়ার্ড	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণ	
			গ্রাম	পরিবার সংখ্যা
কয়রা	উত্তর বেদকাশী	৭	গাজীপাড়া	৩১
সর্বমোট		১ টি ওয়ার্ড	১ টি গ্রাম	৩১ টি পরিবার

জমির মালিকানা এবং ভূমি অধিকার (Legal Rights to Land Ownership and Access to Land)

কয়রার মুন্ডা সম্প্রদায়, শ্যামনগরের মত তাদের জমি রক্ষা করার ক্ষেত্রে বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছে, যদিও কয়রায় জিসিএ প্রকল্প এলাকার বেশিরভাগ লোকের মুন্ডা সদস্যের নিজস্ব জমি রয়েছে। ৩১ টির মধ্যে ০৭টি পরিবার খাস জমিতে বাস করে এবং তাদের নিজস্ব সম্পত্তি নেই।

তবে স্থানীয় প্রভাবশালীদের মধ্যে, মুন্ডাদের জমি অর্পিত সম্পত্তি দেখিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে দখল করে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। নিম্ন আদালতে এজন্য তারা কিছু মামলা দায়ের করেছে, যা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এখানকার মুন্ডাদের কয়েকজনের ছোট আকারের কৃষি জমি রয়েছে যা আকারে ছোট যা তারা কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার করে। আবার কেউ কেউ সেখানে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের আবাদ করে। তবে তাদের বেশিরভাগই এখন প্রায় ভূমিহীন, যে কারণে তাদের চাষবাসের জন্য খুব অল্পই জমি এখন অবশিষ্ট আছে।

পানীয় জলের ব্যবস্থা (Access to Drinking Water)

লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কয়রা উপজেলায় পানীয় জলের সংকট খুব তীব্র। কয়রা উপজেলার, ৯ টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬ টিতে মুন্ডা সম্প্রদায় বাস করে। তবে, শুধুমাত্র উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের গাজী পাড়া জিসিএ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকল্প এলাকায় ৩১ টি মুন্ডা পরিবার রয়েছে। তাদের মধ্যে ৬টি পরিবার বসতবাড়িতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য সহায়তা পায়নি।

শ্যামনগর উপজেলার মতো কয়রা উপজেলার মুন্ডা সম্প্রদায়ও, ২০০০ লিটার সংরক্ষিত পানি শুষ্ক মৌসুমের জন্য যথেষ্ট কিনা সে ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছে। তারা জানিয়েছে যে, সঞ্চিত জল রান্নার জন্য ব্যবহার করা হলে ২ মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। যেহেতু বৃষ্টির পানি দিয়ে রান্না করা খাবার, পুকুরের পানি দিয়ে রান্না করা খাবারের তুলনায় দীর্ঘ সময় ভাল থাকে, তাই তারা সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি দিয়ে রান্না করতে পছন্দ করে। যদিও জিসিএ প্রকল্প থেকে শুধুমাত্র খাবার পানির জন্য সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। ধরে পানীয় জলের অ্যাক্সেস সরবরাহ করতে এবং বাড়িতে জল বহন করার জন্য মহিলাদের সময় বাঁচানোর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে জিসিএ প্রকল্পে পানির সহযোগীতা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল, নারীদের পানি আনার সময় বাঁচানো যাতে তারা সেই বাঁচানো সময়টা জীবিকার কাজে ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে, নারীদেরকে যদি রান্নার পানি সংগ্রহ করার জন্য সময় ব্যয় করতে হয় তবে পানি সংগ্রহের জন্য সময় বাঁচানোর উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

উপজেলা	ইউনিয়ন	ওয়ার্ড	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণ			
			গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	বসতবাড়িতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ সুবিধা	না পাওয়ার কারণ
কয়রা	উত্তর বেদকাশী	৭	গাজীপাড়া	৩১	২৫	১) আনো রানী মুন্ডা: উপকারভোগীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ২) ভবানী মুন্ডা: উপকারভোগীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। খানা জরিপের সময় পরিবারটি বাদ পড়েছিল। ৩) বিলাসী রানী মুন্ডা: উপকারভোগীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ৪) অনিমা মুন্ডা: উপকারভোগীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ৫) গীতা রানী মুন্ডা: নিরাপত্তা জামানতের ৩০০০ টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। ৬) কৌশ্যলিয়া মুন্ডা: নিরাপত্তা জামানতের ৩০০০ টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই।

প্রচলিত জীবিকা ও পছন্দসই বিকল্প জীবিকা (Traditional Livelihood and Livelihood Choices)

কয়রার জিসিএ প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী বেশিরভাগ মুণ্ডা কৃষিকাজ কিংবা কৃষি জমি বা মাছের খামারে দিনমজুর হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও তারা অন্যান্য যে সকল কাজে নিয়োজিত তার মধ্যে রয়েছে: নদী ও খাল থেকে মাছ ও চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করা, ভ্যান চালানো, দিনমজুরি এবং ইটের ভাটায় কাজ করা। অনেকে জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল এবং সুন্দরবন থেকে মধু, মাছ ও কাঁকড়া সংগ্রহ করে। তবে তারা জানিয়েছে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি এবং খালে বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরার কারণে বন থেকে আয় অনেক হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় আইলায় বনের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণে বনে প্রবেশ সীমিত করা হয়। আইলার পরে তাদের বনে ঢোকার জন্য বন বিভাগ থেকে মৌসুমী পাস সংগ্রহ করতে হয়।

মুন্ডাদের নারী-পুরুষ উভয়েই জীবিকার জন্য বাড়ির বাইরে কাজ করে। আলোচনা সভায়, উপস্থিত মুন্ডা সদস্যরা জানিয়েছেন যে তাদের পছন্দের জীবিকা হল কৃষি এবং মাছ চাষ সম্পর্কিত কার্যক্রম। জিসিএ থেকে প্রস্তাবিত জীবিকা কার্যক্রমের মধ্যে তারা বসতবাড়িতে সবজি চাষ এবং অ্যাকুয়াজিওপনিককে বেছে নেবে। তবে জিসিএ প্রকল্পের অপর একটি কৃষি জীবিকা তিল চাষের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ নেই, কারণ তারা জানিয়েছে পরিবেশগত প্রতিকূলতার কারণে তাদের এলাকায় তিল চাষের কোনও সফল দৃষ্টান্ত নেই।

এছাড়া প্রকল্প প্রস্তাবিত জীবিকার বাইরে, তারা পছন্দসই বিকল্প জীবিকা হিসাবে ধান ও গম চাষ, গবাদি পশু পালন এবং হস্তশিল্পকে উল্লেখ করেছে। মুন্ডা সম্প্রদায়ের কিছু প্রান্তিক সদস্য শারীরিক অক্ষমতার কারণে কৃষিকাজে অংশ নিতে পারে না। তাদের জন্য ব্যাটারি চালিত ভ্যান বা ইজিবাইকে সহায়তা প্রদান করলে সহায়ক হবে।

জেন্ডার বিষয়ক তথ্য (Gender Issues)

- মুন্ডা নারীরা জানিয়েছেন যে তারা তাদের ছোট বাচ্চাদের বাড়িতে রেখে পানি সংগ্রহ করতে যেতে অনিরাপদ বোধ করেন কারণ বর্ষাকালে কিম্বা বাঁধ ভেঙে যখন চারপাশে তলিয়ে যায়, তখন বাচ্চারা পানিতে ডুবে যেতে পারে দুশ্চিন্তিত থাকেন।
- পুরুষরা যখন তাদের স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে দূরবর্তী কোন জেলায় কাজে যায়, সে সময়ে নারীরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান। কখনো কখনো তারা খাবার না খেয়ে দিন কাটান। অসুস্থ হলে তারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন না এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।
- নারীরা পুরুষদের তুলনায় একই কাজের জন্য সমপরিমাণ শ্রম দেওয়ার পরেও কম মজুরি পায় এবং বৈষম্যের শিকার হয়।
- মুন্ডা মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে, যার ফলে তাদের মধ্যে অপরিণত বয়সের সন্তান জন্মদান, মাতৃ মৃত্যুর হার, এবং প্রাক ও প্রসবোত্তর সমস্যাগুলির হার বেশি।
- কোভিড-১৯ এর কারণে, নারীদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, কারণ এসময় তারা বাঙালি সম্প্রদায়ের মাঝে কোনও কাজ খুঁজে পায়নি।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংগঠন (IP Organizations)

উত্তর বেদকাশীতে মুন্ডা সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের জন্য ২টি সমবায় সংস্থা কাজ করছে:

১। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড যা ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২। নৃতাত্ত্বিক সমবায় সমিতি লিমিটেড যা ২০১২-২০১৩ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এসব সংগঠনের প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে মুন্ডা সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা প্রদান করা ও জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Cultural Heritage)

মুন্ডা সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব ছিল কারাম পূজা যা নানারকম সীমাবদ্ধতা এবং অনুশীলনের অভাবে সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তারা অন্যান্য যে উৎসবগুলি উদযাপন করে তা হল: দীপাবলি পূজা, গোয়াল পূজা, নতুন পূজা, বুড়া-বুড়িয়া পূজা এবং দেলিয়া পূজা। যাইহোক, সময়ের সাথে সাথে এই উৎসবগুলির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং বর্তমানে তারা ৫টি উৎসব উদযাপন করেছে যা কয়েক বছর আগেও ৭টি ছিল।

প্রকল্পের ঝুঁকি এবং প্রস্তাবিত নিরসন ব্যবস্থা (Validation of Project Risks and Proposed Mitigation Measures)

নথিতে চিহ্নিত ঝুঁকি এবং তার নিরসন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা সভায় আলোচনা করা হয়েছিল। সভায় অংশগ্রহণকারীরা ঝুঁকি এবং নিরসন ব্যবস্থাগুলির সাথে একমত হয়েছিলেন।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনা মূল্যায়ন (Validation of Proposed Plan)

আই পি পি ডকুমেন্টে উল্লেখিত প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়েছে এবং সভায় উপস্থিত সকলেই সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করেছেন।

সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা (Capacity Support)

দুটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংগঠন (যেমন: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এবং নৃতাত্ত্বিক সমবায় সমিতি লিমিটেড) তাদের নিজস্ব ক্ষমতা এবং সম্পদ ব্যবহার করে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারি আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে তাদের আরও ভাল জ্ঞান থাকা উচিত এবং তাদের জমি ও অধিকার সুরক্ষার জন্য সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে ভাল সম্পর্ক থাকা উচিত। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প এবং বেসরকারী সেক্টরগুলির সাথে আরও ভালভাবে সংযুক্ত করা উচিত।

প্রকল্পের GRM এবং FPIC প্রক্রিয়ায় মুন্ডাদের সম্পৃক্তকরণ (Engagement with Project GRM and FPIC Process)

জিসিএ প্রকল্পটি Grievance Redress Mechanism (GRM) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু করেছে যেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠী প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের ক্ষোভ এবং অভিযোগ সরাসরি জানাতে পারে । অতীতে তাদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে কিন্তু তারা কোন অভিযোগ করে সুযোগ পাননি। মুন্ডা জনগণ জিসিএ প্রকল্প সম্পর্কে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন কারণ এটি তাদের প্রথমবারের মতো ক্ষোভ এবং অভিযোগ জানানোর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

GRM সম্পর্কিত আলোচনার সময় তারা একটি পৃথক ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছে (যেমন- তাদের নিজস্ব সংগঠনের অফিসে একটি অভিযোগ বাক্স রাখা বা গ্রাম পর্যায়ে GRM ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে গ্রামের মোড়লকে নিযুক্ত করা যার সঙ্গে PMU এর ফোকাল পয়েন্টের সরাসরি যোগাযোগ থাকবে)। যদিও বিদ্যমান ব্যবস্থাতে তাদের অভিযোগ জানানোর সুযোগ রয়েছে (যেমন ইউপি সচিবের কাছে, তথ্য অফিসারের (তথ্য আপা) কাছে, এনজিওর ফিল্ড অফিসে যেয়ে অভিযোগ বাক্সে অথবা সরাসরি ফোনে পিএমইউকে)

Annex 1: Attendance Sheet of the Consultation Meeting

United Nations Development Programme - UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous People

Attendance Sheet

Venue: Training room of Sundarban Adibasi Munda Sangstha (SAMS) Name of Upazila: Shyamnagar District: Satkhira Date: 2/11/2022

SN.	Name	Position	Mobile Number / Email	Signature
1	গোপালচন্দ্র মুন্ডা	সভাপতি সামস	০১৭৪০৯৭২৫০৯	গোপালচন্দ্র
2	নীলিমা মুন্ডা	সহ সভাপতি, সামস	০১৬২৭-৪৭৬১৩৩	নীলিমা
3	কৃষ্ণপদ মুন্ডা	নির্বাহী পরিচালক	০১৯১৪-২৭৪২৭৯	Kishnapada
4	[illegible]	কোষাধ্যক্ষ (সামস)	০১৯২৫-৬৭০৯৭০	[illegible]
5	নিলকান্ত মুন্ডা	সদস্য সামস	০১৯৪৭-৮৫০৪০১	নিলকান্ত মুন্ডা
6	হেমলা রানী মুন্ডা	সদস্য সামস	০১৯৫৬-৯৬৬৩২৭	হেমলা
7	তরুলতা রানী মুন্ডা	সদস্য সামস	০১৭৩৩৬৫৩৩৬২	তরুলতা
8	মনজিলা মুন্ডা	সদস্য সামস	০১৯৮৩-২২৩৬৫৬	মনজিলা
9	আনন্দীনি মুন্ডা	[illegible] সদস্য সামস	০১৯০৫-৬৮৭৪১২	আনন্দীনি
10	বাহামনি মুন্ডা	PIKCCRSCA - U.F SAMS	০১৯৩১-৫১৯৮৬৮	বাহামনি

United Nations Development Programme - UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous People

Attendance Sheet

Venue: Name of Upazila: District: Date:

SN.	Name	Position	Mobile Number / Email	Signature
11	কৌশল্যা রানী মুন্ডা	সদস্য আমস	০১৯১১-৮০৩৩০৩ (uncertain)	কৌশল্যা
12	তারক মুন্ডা	সদস্য আমস	০১৭১২৫৮৭৮৭০১ (uncertain)	তারক মুন্ডা
13	ভেকু মুন্ডা	সদস্য আমস	০১৭৭০-৩৫৭৫৮৩ (uncertain)	ভেকু মুন্ডা
14	তারাপদ মুন্ডা	সদস্য আমস	০১৭২৫-৩৮৭৮৭ (uncertain)	তারাপদ
15	তারাপদ মুন্ডা	ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর	০১৭৩৪-৬১৭৪৫১ (uncertain) sams.tarapada@gmail.com	Tarapada
16	লক্ষ্মী রানী মুন্ডা	সদস্য আমস	০১৯৩৫-৯২০১৮২৬ (uncertain)	লক্ষ্মী
17	পবিত্র ম. মুন্ডা	সদস্য আমস	০১৭৮২৮৭৯০৩০ (uncertain)	পবিত্র
18	ফনিন্দ্র মুন্ডা	সদস্য আমস	০১৯২১৪০২১৭৪ (uncertain)	ফনিন্দ্র
19	রাম প্রসাদ মুন্ডা	কো-অর্ডিনেটর	01920-759297	[illegible]
20	কাঞ্চন কুমার মুন্ডা	ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর	01918-780559	[illegible]

United Nations Development Programme - UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous People

Attendance Sheet

Venue: **Name of Upazila:** **District:** **Date:**

SN.	Name	Position	Mobile Number / Email	Signature
21	রমেশ কুমার মুন্ডা	সদস্য	01904-689990	[signature]
22	রা[illegible] মুন্ডা.	সদস্য.	01920-276896.	[signature]
23	আল্পনা মুন্ডা	সদস্য সমস্য	01723-163002	[thumbprint]
24	মোঃ জয়নাল আবেদীন	সেইফগার্ড স্পেশালিষ্ট	01711-983470	[signature]
25	কে এম ইফতেখারুল আলম	সেইফগার্ড অফিসার	01711409335	[signature]
26				
27				
28				
29				
30				

United Nations Development Programme - UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous People

Attendance Sheet

Venue: আদিবাসী মুন্ডা উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি অফিস　Name of Upazila: কয়রা　District: খুলনা　Date: ০৩/১১/২০২২

SN.	Name	Position	Mobile Number / Email	Signature
1	শ্যাম সুন্দর মুন্ডা	সদস্য	01928151618	[illegible]
2	কমলেশ মুন্ডা	সদস্য	019922310243	কোমলেশ
3	মহিতোষ মুন্ডা	UCA উপকারভোগীর পরিবার	01922019337	অহিতোষ
4	বিদ্যুৎ মুন্ডা	সদস্য	01912636814	বিদ্যুৎ
5	সারথী মুন্ডা	UCA, উপকারভোগী	01909380082	সারথী
6	অমিতা রানী মুন্ডা	UCA উপকারভোগী	01903297589	অমিতা
7	মিনা রানী মুন্ডা	UCA উপকারভোগী	01908101830	মিনা
8	সবিতা মুন্ডা	UCA উপকারভোগী	01735253915	সবিতা
9	ভারতী মুন্ডা	UCA উপকারভোগী	01904130030	ভারতী
10	অনিমা মুন্ডা	UCA উপকারভোগী	01905753754	অনিমা

United Nations Development Programme - UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous People

Attendance Sheet

Venue: **Name of Upazila:** **District:** **Date:**

SN.	Name	Position	Mobile Number / Email	Signature
11	পানপতি মুন্ডা	GCA উপকারভোগী	01957570092	পানপতি
12	অলাশি মুন্ডা	GCA উপকারভোগী	01995774431	অর্শিতা
13	রেবতী মুন্ডা	GCA উপকারভোগী	01971204885	রেবতী
14	জয়ন্তী মুন্ডা	GCA উপকারভোগী	01909419128	জয়ন্তী
15	যমিতা মুন্ডা	GCA উপকারভোগী	01928031371	যমিতা
16	শিখারানী মুন্ডা	GCA উপকারভোগী	01922318345	শিয়ালী
17	নিলীমা মুন্ডা	GCA উপকারভোগী	01922318345	নিলিমা
18	দয়েদেব মুন্ডা	GCA উপকারভোগীর পরিবার	01916989748	জয়দেব
19	রনজিত মুন্ডা	GCA উপকারভোগীর পরিবার	01935774431	রনজিত
20	বিমান মুন্ডা	GCA উপকারভোগীর পরিবার	01908101830	বিমান

United Nations Development Programme - UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous People

Attendance Sheet

Venue: **Name of Upazila:**   **District:**   **Date:**

SN.	Name	Position	Mobile Number / Email	Signature
21	ইন্দ্রজিত মুন্ডা	সদস্য	01961106080	ইন্দ্রজিৎ মুন্ডা
22	নিখিল মুন্ডা	GCA উপকারভোগী পরিবার	01934251491	নিখিল মুন্ডা
23	কার্তিক মুন্ডা	GCA উপকারভোগী পরিবার	01995684471	কার্তিক মুন্ডা
24	বিশমতি রানী মুন্ডা	GCA উপকারভোগী	01982669798	বিশমতি
25	লক্ষ্মী রানী মুন্ডা	GCA উপকারভোগী	01950773545	লক্ষ্মী
26	স্বপ্না বালা	WF	01998718684	Swapna
27	মাহবুবার হোসেন	প্রকল্প ব্যবস্থাপক GCA-CNRS-	01718-328120	03/11/2022
28	রিয়াজ আহমেদ	মনিটরিং অফিসার GCA-CNRS	01710-121537	রিয়াজ
29	রানী বালা মুন্ডা	GCA উপকারভোগী	—	রানী
30	অনিতা মুন্ডা	GCA উপকারভোগী	01995776431	অনিতা

United Nations Development Programme - UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous People

Attendance Sheet

Venue: **Name of Upazila:** **District:** **Date:**

SN.	Name	Position	Mobile Number / Email	Signature
31	দয়াল মুন্ডা	সদস্য	01918825440	[signature]
32	অনজীত মুন্ডা	ডাকে বাঁধনের ভোলার পারির	01982627415	[signature]
33	মো: জয়নাল আবেদীন	সেইফগার্ড কোঅর্ডিনেটর	01711-983470	[signature]
34	কে এম ইমতেখারুল আলম	সেইফগার্ড অফিসার	01711409335	[signature]
35				
36				
37				
38				
39				
40				

পরিশিষ্ট ২: পরামর্শ সভার ছবি

শ্যামনগর উপজেলায় পরামর্শ সভা

Large Group Discussion: co-facilitating by Munda girl (she is our field staff assigned for the same community)

Small Group Discussions

অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি

কয়রা উপজেলায় পরামর্শ সভা

Large Group Discussion: co-facilitating by Munda girl (she is our field staff assigned for the same community)

Large Group Discussion

সংযুক্তি ৪: আইপিপির খসড়া প্রণয়নে মুন্ডা সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা (Engagements in the context of drafting IPP)

FPIC রিপোর্টের সারাংশ (Summary of FPIC Reports)

২০২২ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর, PMU থেকে সেইফগার্ড টিম ৭টি মুন্ডা গ্রামের প্রতিটিতে মুন্ডা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে মতামত চাওয়ার জন্য মুন্ডা সম্প্রদায়ের প্রদত্ত সময়ে FPIC পরামর্শ সভা পরিচালনা করেছে (মোট ৬টি সভা করেছে, মাগুরাকুনি গ্রামের অংশগ্রহণকারীরা বুড়িগোয়ালিনি গ্রামের সভায় উপস্থিত ছিলেন)। আলোচনার সুবিধার্থে একটি চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আলোচনা থেকে আরও ভাল ফলাফলের জন্য সংশ্লিষ্ট মুন্ডা সম্প্রদায়ের একজন স্থানীয় অনুবাদক (যিনি প্রকল্পের ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে কাজ করছেন) নিযুক্ত ছিলেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে যে আলোচনা ও তথ্যসমূহ নথিভুক্ত করা হয়েছিল-

ক। কোন এবং/অথবা কি (i) জীবিকা সহায়তা উপপ্রকল্প এবং (ii) বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা (RWHS) মুন্ডা সম্প্রদায় পছন্দ করে এবং বর্তমান ডিজাইনে কোন পরিবর্তন করা উচিত কিনা ইত্যাদি

খ। কোনো জীবিকার উপ-প্রকল্প এবং RWHS তাদের জমি, সম্পদ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্থান এবং/অথবা পৈতৃক জমিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে কিনা

গ। প্রতিটি জমি ব্যবহারের জন্য মুন্ডাদের এই উপ-প্রকল্প এবং RWHS -তে সম্মতি আছে কি না এবং/অথবা এই সম্মতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন শর্ত আছে কিনা

ঘ। মুন্ডা পরিবারগুলি স্বেচ্ছায় পরিবারভিত্তিক বৃষ্টির জল সংগ্রহের সুবিধার জন্য অংশীদারিত্ব ফি বাবদ ৩০০০ টাকা অগ্রিম দিতে এবং কমিউনিটি/প্রতিষ্ঠান/পুকুর ভিত্তিক ব্যবস্থার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা নির্ধারিত মাসিক ফি প্রদানে সম্মত ছিল কিনা

ঙ। ভবিষ্যতে পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনশগ্রহনের প্রক্রিয়া, পছন্দের উপায়গুলি কি কি

চ। কিভাবে মুন্ডারা ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চায় তার পদ্ধতি (এক বা একাধিক প্রতিনিধিকে যৌথ সভায় পাঠানো, আলাদা মিটিং করা ইত্যাদি)

ছ। প্রস্তাবিত অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং/অথবা মুন্ডা গ্রামের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অভিযোগ নিরসন করার জন্য প্রস্তাবিত লোকেদের নাম

জ। আইপিপি বাস্তবায়নে পছন্দের পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা সম্পর্কে মতামত, এবং

ঝ। খসড়া আইপিপি সম্পর্কে তাদের মতামত এবং খসড়া আইপিপিতে তাদের সম্মতি প্রদান করার আগে কোন পরিবর্তন করা দরকার কিনা।

মুন্ডা সম্প্রদায় জানিয়েছে যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম তাদের জীবন বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে না। বরং এটি তাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে কারণ তারা পানীয় জলের সুযোগ পাচ্ছে, বিকল্প জীবিকার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং পুষ্টিকর খাবার ও শাকসবজি গ্রহনে সুযোগ পাচ্ছে। তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবিকার অভ্যাস ছিল ধান চাষ, বনাঞ্চলের মধ্যে নদী ও খালে মাছ ধরা, দিনমজুরি করা এবং সুন্দরবন থেকে শিকার করা। নোনা পানির অনুপ্রবেশ মাটি ও পানির গুণমানকে প্রভাবিত করছে এবং জীবিকার বিকল্পগুলিকে হ্রাস করছে। সবজি, ফল, ধান, গবাদি পশুর খাদ্য ও হাঁস-মুরগি পালনের ভালো ফলনের জন্য লোনা পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

মাছ চাষ ও কৃষি কার্যক্রমের প্রধান চ্যালেঞ্জ হল সুপেয় পানির অভাব এবং কৃষি জমির অভাব। মুন্ডা সম্প্রদায় পিতৃতান্ত্রিক। যাইহোক, ঐতিহ্যগতভাবে পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। নারী-পুরুষ উভয়েই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। নারীদের বাইরে কাজ করতে কোনো বাধা নেই। তবে পুরুষ সদস্যরা বাইরের কাজে এবং মহিলারা গৃহস্থালির কাজে বেশি নিয়োজিত।

অর্থপ্রদান সংক্রান্ত সমস্যাগুলি ২০২১ সালের নভেম্বরে মুন্ডা সম্প্রদায় এবং তাদের নিজ নিজ মড়ল এবং পাশ মড়লের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। মুন্ডা পরিবারগুলি স্বেচ্ছায় পরিবারভিত্তিক বৃষ্টির জল সংগ্রহের সুবিধার জন্য অংশীদারিত্ব ফি বাবদ ৩০০০ টাকা অগ্রিম দিতে এবং কমিউনিটি/প্রতিষ্ঠান/পুকুর ভিত্তিক ব্যবস্থার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা নির্ধারিত মাসিক ফি প্রদানে সম্মত ছিল। FPIC পরামর্শের সময়, মুন্ডা সম্প্রদায় তাদের সম্মতি এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি Morol, Pash Morol এর সাথে কমিউনিটির সদস্যরা একসাথে আলোচনা করে নেয়। বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমাজের পুরুষ সদস্যদের দ্বারা নেওয়া হয়। অভ্যন্তরীণ কোনো বিরোধ থাকলে বিষয়টি তারা মোড়লকে জানাতে চান। লিঙ্গ হয়রানি বা বৈষম্য বা যেকোন লিঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে তারা প্রথমে নারী পাশ মোড়লকে এবং পরে মোড়লকে জানাতে চায়। মোড়ল বা নারী পাশ মোড়ল সরাসরি পিএমইউ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করবে।

সভা - ১

<u>স্টেকহোল্ডার পরামর্শ / এফপিআইসি প্রতিবেদন</u>

অবস্থান: *গ্রাম-কালিঞ্চি, ওয়ার্ড নং-৯, ইউনিয়ন-রমজাননগর, উপজেলা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা*

তারিখ: *ডিসেম্বর ০৭, ২০২২*

সময়: *সকাল ১১:৩০- দুপুর ১:৩০*

দৈর্ঘ্য: *২ ঘন্টা*

স্থান: *গোপাল মুন্ডার বাড়ীর উঠান, গ্রাম-কালিঞ্চি, ইউনিয়ন-রমজাননগর, উপজেলা-শ্যামনগর*
(নাম, পদবি, যোগাযোগের বিবরণ)

সভার আয়োজক: সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজের (সিএনআরএস, আরপি-এনজিও) ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর অর্পণা মুন্ডা; গ্রাম- কালিঞ্চি, ওয়ার্ড নং: ৯, ইউনিয়ন-রমজাননগর, উপজেলা-শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, মোবাইল নং: ০১৯১৬৩০২৯৮৩

আলোচক : স্বরন চৌহান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, জিসিএ প্রকল্প, সিএনআরএস, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৩ ৪৮৮২৬৬

সঞ্চালক: মোঃ জয়নাল আবেদীন, সেফগার্ড স্পেশালিস্ট, জিসিএ প্রকল্প, ইউএনডিপি, মোবাইল নম্বর: ০১৭১১ ৯৮৩৪৭০

সাচিবিক কার্যক্রম (নোট গ্রহণ): বাসুদেব কুমার দাস, রমজাননগর ইউনিয়নের ইউনিয়ন সুপারভাইজার, জিসিএ প্রকল্প, সিএনআরএস, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৮৪৪৯১৩৮

অনুবাদক: অর্পণা মুন্ডা, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, জিসিএ প্রজেক্ট, সিএনআরএস [গ্রাম- কালিঞ্চি, ওয়ার্ড নং-৯। : ইউনিয়ন-রমজাননগর, উপজেলা-শ্যামনগর, সাতক্ষীরা] সেল নং: ০১৯১৬৩০২৯৮৩

সভায় ব্যবহৃত ভাষা: বাংলা এবং সাদ্রি (মুন্ডা ভাষা)

কখন আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল: ৫ ডিসেম্বর, ২০২২ দুপুর ২ - ৩ টার মধ্যে

অংশগ্রহণকারীদের কীভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল: জিসিএ প্রকল্পের সমস্ত সুবিধাভোগী যারা এই গ্রামে বসবাস করে ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সম্প্রদায়ের তাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

ভূমিকা

অনুগ্রহ করে নীচের নির্দেশনা অনুসরণ করুন - এমনকি যদি প্রকল্পটি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়।

- ☐ বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ প্রকল্পের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার উদ্দেশ্য উপস্থাপন (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার নিয়মাবলী সম্পর্কিত চুক্তি *(কমিউনিটিকে জিজ্ঞাসা করুন- উদাঃ: অংশগ্রহণ স্বেচ্ছাসেবী / প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত যেন প্রকাশ করতে পারে। কথা না বলে বা বাঁধা না দিয়ে তারা কী বলে তা যেন সবাই শুনতে পারে, সেটা নিশ্চিত করুন ... এই নিয়মগুলি কমিউনিটি থেকে আসা উচিত)*

অংশগ্রহণকারী: সভায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের (মুন্ডা) মধ্যে থেকে জিসিএ প্রকল্পের সুবিধাভোগী ২৭টি পরিবার থেকে ২৭ জন সদস্য অংশ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ২৬ জন নারী এবং ১ জন পুরুষ ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা সকলেই শ্যামনগর উপজেলার রমজাননগর ইউনিয়নের কালিঞ্চি গ্রামের, , বাসিন্দা।

আলোচনার বিষয়বস্তু

আলোচক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য / প্রশ্নের উত্তর	কমিউনিটির প্রকাশিত মতামত (এমনকি একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী হলেও)
প্রকল্প কার্যক্রম এবং পরবর্তী ঝুঁকি	*মৎস্য চাষ এবং কৃষি কার্যক্রমের প্রধান চ্যালেঞ্জ হল বিশুদ্ধ জল এবং কৃষি জমির অভাব।*

ভূমি অধিকার এবং ভূমিতে প্রবেশাধিকার	*মুন্ডা সম্প্রদায় ভারতের রাঁনচি থেকে এসেছে। বন পরিষ্কার ও চাষাবাদের জন্য তাদের বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে নিয়ে আসা হয়। ০৬টি পরিবার ছাড়া বাকি রা খাস জমিতে বসবাস করছে। তাদের নিজস্ব জমি নেই। তারা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে (সরকারি মালিকানাধীন) খাস জমিতে বসবাসের জন্য ৫০ টাকা করে ভাড়া দেয়।*
ঐতিহ্যগত জীবিকা ও পছন্দসই জীবিকা	*মুন্ডা সম্প্রদায় প্রধানত ধান চাষ করে, নদী ও খাল থেকে মাছ ধরে, দিন মজুরি করে ও সুন্দরবন থেকে শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত।* *জিসিএ প্রকল্পের জীবিকা সমূহের মধ্যে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, অ্যাকুয়াজিওপোনিক এবং হাইড্রোপোনিক চাষকে তারা অগ্রাধিকার দিয়েছে।* *প্রকল্পের জীবিকা সমূহের বাইরে তারা অগ্রাধিকার প্রদান করেছে : ধান চাষ, সবজি বাগান এবং গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগি পালন।*
জেন্ডার সম্পর্কিত	*মুন্ডা সম্প্রদায় প্রধানত পুরুষ প্রধান। ঐতিহ্যগতভাবে পরিবারের পুরুষ এবং নারী সদস্য পারস্পরিক আলোচনার পরে একসাথে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নারী ও পুরুষ উভয়েই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। মহিলাদের বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ নেই। তবে পুরুষ সদস্যরা বাইরের কাজে বেশি নিয়োজিত এবং নারীরা গৃহস্থালির কাজে বেশি নিয়োজিত থাকেন।* *কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি মোড়ল, পাশ মোড়লের সাথে কমিউনিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করে একসাথে নেওয়া হয়। কমিউনিটির বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পুরুষ সদস্যরা নিয়ে থাকেন। নারীরা সাধারণত এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন।*
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	*বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং রায় মোড়ল, পাশ মোড়ল এবং নারী পাশ মোড়ল থেকে আসে। তারা সাধারণত যে কোন দ্বন্দ্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমাধান করে। তিন মাস আগে সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংস্থা (সামস) নামে একটি এনজিওর সহায়তায় ৫টি গ্রামের জন্য একটি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৈরি করে। এতে রয়েছে: রাজা, মন্ত্রী ইত্যাদি পদ। পারশেমারী, বুড়িগোয়ালিনী ও গাবুরা নিয়ে একটি পঞ্চায়েত, অন্যদিকে ভেটখালী, কালিঞ্চি ও তারানীপুর নিয়ে আরেকটি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠিত।*
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	*মুন্ডা সম্প্রদায় বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত: ১) কৌরিয়া, ২) তিরকিয়া, ৩) ফেরকাটা, ৪) ভুতকুরা, ৫) রাজপুত, ৬) কচ্ছপ / কচুয়া, ৭) টুটি, ৮) হাস-ওরা। বিভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন জীবিকার অনুশীলনে নিযুক্ত।* *মুন্ডা সম্প্রদায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং উৎসবে হাড়িয়া পান করে। যদিও এটি মূলধারার সম্প্রদায়ের রীতিনীতির সাথে সাংঘর্ষিক, তবুও তারা তাদের কাছ থেকে কোনও সমস্যার মুখোমুখি হয়নি।*
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার	*মুন্ডা সম্প্রদায় সাদ্রি ভাষায় কথা বলে। বর্তমানে তাদের ভাষা বাংলা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং এর সাথে মিশে গেছে। যেহেতু সাদ্রির কোন বর্ণমালা নেই, এবং কোন লিখিত বই নেই ও স্কুল, কলেজ এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার নেই, তাই ভাষাটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এমনকি প্রতিবেশীদের সঙ্গেও তারা এই ভাষায় কথা বলতে পারে না। তারা শুধু নিজেদের মধ্যে এই ভাষায় কথা বলতে পারে। তাদের ভাষার সাথে সাথে সংস্কৃতি, রীতিনীতিও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এমনকি তাদের খাদ্যাভ্যাসও পাল্টে গেছে। আগে তারা শামুক, ইঁদুর, কাঁকড়া, শুকরের মাংস ইত্যাদি খেতেন, যা তারা এখন আর খায় না। তাদের পুরানো প্রজন্মকে খাদ্যাভ্যাসের কারণে অন্যরা হেয় প্রতিপন্ন করত, তাই ধীরে ধীরে তারা সেখান থেকে সরে যাচ্ছে।*
সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব	*মুন্ডা সম্প্রদায় জানিয়েছে যে জিসিএ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের জীবন বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর নেতিবাচকভাবে কোন প্রভাব পড়ছে না। বরং এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে কারণ তারা পানীয় জলের সুবিধা পাচ্ছেন, বিকল্প জীবিকা অনুশীলনের কারণে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পুষ্টিকর খাবার এবং শাকসব্জি পাচ্ছেন।* *লবণাক্ত জলের অনুপ্রবেশের ফলে জলের গুণমান প্রভাবিত হচ্ছে এবং জীবিকার বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম কমে আসছে। শাকসবজি, ফলমূল, ধান, গবাদি পশুর খাদ্য ও হাঁস-মুরগি পালনের ভালো ফলনের জন্য লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।*

প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সুবিধার কোন বৈষম্য?	*বসত বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা তাদের ভোগান্তি হ্রাস করেছে। উপরন্তু, এটি দূর থেকে জল সংগ্রহের জন্য তাদের সময় এবং প্রচেষ্টা সাশ্রয় করার পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করছে।* *যেহেতু তারা মূলধারার সম্প্রদায়ের সাথে একীভূত হয়েছে তাই তাদের কাজের সুযোগ বেড়েছে, , কমুউনিটির ইভেন্টগুলিতে আমন্ত্রণ পাওয়া বেড়েছে, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে একসাথে থাকার সুযোগ বেড়েছে।* *এই প্রকল্পের নারী উপকারভোগীরা জীবিকা নির্বাহের কাজে অংশ নিতে তাদের পরিবারে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হননি। বরং এটি লিঙ্গ বৈষম্য কমাতে সাহায্য করেছে । উপকারভোগীরা যখন জীবিকার কাজে অংশ নিতে বাইরে যান, তখন তারা কোনও বাঁধার সম্মুখীন হন না।* *জিসিএ প্রকল্প থেকে সুবিধাভোগীরা প্রশিক্ষণ, জীবিকা কার্যক্রমের জন্য ইনপুট সহায়তা, পানীয় জলের সমাধান এবং গ্রুপে কাজ পেয়েছে যা তাদের নেতৃত্বের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করেছে।*
ভূমি ব্যবহার, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা	*মুন্ডা সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি এবং মূল্যবোধ অনুসরণ করত। কালীপূজা, মুরগি পূজা, বুড়া-বুড়ি পূজা, হাড়িয়া পূজা, মনসা পূজা, পাহাড়ি পূজা, মাটি পূজার আয়োজন করা হতো। বর্তমানে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতির সাথে একীভূত হয়েছে।*
গোপনীয় বিষয়	*মূলধারার সম্প্রদায়ের সাথে মুন্ডা সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের কারণে ডাব্লুউএলজি গ্রুপগুলি বাঙালি সম্প্রদায়ের সাথে গঠিত হয়েছে। তবে তারা মনে করেন যে ডাব্লুউএলজিগুলি যদি শুধু মুন্ডা সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় তবে এটি তাদের আরও ভাল সাফল্য এবং ভবিষ্যতের স্থায়িত্বের জন্য সহায়তা করবে এবং তারা গোষ্ঠীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ বৈষম্য এড়াতে সক্ষম হবে।*

কিভাবে সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল?

মোড়ল, নারী পাশ মোড়ল এবং সমস্ত সুবিধাভোগী সভায় উপস্থিত ছিলেন। তারা তৎক্ষণাৎ তাদের মৌখিক সম্মতি প্রদান করেন এবং কমিউনিটির পক্ষ থেকে মোড়ল তাদের লিখিত সম্মতি সভার প্রতিবেদনের বাংলা সংস্করণে স্বাক্ষর করবেন।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

তারা অভিযোগগুলি স্থানীয় প্রতিনিধিদের জানাতে চায়। অভ্যন্তরীণ কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দিলে বিষয়টি মোড়লকে জানাতে চায়। যৌন হয়রানি বা জেন্ডার সংক্রান্ত কোন সমস্যার ক্ষেত্রে, তারা প্রথমে নারী পাশ মোড়লকে এবং তারপরে মোড়লকে অবহিত করতে চায়। মোড়লকে বা নারী পাশ মোড়লকে সরাসরি পিএমইউ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করবেন।

এফপিআইসি প্রক্রিয়া

তারা তাদের গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির (মোড়ল, পাশ মোড়ল এবং নারী পাশ মোড়ল) মাধ্যমে সম্মতি দিতে চান। গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি পানীয় জল এবং জীবিকার কার্যক্রমের মাধ্যমে নিয়মিত ব্যবসার জন্য প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ রাখবে তবে অন্যান্য বিষয় (যেমন জমির অধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদি) মোকাবেলার জন্য তারা সুন্দরবনের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংগঠনের (এসএএমএস) সিএসও-এর মাধ্যমে যেতে পছন্দ করে।

অতিরিক্ত মন্তব্য

যেহেতু, তাদের সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাই তারা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক দল গঠন করেছে যারা তাদের যে কোন ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে মুন্ডা গান এবং নৃত্য পরিবেশন করেন। সাংস্কৃতিক দলটি কিছু গান রচনা করেছে যা তাদের দীর্ঘ ইতিহাসকে প্রতিফলিত করে, প্রাথমিক বসতি থেকে শুরু করে কীভাবে তারা বন পরিষ্কার করে এবং কৃষিকাজ শুরু করে, কীভাবে তারা তাদের জমি এবং অধিকার হারাচ্ছে ইত্যাদি।

অংশগ্রহণকারী

①

United Nations Development Programme – UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date: 7/12/2022

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
1	সুজাতা মুন্ডা	F	২৬	গৃহিনী	কালিন্দী	০১৭৫৮২২৭৬৪৬	সুজাতা
2	পূর্নিমা মুন্ডা	F	২৯	"	"	০১৯০-৯৭১৩৯২	পূর্নিমা
3	সেফালী মুন্ডা	F	২৯	দিনমজুরী	"	01968-932399	সেফালী
4	নমিতা মুন্ডা	F	৪০	গৃহিনী	"	০১৭৩৬-৯৩১৭৫৭	নমিতা
5	অরুনা মুন্ডা	F	৫৫	দিনমজুরী	"	01903-872965	[illegible]
6	বিনোদিনী মুন্ডা	F	৩০	"	"	01772-085094	বিনোদিনী
7	বিথীকা মুন্ডা	F	২৫	"	"	০১৯০৪-[illegible]	বিথীকা
8	রুনু বালা মুন্ডা	F	৪৫	দিনমজুরী	"	০১৭৬১-৮৬৬৪২৫	রুনু
9	অমিতা মুন্ডা	F	২৮	গৃহিনী	"	০১৯৫০-১১৮৩৫৪	অমিতা
0	ভাদ্রী মুন্ডা	F	৩২	"	"	০১৯০৮-২৫২৮৪৭	ভাদ্রী
11	শ্যামলী মুন্ডা	F	২৮	"	"	০১৭৩১২৪৪৮৭৭	শ্যামলী

United Nations Development Programme – UNDP
Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date: 7/12/2022

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
12	বনবাসী মুন্ডা	F	৫০	দিনমজুরী	কালিন্তী	০১৭৪০৭০৫৩৭৭	বনবাসী
13	নিরিবালা মুন্ডা	F	৬১	,,	,,	০১৯১৪৪১৪০৫৭	নিরি
14	ববিতা মুন্ডা	F	২৪	দিনমজুর	,,	০১৪৬৯-২৬২৪২১	ববিতা
15	ববিতা মুন্ডা	F	৪৫	,,	,,	০১৯ ৩১৬৬৬৩৬	ববিতা
16	কমলা মুন্ডা	F	৪০	দিনমজুরী	,,		কমলা
17	রত্না মুন্ডা	F	৫০	,,	,,	০১৭২৭-১৬২৮৬১	রত্না
18	বিনোদিনী মুন্ডা	F	৩২	,,	,,	০১৯০৪৯৩৩৪৭৬	বিনোদিনী
19	কমলা মুন্ডা	F	৪০	,,	,,		কমলা
20	মুনজুরী মুন্ডা	F	৪০	,,	,,		মুনজুরী
21	ছন্দা মুন্ডা	F	২৭	গৃহিনী	,,		ছন্দা
22	শর্মিষ্ঠা মুন্ডা	F	২২	,,	,,	০১৯৪৩-২৩৭৯০৭	শর্মিষ্ঠা
23	সন্ধ্যা রানী মুন্ডা	F	৪৫	দিনমজুরী	,,		সন্ধ্যা

United Nations Development Programme – UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date: 7/12/2022

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
24	সুনিতা মুন্ডা	F	২২	গৃহিনী	কালিকী	০১৭৪৪৯ ৬১৬৬৩৪৬	সুনিতা
25	দিপালী রানী মুন্ডা	F	৪৫	দিনমজুর	"	০১৯১০৬০২৪৮৩	দিপালী
26	রিমা মুন্ডা	F	১৫	"	"	০১৭৪০[illegible]৭৪২৬৬	রিমা
27	রনজিত মুন্ডা	M	৬৫	"		01962-232322	রনজিত মুন্ডা
28	বাসুদেব কুমার দাস	M	৩৯	US, বুড়িগোয়ালিনী	"	01718449138	[illegible]
29	মোঃ মোস্তাফিজুর মাহমুদ	M	৪২	US [illegible]		01715951580	[illegible]
30	অর্পনা মুন্ডা	F	25	WF রমজাননগর		01916302983	অর্পনা
31	স্বপন কুমার [illegible]	M	৫২	CNRS	Shyamnagar	01713488266	[illegible]
32	মোঃ জয়নাল আবেদিন	M	৫০	Safeguard Specialist UNDP	খুলনা	01 711 983470	[illegible]
33							
34							

প্রাসঙ্গিক ছবিসমূহ

সভা - ২

স্টেকহোল্ডার পরামর্শ / এফপিআইসি প্রতিবেদন

অবস্থান: *গ্রাম-বুড়িগোয়ালিনী, ওয়ার্ড নং : ৪, ইউনিয়ন-বুড়িগোয়ালিনী, উপজেলা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা*

তারিখ: *ডিসেম্বর ০৭, ২০২২*

সময়: *বিকাল ৩:০০ - ৫:৩০*

দৈর্ঘ্য:*২:৩০ ঘন্টা*

স্থান: *মুন্ডা ব্যারাক, গ্রাম - বুড়িগোয়ালিনী, ইউনিয়ন - বুড়িগোয়ালিনী, উপজেলা - শ্যামনগর, জেলা - সাতক্ষীরা*
(নাম, পদবি, যোগাযোগের বিবরণ)

সভার আয়োজক: সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজের (সিএনআরএস, আরপি-এনজিও) ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর: অবিন্তা ইকরা; গ্রাম- কলবাড়ী, ওয়ার্ড নং: ৪, ইউনিয়ন - বুড়িগোয়ালিনী, উপজেলা - শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, মোবাইল নম্বর: ০১৯৪৮ ৪৭২৩২৪

বক্তা: শেখ মুশতাক মাহমুদ, ইউনিয়ন সুপারভাইজার, জিসিএ প্রকল্প, সিএনআরএস, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫ ৯৫১৫৮০

সঞ্চালক: মোঃ জয়নাল আবেদীন, সেফগার্ড স্পেশালিস্ট, জিসিএ প্রকল্প, ইউএনডিপি, মোবাইল নম্বর: ০১৭১১ ৯৮৩৪৭০

সাচিবিক কার্যক্রম (নোট গ্রহণ): শেখ মুশতাক মাহমুদ, ইউনিয়ন সুপারভাইজার, জিসিএ প্রকল্প, সিএনআরএস, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫ ৯৫১৫৮০

অনুবাদক: অর্পণা মুন্ডা, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, জিসিএ প্রজেক্ট, সিএনআরএস [গ্রাম- কালিঞ্চি, ওয়ার্ড নং: ৯ ইউনিয়ন-রমজাননগর, উপজেলা-শ্যামনগর, সাতক্ষীরা] মোবাইল নম্বর: ০১৯১৬ ৩০২৯৮৩

সভায় ব্যবহৃত ভাষা: বাংলা এবং সাদ্রি (মুন্ডা ভাষা)

কখন আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল: ৫ ডিসেম্বর, ২০২২ সকাল ১০ টায়।

অংশগ্রহণকারীদের কীভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল: জিসিএ প্রকল্পের সমস্ত সুবিধাভোগী যারা এই গ্রামে বসবাস করে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

ভূমিকা

অনুগ্রহ করে নীচের নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন - এমনকি যদি প্রকল্পটি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়।

- ☐ বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ প্রকল্পের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার উদ্দেশ্য উপস্থাপন (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার নিয়মাবলী সম্পর্কিত চুক্তি *(কমিউনিটিকে জিজ্ঞাসা করুন- উদাঃ: অংশগ্রহণ স্বেচ্ছাসেবী / প্রত্যেকে তাদের প্রকাশ করতে স্বাধীন মতামত / কথা না বলে / বাধা না দিয়ে লোকেরা কী বলে তা শুনতে সবাইকে সক্ষম করুন... এই নিয়মগুলি এখান থেকে আসা উচিত কমিউনিটি)*

অংশগ্রহণকারী: স্থানীয় মুন্ডা সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের প্রতিনিধিত্বকারী ১৩ জন নারী সভায় অংশ নিয়েছিলেন। ১৩ জনের মধ্যে ১০ জন বুড়িগোয়ালিনী গ্রামের এবং ৩ জন পার্শ্ববর্তী মাগুরাকুনি গ্রামের বাসিন্দা।

আলোচনার বিষয়বস্তু

বক্তা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য / প্রশ্নের উত্তর	**কমিউনিটির প্রকাশিত মতামত (এমনকি একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী হলেও)**
প্রকল্প কার্যক্রম এবং পরবর্তী ঝুঁকি	*কৃষি কাজের উপযোগী জমির অভাব।* *যেহেতু নারী জীবিকাদলগুলি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং অ-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সুবিধাভোগীদের নিয়ে গঠিত, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সুবিধাভোগীদের সমান অংশগ্রহণের সুযোগের ঝুঁকি রয়েছে।*

ভূমি অধিকার এবং ভূমিতে প্রবেশাধিকার	*এ ওয়ার্ডের উপকারভোগীরা খাস জমিতে বসবাস করেন। তবে তারা দাবি করেছেন যে, খাস জমি তাদের নামে ১০ বছরেরও বেশি আগে বরাদ্দ করা হলেও, তারা কোন নথি পাননি।* *প্রায় ৩০০ বছর আগে সুন্দরবন অঞ্চলে বন পরিষ্কার ও চাষাবাদের জন্য শ্রমিক হিসেবে তাদের মুন্ডা সম্প্রদায়কে এ এলাকায় নিয়ে আসা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তারা বন পরিষ্কার করে চাষাবাদ শুরু করে। ১৯৬০-এর দশক থেকে চিংড়ি চাষের জন্য লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ শুরু হলে তারা অ-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও প্রভাবশালী/ভূমি দস্যুদের কাছে তাদের কৃষি জমি হারাতে শুরু করে।*
ঐতিহ্যগত জীবিকা ও পছন্দসই জীবিকা	*স্থানীয় মুন্ডা জনগোষ্ঠী কাঁকড়া খামার ও চিংড়ি খামারে দিন মজুর হিসেবে কাজ করে। চিংড়ি চাষের জন্য লবণাক্ত জলের অনুপ্রবেশ এবং কৃষি থেকে চিংড়ি চাষের জন্য জমি রূপান্তরের কারণে তারা তাদের নিয়মিত জীবিকা হারিয়েছে। এখন নারীরা বিকল্প জীবিকা হিসেবে মাঝে মাঝে কাঁকড়া ও পুকুর থেকে শৈবাল পরিষ্কার করেন এবং সুন্দরবনের আশেপাশের এলাকা থেকে কাঁকড়া ও চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করেন। বেশির ভাগ পুরুষই সুন্দরবনে গিয়ে কাঁকড়া, মাছ, মধু ও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেন।* *জিসিএ প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে তাদের জীবিকা অনুশীলনের কোনও দ্বন্দ্ব নেই। তবে কৃষি এবং মৎস্য চাষের জন্য যথেষ্ট জমি নেই। লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ হলে তারা ধান চাষ করতে পারে এবং হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন করতে পারে।*
জেন্ডার সম্পর্কিত	*মুন্ডা পরিবার গুলো পিতৃতান্ত্রিক। নারীদের কোন সভায় যোগ দেওয়ার আগে পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। বাড়ি ফিরতে দেরি হলে স্বামী ও শ্বাশুড়ির সমালোচনার মুখে পড়েন তারা।* *মুন্ডা পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই বাইরে কাজ করেন। মুন্ডা মহিলারা জীবিকার কাজে অংশ নিতে বাইরে যেতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হন না।*
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	*স্থানীয় মুন্ডা সম্প্রদায়, নিজেদের মধ্যে আলোচনার পরে একসাথে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা সভায় গৃহীত সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য।* *প্রতিটি গ্রামে একটি সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো রয়েছে যা ৩ জন সদস্য (মোড়ল, পাশ মোড়ল এবং নারী পাশ মোড়ল) নিয়ে গঠিত। ২০২১ সালে গ্রামবাসীদের নিয়ে গ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপজেলা পর্যায়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংস্থাগুলি দ্বারা অনুমোদিত হয়। এরপর থেকে, ব্যবস্থাপনা সংস্থা স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেয় এবং যদি দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তবে তা নিরসন করে।*
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	*বাহ্যিক চাপে মুন্ডা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতিনীতি পরিবর্তিত হয়েছে। তারা তাদের সাংস্কৃতিক চর্চা ত্যাগ করে এবং হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করছে। কিন্তু সম্প্রতি তারা তাদের মূল রীতিতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: তারা আগে মৃতদেহগুলি দাফন করত কিন্তু পরে তারা হিন্দু সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে মৃতদেহগুলি সৎকার শুরু করে। সম্প্রতি, তারা দাফনের জন্য তাদের রীতিতে ফিরে এসেছে।*
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার	*২০০৫ সালের আগে তাদের শিক্ষা এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সীমিত প্রবেশাধিকার ছিল। তারা বৈষম্যের মুখোমুখি হতেন। আগে মুন্ডা সম্প্রদায়ের কেউ যদি কোনো কলসি স্পর্শ করতেন, তাহলে সেখান থেকে কেউ পানি পান করত না; স্কুলে, তাদের বাচ্চাদের পিছনের বেঞ্চে বসতে হত। ২০০৫ সালে, এই গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তাদের শিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এখন পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, এবং তারা যে কোন জায়গায় গেলে তাদের যথাযথ সম্মান পায়।* *পূর্বে তারা তাদের নামের সাথে 'সরদার' উপাধি ব্যবহার করত। এখন তারা তাদের উপাধি হিসাবে 'মুন্ডা' ব্যবহার করে যা তাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধিকার বজায় রাখতে সহায়তা করছে। সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো তাদের উন্নয়নে কাজ করছে। এখন, তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে এবং নিয়মিত কার্যক্রম সম্পাদন করতে বাংলায় সমানভাবে দক্ষ।*
সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব	*যদি তাদের নিজস্ব জীবিকা দল থাকে তবে তারা প্রকল্পের মেয়াদের পরেও কাজ চালিয়ে যাবে।*
প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সুবিধার কোন বৈষম্য?	*বসতবাড়িতে পানির সুবিধা পাওয়ার আগে সুবিধাভোগীরা পুকুরের জল পান করতেন। এখন তারা নিরাপদ পানি বাড়িতে বসে পাচ্ছেন। প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে তাদের কোন সমস্যা বা দ্বন্দ্ব নেই।*

ভূমি ব্যবহার, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা	*প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির সাথে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনও দ্বন্দ্ব নেই যতক্ষণ না এটি তাদের ধর্ম পরিবর্তন করতে বলে। মিশ্র কমিউনিটি গ্রুপে কাজ করতে তাদের কোনো সমস্যা নেই। তবে তাদের নিজস্ব গ্রুপ থাকলে তাদের ভালো হবে।*
গোপনীয় বিষয়	*বৈঠকের সময় পুরুষ সহায়তাকারী এবং নোট গ্রহণকারীকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল যাতে অংশগ্রহণকারীরা গোপনীয় বিষয়গুলি উত্থাপন করতে পারে, তবে কিছুই উত্থাপিত হয়নি।*

কিভাবে সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল?

অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে তাদের সম্মতি প্রদান করতে চেয়েছে যা তিন সদস্য (*মোড়ল, পাশ মোড়ল এবং নারী পাশ মোড়ল)* নিয়ে গঠিত। তিন সদস্যের মধ্যে নারী পাশ মোড়ল (গ্রামের মহিলা নেত্রী) সভায় উপস্থিত ছিলেন। তার কাছ থেকে লিখিত সম্মতি নেওয়া হবে। তিনি রিপোর্টের বাংলা সংস্করণে স্বাক্ষর করবেন।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (জিআরএম)

বিদ্যমান অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থায় তারা তাদের ইউনিয়ন পরিষদের সচিব (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) বা ইউনিয়ন পর্যায়য় অবস্থিত তথ্য আপার (তথ্য সেবা কর্মকর্তা) কাছে যে কোনও অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

বৈঠকে তারা এমন একটি ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন যাতে তারা তাদের কমিউনিটি নেতাদের (*মোড়ল, পাশ মোড়ল এবং নারী পাশ মোড়ল)* কাছে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন যা পরে তারা পিএমইউকে অবহিত করতে পারে।

এফপিআইসি প্রক্রিয়া

তারা তাদের গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম বা যে কোনও পরিবর্তনের বিষয়ে সম্মতি দিতে চান। গ্রাম পর্যায়ের পরিচালনা কমিটি যে কোনও পরামর্শ এবং সম্মতি প্রদানের কেন্দ্রবিন্দু হবে।

অতিরিক্ত মন্তব্য

১। লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বন্ধে প্রকল্প থেকে সহায্তা প্রদানের আহ্বান জানান তারা, যাতে তারা ধান চাষ ও গবাদি পশু পালনে ফিরে আসতে পারে।

২। তারা এই প্রকল্প থেকে সমর্থন আশা করে যাতে তারা তাদের নামে সরকারী জমির নথি পায্ যা তারা গত ১০ বছরে খুঁজে পায্নি।

অংশগ্রহণকারী

(2)

United Nations Development Programme – UNDP
Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date: 7/12/2022

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
1	সুন্দরী মুন্ডা	F	৩২	দিনমজুর	বুড়িগোয়ালিনী	০১৯২৯৪০৫৬২৪	সুন্দরী
2	কল্যানী মুন্ডা	F	৫৯	"	"		কল্যানী
3	কল্পনা মুন্ডা	F	৪৮	"	"		কল্পনা
4	উষা মুন্ডা	F	৩৯	"	"		উষা
5	কমলা মুন্ডা	F	২২	গৃহিনী	"	০১৯০৭৬৬৬৯২৫	কমলা
6	পাচী মুন্ডা	F	৬৫	দিনমজুর	"		
7	সুন্ধা মুন্ডা	F	৫৪	"	"		
8	আশালতা মুন্ডা	F	৫৫	"	"	০১৬২৬৭৭৪৯৭২	আশালতা
9	কৌশল্যা মুন্ডা	F	৪৫	"	"		কৌশল্যা
0	সবিতা মুন্ডা	F	২৮	গৃহিনী	"	০১৯৯৩৬৪২২৪৮	সবিতা
11	সুলতা রানী সরদার	F	৩৫	"	মাগুরাকুনি		সুলতা

United Nations Development Programme – UNDP
Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date: 7/12/2022

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
12	সন্ধ্যা রানী সরদার	F	৩৯	দিনমজুর	মধুরাকুনি		সন্ধ্যা
13	সুলতা রানী সরদার	F	৩৫	"	"		সুলতা
14	অর্পনা মুন্ডা	F	২৫	WF রমজাননগর	কালিঞ্চী	01916-302983	অর্পনা
15	শেখ মোস্তাফিজুর রহমান	M	৪৫	US মুন্সিগঞ্জ		01715951580	[illegible]
16	অনিতা ইকরা	F	25	W.F	কালবাড়ী	01948-4[illegible]2324	অনিতা ইকরা
17	মোঃ জয়নাল আবেদীন	M	৫০	Safeguard Specialist UNDP	খুলনা	01711983470	[illegible]
18							
19							
20							
21							
22							
23							

প্রাসঙ্গিক ছবিসমূহ

সভা - ৩

স্টেকহোল্ডার পরামর্শ / এফপিআইসি প্রতিবেদন

অবস্থান: *গ্রাম-দাতিনাখালী, ওয়ার্ড নং : ৭, ইউনিয়ন-বুড়িগোয়ালিনী, উপজেলা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা*

তারিখ: *ডিসেম্বর ৮, ২০২২*

সময়: *সকাল ৯:৩০ – দুপুর ১:৩০*

দৈর্ঘ্য: *২ ঘন্টা*

স্থান: *মুন্ডাপাড়া দাতিনাখালী স্যাটেলাইট স্কুল মাঠ, গ্রাম-দাতিনাখালী, ইউনিয়ন-বুড়িগোয়ালিনী, উপজেলা-শ্যামনগর*
(নাম, ফাংশন, যোগাযোগের বিবরণ)

সভার আয়োজক: লিপিকা মন্ডল, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস, আরপি-এনজিও); গ্রাম-কলবাড়ী, ওয়ার্ড নং-৪, ইউনিয়ন-বুড়িগোয়ালিনী, উপজেলা-শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, মোবাইল নম্বর: ০১৪০৭ ৬৯৩৭৩৫

বক্তা: মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মার্কেট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফ্যাসিলিটেটর, জিসিএ প্রজেক্ট, সিএনআরএস, মোবাইল নম্বর: ০১৯৩৯ ১১৪০৭০

সঞ্চালক: মোঃ জয়নাল আবেদীন, সেফগার্ড স্পেশালিস্ট, জিসিএ প্রকল্প, ইউএনডিপি, মোবাইল নম্বর: ০১৭১১ ৯৮৩৪৭০

সাচিবিক কার্যক্রম (নোট গ্রহণ): লিপিকা মন্ডল, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, জিসিএ প্রকল্প, সিএনআরএস, মোবাইল নম্বর: ০১৪০৭ ৬৯৩৭৩৫

অনুবাদক: অর্পোনা মুন্ডা, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, জিসিএ প্রজেক্ট, সিএনআরএস [গ্রাম- কালিঞ্চি, ওয়ার্ড নং। : ইউনিইয়ন-রমজাননগর, উপজেলা-শ্যামনগর, সাতক্ষীরা] মোবাইল নম্বর: ০১৯১৬ ৩০২৯৮৩

সভায় ব্যবহৃত ভাষা: বাংলা এবং সাদ্রি (মুন্ডা ভাষা)

কখন আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল: ৬ ডিসেম্বর, ২০২২ বিকাল ৩-৪ টার মধ্যে

অংশগ্রহণকারীদের কীভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল: গ্রামে বসবাসকারী মুন্ডা পরিবার ও জিসিএ প্রকল্পের সকল উপকারভোগীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

ভূমিকা

অনুগ্রহ করে নীচের নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন - এমনকি যদি প্রকল্পটি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়।

- ☐ বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ প্রকল্পের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার উদ্দেশ্য উপস্থাপন (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার নিয়মাবলী সম্পর্কিত চুক্তি *(কমিউনিটিকে জিজ্ঞাসা করুন- উদাঃ: অংশগ্রহণ স্বেচ্ছাসেবী / প্রত্যেকে তাদের প্রকাশ করতে স্বাধীন মতামত / কথা না বলে / বাধা না দিয়ে লোকেরা কী বলে তা শুনতে সবাইকে সক্ষম করুন ... এই নিয়মগুলি এখান থেকে আসা উচিত কমিউনিটি)*

অংশগ্রহণকারী: বুড়িগয়ালিনী ইউনিয়নের দাতিনাখালী গ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের প্রতিনিধিত্বকারী স্থানীয় মুন্ডা সম্প্রদায়ের ২৬ জন প্রতিনিধি ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা সকলেই নারী এবং জিসিএ প্রকল্পের উপকারভোগী ছিলেন।

আলোচনার বিষয়বস্তু

বক্তা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য / প্রশ্ন সম্বোধন	সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রকাশিত মতামত (এমনকি একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী হলেও)
প্রকল্প কার্যক্রম এবং পরবর্তী ঝুঁকি	*কৃষি ও মৎস্য চাষের জন্য উপযোগী জমি খুঁজে পাওয়া দুরূহ।* *উক্ত গ্রামে প্রকল্পের নারী জীবিকায়ন দল (ডাব্লুউএলজি) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং অ-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত: ২৫ সদস্যের গ্রুপের মধ্যে ৮ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উপকারভোগীদের সমান অংশগ্রহন পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উপকারভোগীরা দলীয় কার্যক্রমে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে বাধ্য হতে পারে।*
ভূমি অধিকার এবং ভূমিতে প্রবেশাধিকার	*দাতিনাখালী গ্রামে বসবাসকারী প্রায় সব মুন্ডা হয় খাস জমিতে নয়তো অন্যের জমিতে বসবাস করছেন। তারা অভিযোগ করেছেন যে তারা যেখানে বাস করেন তার বেশিরভাগ খাস জমি ডিসিআর কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বরাদ্দ করা হয়নি, তাই তারা [২] অনিশ্চয়তার সাথে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাস করছেন।* *এখানে ৩৩টি মুন্ডা পরিবার ছিল, যার মধ্যে ৫টি পরিবার সাতক্ষীরা জেলা শহরে চলে গেছে এবং ২৮টি পরিবার বর্তমানে গ্রামে অবস্থান করছে। তাদের কারোরই জমি নেই এবং তারা পোল্ডারের (বেড়িবাঁধ) পাশে বসবাস করছে।*
ঐতিহ্যগত জীবিকা ও পছন্দসই জীবিকা	*ঐতিহ্যগত জীবিকা :* *ক. বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে ও সংলগ্ন নদী ও খালে মাছ ধরা* *খ. বনাঞ্চলের ভেতর ও সংলগ্ন নদী ও খালে কাঁকড়া ধরা* *গ. দিনমজুরি: নারীরা সাধারণত চিংড়ি খামারে এবং পুরুষেরা ইটভাটায় ধান কাটার জন্য দিনমজুরের কাজ করে* *ঘ. কৃষিকাজ (ধান চাষ)* *প্রাথমিকভাবে এই অঞ্চলে মুন্ডা সম্প্রদায়ের ৩-৫ টি পরিবার ছিল যারা বন পরিস্কার করার পরে কৃষিকাজ শুরু করে। বর্তমানে এই গ্রামে ২৮টি পরিবার বসবাস করছে।* *জিসিএ প্রকল্পের জীবিকা বাস্তবায়ন কার্যক্রম, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তারা বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জন্য উপকারী হবে। তাদের পছন্দের জীবিকার হল কাঁকড়া চাষ এবং অ্যাকোয়া-জিওপোনিক্স।*
জেন্ডার সম্পর্কিত	*একটি পরিবারের নারী এবং পুরুষ সদস্য পারিবারিক পর্যায়ে এবং বাইরে একসাথে কাজ করে, এটি তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতি দ্বারা অনুমোদিত। স্ত্রী যদি দীর্ঘ সময় বাইরে কাজ করতে চান তবে তিনি তার স্বামী বা বাড়ির প্রধানের কাছ থেকে অনুমতি নেন। জিসিএ প্রকল্প এখানে ৭ ধরণের জীবিকা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মুন্ডা নারীরা সভা এবং জীবিকার কার্যক্রমে অংশ নিতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন না।*
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	*গ্রাম বা সম্প্রদায়ের প্রধান (মোড়ল / মাতব্বর) কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেন।*

[২] ডিসিআর: ডুপ্লিকেট কার্বন রসিদ; ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে মিউটেশন খতিয়ান নতুন মালিকের নামে ইস্যু করে এবং ভূমিহীনদের জমি প্রদান করে।

বক্তা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য / প্রশ্ন সম্বোধন	সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রকাশিত মতামত (এমনকি একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী হলেও)
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার	*৪ – ৫টি পরিবার সাতক্ষীরা জেলা শহরে চলে গেছে।* *অভিবাসনের কারণ:* *ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগ* *খ. জমির অভাব* *গ. কৃষি জমির অভাব* *ঘ. আয় ও জীবিকার সুযোগ হ্রাস* *ফাদার লুইগি[3] সাতক্ষীরার ঝুঁকিপূর্ণ মুন্ডা পরিবারের ৫ জনকে ৮ শতক জমি দান করেন।* *দাতিনাখালীতে ডাব্লুউএলজিগুলি ২৫ টি পরিবার নিয়ে গঠিত; এর মধ্যে ০৮ টি মুন্ডা পরিবার। এই গোষ্ঠীর সভাপতি মুন্ডা সম্প্রদায়ের: কনিকা মুন্ডা।* *মুন্ডা সদস্যরা সরকারী পরিষেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা সুবিধাগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়।*
সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব	*মুন্ডা সদস্যরা জানিয়েছেন যে প্রকল্পের কার্যক্রম তাদের জীবন বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে না। বরং এটি তাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কারণ এখন তারা পানীয় জলের সুবিধা পেয়েছে, এছাড়া বিকল্প জীবিকা অনুশীলনের কারণে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুষ্টিকর খাবার এবং শাকসব্জি খেতে পারছে।*
প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সহায়তায় বৈষম্য	*মাঠের বাইরে নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করেন। প্রকল্পের কার্যক্রম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।* *স্থানীয় সাদ্রি ভাষায় ডাব্লুএলজি প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে এটি তাদের পক্ষে উপকারী হবে।* *তারা দলের মধ্যে কোনো বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছেন না।*
ভূমি ব্যবহার, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা	*প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের কোন দ্বন্দ্ব নেই যতক্ষণ না এটি তাদের ধর্ম পরিবর্তন করতে বলে। মিশ্র কমিউনিটি গ্রুপে কাজ করতে তাদের কোনো সমস্যা নেই। তবে তারা তাদের নিজস্ব গ্রুপ থাকলে তাদের জন্য ভালো হবে।*
গোপনীয় বিষয়	*দলীয় ভাবে সবজি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি ও উপকরণ সহায়তা সঠিক সময়য় না পাওয়ায় তারা ১ম ধাপে বসত বাড়িতে সবজি চাষ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি, ফলে তাদের প্রত্যাশিত আয় হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ধাপ শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় জমি লীজ নেয়া ও উপকরণ সহায়তা পেয়েছে।* *প্রকল্প থেকে প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা লাইভলিহুড কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে যারা প্রতিটি জীবিকায়ন দলকে কারিগরি সহায়তা করবে ও এনজিও গুলির উপকরণ ক্রয় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে।*

কিভাবে সম্মতি প্রদান করে ছিল?

মোট ২৮ টি খানার মধ্যে ২৬ টি খানার প্রতিনিধি পরামর্শ সভায় অংশ নিয়ে সম্মতি প্রদান করেছিলেন। তারা জানিয়েছেন যে এ প্রকল্পে তাদের অধিকার এবং মূল্যবোধকে সম্মান করা হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম তাদের জমি, সম্পদ এবং এলাকার জন্য উপযোগী। তারা তাদের গ্রামে সুপেয় পানি এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্মতি প্রদান করেছেন এবং উপকারভোগী হিসাবে প্রকল্পে যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন।

সভার প্রতিবেদনের বাংলা সংস্করণে স্বাক্ষরের মাধ্যমে লিখিত সম্মতি প্রদানের জন্য তারা 'নারী পাশ মোড়ল' (আনন্দিনী মুন্ডা, সভার সভাপতিত্ব করেন) মনোনীত করেন।

[3] ফাদার লুইগি পাগ্লি: একজন ইতালীয় জাভেরিয়ান মিশনারি এবং মুন্ডা সম্প্রদায়ের একজন প্রকৃত বন্ধু যিনি তাদের সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য শ্যামনগরে ২০ বছর বেশি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা নারী বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে আরপি এনজিও অফিসের এই প্রকল্পের অভিযোগ রিপোর্টিং ব্যবস্থা রয়েছে । তারা 'পাশ মোড়ল'-এর মাধ্যমে প্রকল্প সম্পর্কিত অভিযোগ জানাতে চান।

এফপিআইসি প্রক্রিয়া

প্রকল্প কার্যক্রম বা এর কোন পরিবর্তনের বিষয়ে তারা গ্রাম পর্যায়ের তিন প্রতিনিধির (যেমন মোড়ল, পাশ মোড়ল এবং নারী পাশ মোড়ল) মাধ্যমে সম্মতি দিতে বা অবহিত করতে চান। তারা সম্মতি প্রদানের আগে এই ধরনের পরামর্শ সভা পছন্দ করে এবং সভার প্রতিবেদন / রেজোলিউশনে গ্রাম স্তরের ব্যবস্থাপনা সংস্থার স্বাক্ষরের মাধ্যমে সম্মতি প্রদান করতে চায়। প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ রাখতে, সম্মতি প্রদান এবং অভিযোগ দেওয়ার জন্য তারা মোড়লকে তাদের গ্রামের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে নিযুক্ত করেছিল। মোড়ল এজন্য যদি এর প্রয়োজন হয়, তবে সুন্দরবন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সংস্থার (সামস) সভাপতির সাথে পরামর্শ করবে।

অতিরিক্ত মন্তব্য

যদিও বেশীরভাগ মুন্ডা সদস্য বাংলা ভাষায় সাবলীল, তারপরও আরও ভালো ভাবে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য মুন্ডা ভাষায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করলে তাদের জন্য সহজ হবে।

অংশগ্রহণকারী

③

United Nations Development Programme – UNDP
Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date: 8/12/2022

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
1	আনন্দীনি মুন্ডা	F	৩২	গৃহিনী	দাতিনাখালী	০১৭০৬-৬৩৭৪১১	আনন্দীনি
2	আলো মুন্ডা	F	৪০	দিনমজুরী	"	০১৭১২-২৭৫২৫৪	আলো
3	দুঃখিনী মুন্ডা	F	৩০	গৃহিনী	"	০১৯৮৪৭৪৬৯৬০	দুঃখিনী
4	প্রতিমা রানী মুন্ডা	F	৩৫	"	"	০১৯০২৭৪৯০৬৭	প্রতিমারানি
5	গীতা রানী মুন্ডা	F	৪৫	দিনমজুরী	"	গীতা	গীতা
6	একাদশী মুন্ডা	F	২৬	গৃহিনী	"	০১৯৪০৬৬৪০৪৪	একাদশী
7	রত্নমনি মুন্ডা	F	৪৮	দিনমজুরী	"		রত্নমনি
8	একাদশী মুন্ডা	F	২৭	গৃহিনী	"	০১৭৭০-৭৪২৪৫৫	একাদশী
9	ঝুমিলা রানী মুন্ডা	F	৩০	"	"	০১৯৬০-০৭৫৭৮০	ঝুমিলা
0	মনিমা মুন্ডা	F	২২	গৃহিনী	"	০১৯২২৮৩৯৮৪	মনিমা
11	ভারতী মুন্ডা	F	২৮	"	"	০১৯২৬৮০৬৯২৬	ভারতী

United Nations Development Programme – UNDP
Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date:

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
12	বনবিবি মুন্ডা	F	২৯	গৃহিনী	আতিনাখালী	০১৯৫৭২৪১৫৫২	বনবিবি
13	বিশ্বাসী মুন্ডা	F	৩২	"	"	০১৯৯ ৫৯২৬৩০৬৫	বিশ্বাসী
14	বাতাসী মুন্ডা	F	৫০	"	"	০১৭০৫৯৬৮৪১৪	বাতাসী
15	প্রমিলা মুন্ডা	F	৪৫	দিনমজুরী	"		প্রামিলা
16	কমলা মুন্ডা	F	২৬	"	"	০১৯৮০-৩৭৩৬৫	কমলা
17	দিপালী রানী মুন্ডা	F	৩০	"	"		দিপালী
18	বাসন্তি মুন্ডা	F	৩৮	গৃহিনী	"	01409370375	বাসন্তি
19	নিবেদিনী মুন্ডা	F	২৪	"	"		নিবেদিনি
20	আরতী মুন্ডা	F	৩৫	দিনমজুরী	"		আরতী
21	মনিকা মুন্ডা	F	২৪	গৃহিনী	"	01990557303	মনিকা
22	আলোমতি মুন্ডা	F	২৮	"	"		আলোমতি
23	মালতী মুন্ডা	F	৩৫	দিনমজুরী	"	০১৮-৯১৮২৮৪৯২	মালতী

United Nations Development Programme – UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date:

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
24	সোমবারী মুন্ডা	F	৩২	দিনমজুরী	ঘোতিনাখালি	[illegible]	সোমবারী
25	কনিকারানী মুন্ডা	F	৩০		”	০১৯৪৬-৫৩৯০৬৬	কনিকা
26	আরু বালা মুন্ডা	F	৫৮	দিনমজুরী	”		আরু
27	অর্পনা মুন্ডা	F	২৫	WF রমজাননগর	কালিঞ্চী	০১৭১৬৩০২৪৮৬	অর্পনা
28	লিপিকা মন্ডল	F	29	W.F বুড়িগোয়ালিনী	বনবাড়ী	01407-693735	[illegible]
29	মো: আব্দুর রাজ্জাক	M	৩৭	MCBF-CNRS-GCA-Project	Shyamnagar Upazila	01939114070	[illegible]
30	মোঃ জয়নাল আবেদীন	M	৫০	Safeguard specialist UNDP	Khulna	01711983470	[illegible]
31							
32							
33							
34							

প্রাসঙ্গিক ছবিসমূহ

সভা - ৪

স্টেকহোল্ডার পরামর্শ / এফপিআইসি প্রতিবেদন

অবস্থান: *গ্রাম-পারশেমারী, ওয়ার্ড নং : ৫, ইউনিয়ন-গাবুরা, উপজেলা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা*

তারিখ: *ডিসেম্বর ৮, ২০২২*

সময়: *দুপুর ২:০০ - ৩:৩০*

দৈর্ঘ্য: *১.৫ ঘন্টা*

স্থান: *অবনী মুন্ডার বাড়ীর উঠান, গ্রাম - পারশেমারী, ইউনিয়ন-গাবুরা, উপজেলা-শ্যামনগর*
(নাম, পদবি, যোগাযোগের বিবরণ)

সভার আয়োজক: টুম্পা মুন্ডা, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস, আরপি-এনজিও); গ্রাম- পারশেমারী, ওয়ার্ড নং-৫, ইউনিয়ন-গাবুরা, উপজেলা-শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, মোবাইল নম্বর: ০১৭৪৪ ১৬৬৭৭৪

আলোচক: স্বরণ কুমার চৌহান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, জিসিএ প্রকল্প, সিএনআরএস, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৩ ৪৮৮২৬৬

সঞ্চালন: মোঃ জয়নাল আবেদীন, সেফগার্ড স্পেশালিস্ট, জিসিএ প্রজেক্ট, ইউএনডিপি, মোবাইল নম্বর: ০১৭১১ ৯৮৩৪৭০

সাচিবিক কার্যক্রম (নোট গ্রহণ): আনোয়ারা আক্তার, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, জিসিএ প্রকল্প, সিএনআরএস, মোবাইল নম্বর: ০১৯১২ ৮৭০৩৮৬

অনুবাদক: টুম্পা মুন্ডা, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস, আরপি-এনজিও); গ্রাম- পারশেমারী, ওয়ার্ড নং-৫, ইউনিয়ন-গাবুরা, উপজেলা-শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, মোবাইল নম্বর: ০১৭৪৪ ১৬৬৭৭৪

সভার জন্য ব্যবহৃত ভাষা: বাংলা এবং সাদ্রি (মুন্ডা ভাষা)

কখন আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল: ৪ ডিসেম্বর, ২০২২ বিকাল ৪টা-৫ টার মধ্যে

অংশগ্রহণকারীদের কীভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সম্প্রদায়ের জিসিএ প্রকল্পের সমস্ত সুবিধাভোগী যারা এই গ্রামে বসবাস করে।

ভূমিকা

অনুগ্রহ করে নীচের নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন - এমনকি যদি প্রকল্পটি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়।

- ☐ বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ প্রকল্পের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার উদ্দেশ্য উপস্থাপন (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার নিয়মাবলী সম্পর্কিত চুক্তি (কমিউনিটিকে জিজ্ঞাসা করুন- উদাঃ: অংশগ্রহণ স্বেচ্ছাসেবী / প্রত্যেকে তাদের প্রকাশ করতে স্বাধীন মতামত / কথা না বলে / বাধা না দিয়ে লোকেরা কী বলে তা শুনতে সবাইকে সক্ষম করুন ... এই নিয়মগুলি এখান থেকে আসা উচিত কমিউনিটি)

অংশগ্রহণকারী: সভায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের (মুন্ডা) মধ্য থেকে জিসিএ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের পরিবার থেকে ১৩ জন নারী সদস্য অংশ নিয়েছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা সকলেই শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের পারশেমারী গ্রামের বাসিন্দা।

আলোচনার বিষয়বস্তু

আলোচক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য / প্রশ্নের উত্তর	**কমিউনিটির প্রকাশিত মতামত (এমনকি একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী হলেও)**
প্রকল্প কার্যক্রম এবং পরবর্তী ঝুঁকি	*কৃষিকাজের জন্য জমি ও সেচের পানির অভাব।*
ভূমি অধিকার এবং ভূমিতে প্রবেশাধিকার	*এই গ্রামের মুন্ডা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব জমি রয়েছে। তারা যে জমিতে বসবাস করে এবং চাষাবাদ করে তা তাদের নিজেদের নামে নিবন্ধিত জমি।*

ঐতিহ্যগত জীবিকা ও পছন্দসই জীবিকা	*তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবিকা হলো: ধান চাষ, মাছ ধরা, নদী ও বন থেকে কাঁকড়া ধরা, দিনমজুরি ও সবজি চাষ করা। চিংড়ি চাষের জন্য লবণাক্ত জলের অনুপ্রবেশের পরে তাদের ঐতিহ্যগত জীবিকার পরিবর্তন হয়েছে।* *জিসিএ প্রকল্পের জীবিকা সমূহের মধ্যে থেকে, তারা ৬ টি জীবিকা অনুশীলন করছে: বসতবাড়িতে সবজি চাষ, হাইড্রোপোনিক, অ্যাকুয়াজিওপনিক, গাছের নার্সারি, কাঁকড়া চাষ এবং কাঁকড়ার নার্সারি।* *তাদের পছন্দের জীবিকাগুলি হল: কাঁকড়া চাষ এবং অ্যাকুয়াজিওপনিক।*
জেন্ডার সম্পর্কিত	*সাধারণত, বাইরে যেতে হলে নারীদের স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয় এবং সন্ধ্যার আগে বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। মুন্ডা নারীদের বাইরে কাজ করতে কোনও বাঁধা নেই। পুরুষ ও নারী উভয় সদস্যই বাইরে কাজ করেন। জিসিএ উপকারভোগীরা বাইরে কাজ করতে বা কোনও গ্রুপ মিটিংয়ে অংশ নিতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন না।*
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	*স্ত্রী এবং স্বামী যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সিদ্ধান্তের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণত কমিউনিটি লিডার (মোড়ল) সহকারী কমিউনিটি লিডার-পুরুষ (পাশ মোড়ল) এবং সহকারী কমিউনিটি লিডার- নারী (নারী পাশ মোড়ল) সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসন করেন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেন। তবে বর্তমানে তাদের কোনো কমিউনিটি লিডার নেই।*
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	*ঐতিহ্যগতভাবে তারা শামুক, ইঁদুর এবং শুকরের মাংস খেতেন যা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার কারণে তারা আর খেতে পারেন না। তবে এখনও তারা কাঁকড়া, কুঁচে এবং কচ্ছপ খায়। তারা বাড়িতে গবাদি পশু পালন করত কিন্তু খাদ্যের অভাবে তারা বাড়িতে গবাদি পশু বা হাঁস-মুরগি পালন করতে পারে না।*
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার	*সামাজিক বৈষম্যের কারণে সময়ের সাথে সাথে সাদ্রি ভাষার চর্চা হ্রাস পাচ্ছে। স্কুলে সাদ্রি ভাষায় কথা বলার সময় সবাই তাদের শিশুদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে । এছাড়া, সাদ্রি ভাষায় কোনও বই লেখা হয়নি। কারণ সাদ্রি ভাষায় কোনও বর্ণমালা নেই। যেহেতু বইগুলো বাংলায় লেখা, তাই তাদের তাদের বাধ্য হয়ে বাংলায় লেখাপড়া করতে হয়।*
সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব	*যদি শুধু মুন্ডাদের নিয়ে জীবিকা দল তৈরী করা হয়, তাহলে তারা প্রকল্পের সময়ের পরেও কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।* *ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অংশগ্রহণকারীরা তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি গ্রুপগুলির জন্য নিয়মিত সভা এবং প্রশিক্ষণে সাদ্রি ভাষা ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু টুম্পা মুন্ডা (যিনি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর সদস্য) ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে প্রকল্পের জন্য কাজ করছেন, তাই তিনি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সাদ্রি ভাষায় সেটা প্রদান করতে পারেন।*
প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সহায়তায় কোন বৈষম্য	*প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা অনুসারে, মুন্ডা সম্প্রদায় বসতবাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা পাওয়ার কথা। তবে, সকল মুন্ডা পরিবার বাড়িতে জলের সমাধান পায়নি। পানীয় জল সংগ্রহের জন্য তাদের অনেককে প্রায় ৪৫ মিনিট হাঁটতে হয় যা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য।*
ভূমি ব্যবহার, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা	*মুন্ডা সম্প্রদায় তিনটি দেবতার পূজা করে: ভগবান শিব, সূর্য দেব এবং গঙ্গা। তারা সাধারণত আগে মৃতদেহ কবর দিত কিন্তু পরে তারা হিন্দু সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে মৃতদেহ সৎকার শুরু করে। সম্প্রতি, তারা তাদের কবর দেওয়ার রীতিতে ফিরে এসেছে।* *তাদের নিজস্ব কমিউনিটির মধ্যেই বিয়ে হয়।* *তারা তাদের বাড়িতে সাদ্রি ভাষা ব্যবহার করত কিন্তু এখন বাবা-মা বাড়িতে বাচ্চাদের সাথে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে যাতে তারা তাদের স্কুল এবং সংলগ্ন বাংলা কমিউনিটিতে সাবলীল ভাবে বাংলায় কথা বলতে পারে। তবে তারা তাদের ভাষার চর্চায় ফিরে যেতে চায়, তাই তারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে তাদের জন্য একটি পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছে।*
গোপনীয় বিষয়	*যদিও জিসিএ প্রকল্প এলাকার সকল মুন্ডা পরিবারকে উপকারভোগী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার কথা, তবে প্রায় অর্ধেক মুন্ডা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উপরন্তু, এখানে গঠিত ডাব্লুউএলজি গ্রুপগুলি মিশ্র সম্প্রদায়ের। যদি ডাব্লুউএলজিগুলি শুধুমাত্র মুন্ডা সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়, তবে তাদের কার্যক্রমের সাফল্য এবং ভবিষ্যতের স্থায়িত্বের জন্য সহায়তা করবে এবং তারা কমিউনিটির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বৈষম্য এড়াতে সক্ষম হবে।*

কিভাবে সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল?

অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে তাদের সম্মতি প্রদান করতে চান। নারী পাশ মোড়ল (গ্রামের মহিলা নেত্রী) সভার রিপোর্টের বাংলা সংস্করণে স্বাক্ষর করবেন।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

বিদ্যমান জিআরএম ব্যবস্থায় তারা তাদের ইউনিয়ন পরিষদের (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) সচিব বা ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত তথ্য আপার (তথ্য সেবা কর্মকর্তা) কাছে যে কোনও অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা একটি ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন যাতে তারা তাদের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের (*মোড়ল, পাশ মোড়ল এবং নারী পাশ মোড়ল*) মাধ্যমে তাদের কোন অভিযোগ থাকলে সরাসরি প্রকল্পের পিএমইউকে অবহিত করতে পারে।

এফপিআইসি প্রক্রিয়া

তারা তাদের গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম বা যে কোনও পরিবর্তনের বিষয়ে সম্মতি দিতে চান। গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি যে কোনও পরামর্শের কেন্দ্রবিন্দু হবে এবং সম্মতি প্রদান করবে।

অংশগ্রহণকারী

United Nations Development Programme – UNDP
Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples
Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date: 8/12/2022

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function -Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
1	তুম্পা মুন্ডা	F	24	WF	পার্শেমারী	01744166774	Tumpa
2	ভাদ্রী মুন্ডা	F	35	দিনমজুর	〃	01407032685	ভাদ্রী
3	বিজলী মুন্ডা	F	35	দিনমজুর	〃	01407032645	বিজলী
4	নিলা মুন্ডা	F	42	গৃহিনী	〃	01892122252	নিলা
5	ফুলবাসী মুন্ডা	F	19	গৃহিনী	〃	01905951154	ফুলবাসী
6	প্রমিলা মুন্ডা	F	27	দিনমজুর	〃	01914168006	প্রমিলা
7	অভাগীনি মুন্ডা	F	35	দিনমজুর	〃	01905950430	অভাগীনি
8	সাবিত্রী মুন্ডা	F	45	দিনমজুর	〃	01905950429	সবিত্রী
9	সন্ধ্যা মুন্ডা	F	32	দিনমজুর	〃	01955875995	সন্ধ্যা
0	নিলা মুন্ডা	F	20	গৃহিনী	〃	01989923836	নিলা
11	ময়না মুন্ডা	F	38	দিনমজুর	〃	01709712805	ময়না

United Nations Development Programme – UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date:

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
12	ময়না মুন্ডা	F	48	দিনমুজুর	পাখেরমারী	01972877252	ময়না
13	আলোমতি মুন্ডা	F	24	গৃহিনী	"	01905950432	আলোমতি
14	শংকর কুমার চৌধুরী	M	62	CNRS	Shyamnagar	01713488266	[illegible]
15	মো: জয়নাল আবেদীন	M	60	Safeguard Specialist UNDP	খুলনা	01711983470	Aladin
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

প্রাসঙ্গিক ছবি সমূহ

সভা - ৫

স্টেকহোল্ডার পরামর্শ/এফপিআইসি প্রতিবেদন

অবস্থান: *গ্রাম-ডুমুরিয়া, ওয়ার্ড নং: ৭, ইউনিয়ন-গাবুরা, উপজেলা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা*

তারিখ: *ডিসেম্বর ৮, ২০২২*

সময়: *বিকাল ৪:০০ - ৫:৩০*

দৈর্ঘ্য: *১.৫ ঘন্টা*

স্থান: *বুখমনি মুন্ডার উঠান, গ্রাম - ডুমুরিয়া, ইউনিয়ন - গাবুরা, উপজেলা - শ্যামনগর*
(নাম, পদবি , যোগাযোগের বিবরণ)

সভার আয়োজক: আনোয়ারা আক্তার, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস, আরপি-এনজিও), গ্রাম-ডুমুরিয়া, ওয়ার্ড নং-৭, ইউনিয়ন-গাবুরা, উপজেলা-শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, মোবাইল নম্বর: ০১৯১২ ৮৭০৩৮৬

আলোচক: স্বরণ কুমার চৌহান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, জিসিএ প্রকল্প, সিএনআরএস, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৩ ৪৮৮২৬৬

সঞ্চালক: মোঃ জয়নাল আবেদীন, সেফগার্ড স্পেশালিস্ট, জিসিএ প্রকল্প, ইউএনডিপি, মোবাইল নম্বর: ০১৭১১ ৯৮৩৪৭০

সাচিবিক কার্যক্রম (নোট গ্রহণ): আনোয়ারা আক্তার, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, সিএনআরএস, মোবাইল নম্বর: ০১৯১২ ৮৭০৩৮৬

অনুবাদক: অর্পণা মুন্ডা, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, জিসিএ প্রকল্প, সিএনআরএস [গ্রাম- কালিঞ্চি, ওয়ার্ড নং: ৫, ইউনিয়ন-গাবুরা, উপজেলা-শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, মোবাইল নম্বর: ০১৭৪৪ ১৬৬৭৭৪

সভায় ব্যবহৃত ভাষা: বাংলা এবং সাদ্রি (মুন্ডা ভাষা)

কখন আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল: ৫ ডিসেম্বর, ২০২২ দুপুর ২ - ৩ টার মধ্যে

অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে নির্বাচিত হয়েছিল: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সম্প্রদায়ের এই গ্রামে বসবাসকারী জিসিএ প্রকল্পের সমস্ত সুবিধাভোগীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল

ভূমিকা

অনুগ্রহ করে নীচের নির্দেশনা অনুসরণ করুন - এমনকি যদি প্রকল্পটি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়।

- ☐ বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ প্রকল্পের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার উদ্দেশ্য উপস্থাপন (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার নিয়মাবলী সম্পর্কিত চুক্তি *(কমিউনিটিকে জিজ্ঞাসা করুন- উদাঃ: অংশগ্রহণ স্বেচ্ছাসেবী / প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত যেন প্রকাশ করতে পারে। কথা না বলে বা বাঁধা না দিয়ে তারা কী বলে তা যেন সবাই শুনতে পারে, সেটা নিশ্চিত করুন ... এই নিয়মগুলি কমিউনিটি থেকে আসা উচিত)*

অংশগ্রহণকারী: সভায় গাবুরা ইউনিয়নের ডুমুরিয়া গ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের প্রতিনিধিত্বকারী জিসিএ প্রকল্পের উপকারভোগী স্থানীয় মুন্ডা সম্প্রদায়ের ০৫ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

আলোচনার বিষয়বস্তু

আলোচক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য / প্রশ্নের উত্তর	**কমিউনিটির প্রকাশিত মতামত (এমনকি একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী হলেও)**
প্রকল্প কার্যক্রম এবং পরবর্তী ঝুঁকি	*মৎস্য চাষ এবং কৃষি কার্যক্রমের প্রধান চ্যালেঞ্জ হল বিশুদ্ধ জল এবংকৃষি জমির অভাব।*

ভূমি অধিকার এবং ভূমিতে প্রবেশাধিকার	*প্রায় ৩০০ বছর আগে মুন্ডা সম্প্রদায়কে এ অঞ্চলে বন পরিষ্কার করে চাষাবাদের জন্য শ্রমিক হিসাবে আনা হয়। ১৯৬০-এর দশক থেকে চিংড়ি চাষের জন্য লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ শুরু হলে তারা অ-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রভাবশালী/ভূমি দস্যুদের কাছে তাদের কৃষিজমি হারাতে শুরু করে।*
ঐতিহ্যগত জীবিকা ও পছন্দসই জীবিকা	*জিসিএ প্রকল্প থেকে তারা যে জীবিকাগুলি অনুশীলন করছে: বসত বাড়িতে সবজি চাষ, হাইড্রোপোনিক, অ্যাকুয়াজিওপনিক, উদ্ভিদ নার্সারি, কাঁকড়া চাষ এবং কাঁকড়া নার্সারি।* *তাদের পছন্দসই জীবিকা হল: কাঁকড়া চাষ এবং অ্যাকুয়াজিওপনিক।*
জেন্ডার সম্পর্কিত	*মুন্ডা সম্প্রদায় প্রধানত পুরুষ প্রধান। পুরুষ ও মহিলা উভয় সদস্যই বাইরে কাজ করেন। তবে বাড়িরবাইরে যাওয়ার জন্য তাদের পুরুষ সদস্যের অনুমতি নিতে হয়। জীবিকা নির্বাহের কাজে অংশ নিতে তাদের কোনো সমস্যা হয় না।*
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	*মোড়ল এবং পাশ মোড়ল সামাজিক বিরোধ এবং সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলি সমাধান করে।*
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	*মুন্ডা সম্প্রদায় বছরে ৩-৪ টি ধর্মীয় উৎসব পালন করে। তবে প্রায় ১০ বছর আগে তারা প্রায় ৯-১০ টি উৎসব পালন করতো। বর্তমানে পালিত উৎসবের মধ্যে দীপাবলী পূজা (দীপাবলি নামেও পরিচিত) হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে তারা যৌথভাবে উদযাপন করে যা তাদের প্রধান উৎসব।* *কথিত আছে, মুন্ডা শিশু হাঁটতে পারার সাথে সাথে নাচ শিখে এবং কথা বলার সাথে সাথে গান গাইতে পারে। কিন্তু বাঙালি সম্প্রদায়ের সাথে তাল মিলাতে যেয়ে দিনে দিনে তাদের তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হ্রাস পাচ্ছে ।*
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার	*সামাজিক বৈষম্যের কারণে সময়ের সাথে সাথে সাদ্রি ভাষার চর্চা হ্রাস পাচ্ছে। স্কুলে সাদ্রি ভাষায় কথা বললে তাদের শিশুদের নিচু চোখে দেখা হয়। তাছাড়াও, সাদ্রি ভাষায় কোনও বই লেখা হয়নি কারণ সাদ্রি ভাষায় কোনও বর্ণমালা নেই। যেহেতু বইগুলো বাংলায় লেখা, তাই তাদের বাংলা শেখা বাধ্যতামূলক।*
সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব	*মুন্ডা সম্প্রদায় জানিয়েছে যে প্রকল্পের কার্যক্রম তাদের জীবন বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে না। বরং এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে কারণ তারা পানীয় জলের সুবিধা পাচ্ছেন। এছাড়াও বিকল্প জীবিকা অনুশীলনের কারণে তাদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পুষ্টিকর খাবার এবং শাকসব্জির খেতে পারছেন।*
প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সুবিধার কোন বৈষম্য?	*বসত বাড়িতে পানীয় জলের সুবিধা তাদের ভোগান্তি হ্রাস করেছে। উপরন্তু, এটি দূর থেকে জল সংগ্রহের জন্য তাদের সময় এবং শ্রম সাশ্রয় করার পাশাপাশি তাদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছে।*
ভূমি ব্যবহার, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা	*প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির সাথে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনও দ্বন্দ্ব নেই যতক্ষণ না এটি তাদের ধর্মান্তরিত হতে বলে। যদিও মিশ্র কমিউনিটি গ্রুপে কাজ করতে তাদের কোনো সমস্যা নেই , তবে তারা তাদের নিজস্ব গ্রুপে থাকতে পছন্দ করে।*
গোপনীয় বিষয়	*যদি ডাব্লুউএলজিগুলি শুধুমাত্র মুন্ডা সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়, তবে তাদের কার্যক্রমের সাফল্য এবং ভবিষ্যতের স্থায়িত্বের জন্য সহায়তা করবে এবং তারা কমিউনিটির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বৈষম্য এড়াতে সক্ষম হবে।*

কিভাবে সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল?
সম্মতি কাগজে-কলমে নেওয়া হবে। নারী পাশ মোড়ল এই সভার প্রতিবেদনের বাংলা সংস্করণে স্বাক্ষর করবেন।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা
বিদ্যমান জিআরএম ব্যবস্থায় তারা তাদের ইউনিয়ন পরিষদের (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) সচিব বা ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত তথ্য আপার (তথ্য সেবা কর্মকর্তা) কাছে যে কোনও অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

বৈঠকে তারা এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করার প্রস্তাব করেন যাতে তারা তাদের সম্প্রদায়ের নেতাদের (মোড়ল, পাশ মোড়ল এবং নারী পাশ মোড়ল) কোনও অভিযোগ থাকলে জানাতে পারে যা তারা সরাসরি প্রকল্পের পিএমইউকে অবহিত করবে।

এফপিআইসি প্রক্রিয়া
তারা তাদের গ্রাম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম বা যে কোনও পরিবর্তনের বিষয়ে সম্মতি দিতে চান। গ্রাম স্তরের ব্যবস্থাপনা কমিটি যে কোনও পরামর্শের কেন্দ্রবিন্দু হবে এবং সম্মতি প্রদান করবে।

অংশগ্রহণকারী

⑤

United Nations Development Programme – UNDP
Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date: 8/12/2022

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
24 1	কবিতা মুন্ডা	F	39	দিন মজুর	ডুমুরিয়া	01409705275	কবিতা
28 2	রুখমনি মুন্ডা	F	60	গৃহীনি	"	01409705275	[illegible]
28 3	কল্যানী মুন্ডা	F	50	গৃহিনী	"		কল্যানী
27 4	সুমিত্রা মুন্ডা	F	36	দিন মজুর	"		সুমিত্রা
28 5	নমিতা মুন্ডা	F	26	"	"	01904570680	নমিতা
28 6	স্বরন কুমার বৈরাগী	M	52	CNRS	Shyamnagar	01713488266	[signature]
30 7	মোঃ বায়েজিদ আহমেদ	M	50	Safeguard Specialist UNDP	খুলনা	01711983470	[signature]
31							

সভা - ৬

<u>স্টেকহোল্ডার পরামর্শ / এফপিআইসি প্রতিবেদন</u>

অবস্থান: *গ্রাম-গাজীপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৭, ইউনিয়ন-উত্তর বেদকাশী, উপজেলা-কয়রা, জেলা-খুলনা*

তারিখ: *ডিসেম্বর ০৭, ২০২২*

সময়: *দুপুর ২:৩০ – বিকাল ৫:৩০*

সময়কাল: *৩ ঘন্টা*

স্থান: *ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের অফিস, গ্রাম - গাজীপাড়া, ইউনিয়ন - উত্তর বেদকাশী, উপজেলা - কয়রা, জেলা-খুলনা*
(নাম, পদবি, যোগাযোগের বিবরণ)

সভার আয়োজক: স্বপ্না বালা, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস, আরপি-এনজিও) গ্রাম-গাজীপাড়া, ওয়ার্ড নং: ০৭, ইউনিয়ন-উত্তর বেদকাশী, উপজেলা-কয়রা, জেলা-খুলনা, মোবাইল নম্বর: ০১৯৯৮৭১৮৬৮৪

আলোচক: সারোয়ার হোসেন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, জিসিএ প্রকল্প, সিএনআরএস, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৮৩৭৫১২০

সঞ্চালক: লুৎফা পারভীন, জেলা সমন্বয়ক (খুলনা), জিসিএ প্রকল্প, ইউএনডিপি, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৭১০৬৩৮৩

সাচিবিক কার্যক্রম (নোট গ্রহণ): গাজী গুলজার হোসেন, উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নের ইউনিয়ন সুপারভাইজার, জিসিএ প্রকল্প, সিএনআরএস

অনুবাদক: স্বপ্না বালা, ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর, সিএনআরএস [গ্রাম- গাজীপাড়া, ওয়ার্ড নং: ০৭, ইউনিয়ন-উত্তর বেদকাশী, উপজেলা-কয়রা, জেলা-খুলনা, মোবাইল নম্বর: ০১৯৯৮৭১৮৬৮৪]

সভায় ব্যবহৃত ভাষা: বাংলা এবং সাদ্রি (মুন্ডা ভাষা)

কখন আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল: ৫ ডিসেম্বর, ২০২২ দুপুর ২ টার মধ্যে

অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে নির্বাচিত হয়েছিল: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুন্ডা সম্প্রদায়ের এই গ্রামে বসবাসকারী জিসিএ প্রকল্পের সমস্ত উপকারভোগীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

ভূমিকা

অনুগ্রহ করে নীচের নির্দেশনা অনুসরণ করুন - এমনকি যদি প্রকল্পটি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়।

- ☐ বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ প্রকল্পের উপস্থাপনা (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার উদ্দেশ্য উপস্থাপন (অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের অনুমতি দিন)
- ☐ সভার নিয়মাবলী সম্পর্কিত চুক্তি *(কমিউনিটিকে জিজ্ঞাসা করুন- উদাঃ: অংশগ্রহণ স্বেচ্ছাসেবী / প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত যেন প্রকাশ করতে পারে। কথা না বলে বা বাঁধা না দিয়ে তারা কী বলে তা যেন সবাই শুনতে পারে, সেটা নিশ্চিত করুন ... এই নিয়মগুলি কমিউনিটি থেকে আসা উচিত)*

অংশগ্রহণকারী: সভায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের প্রতিনিধিত্বকারী স্থানীয় মুন্ডা সম্প্রদায়ের ২২ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা সবাই গাজী পাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

আলোচনার বিষয়বস্তু

আলোচক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য / প্রশ্নের উত্তর	কমিউনিটির প্রকাশিত মতামত (এমনকি একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী হলেও)
প্রকল্প কার্যক্রম এবং পরবর্তী ঝুঁকি	*যখন মুন্ডা এবং মুসলিম উপকারভোগীদের নিয়ে মিশ্র ডাব্লুউএলজি গ্রুপ তৈরী করা হয়, তখন মুন্ডারা সাধারণত বৈষম্যের শিকার হয়। মুসলিম সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মুণ্ডাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং মুন্ডা সদস্যদেরকে পরিশ্রমী কাজ করতে বাধ্য করে। মুণ্ডারা এজন্য প্রকল্প সহায়তা পেতে এবং জীবিকা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য মিশ্র গ্রুপের পরিবর্তে শুধু মাত্র তাদেরকে নিয়ে পৃথক ডাব্লুউএলজি গ্রুপ করা হলে বৈষম্য কমবে এবং তাদের কাজ করতে সুবিধা হবে।* *উপকারভোগীরা প্রকল্পের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় কমবেশি খুশি। তবে নদীভাঙন, জলোচ্ছাস ও সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন ।* *গাছের নার্সারিগুলিতে, তারা নারকেল এবং কদবেলের চারা উৎপাদন করতে চায় কারণ এগুলি তুলনামূলকভাবে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, লবণাক্ততা এবং অন্যান্য দুর্যোগে টিকে থাকতে সক্ষম।* *প্রশিক্ষণ সহায়তার পাশাপাশি, তারা প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাড়ানোর জন্য যে কোন সফল নার্সারি পরিদর্শন করতে চান।*
ভূমি অধিকার এবং ভূমিতে প্রবেশাধিকার	*মুন্ডা সম্প্রদায়ের আদি বাসস্থান ভারতের রাঁচিতে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় বনাঞ্চল পরিষ্কার করে চাষাবাদের জন্য তাদের এ অঞ্চলে নিয়ে আসা হয়।* *তাদের বেশিরভাগই বর্তমানে খাস (সরকারী মালিকানাধীন) জমিতে বসবাস করে।*
ঐতিহ্যগত জীবিকা ও পছন্দসই জীবিকা	*ঐতিহ্যবাহী জীবিকা: মাছ ধরা, নদীও বন থেকে কাঁকড়া ধরা, দিনমজুরি, কৃষিকাজ, ইটভাটায় কাজ এবং হস্তশিল্প।* *জিসিএ প্রকল্পের যে জীবিকাগুলি তারা অনুশীলন করছে: তিল, হাইড্রোপোনিক, সবজি চাষ এবং উদ্ভিদ নার্সারি।* *তবে উচ্চ লবণাক্ততার কারণে এ অঞ্চলে তিল চাষ সফল হয়নি। অ্যাকুয়াজিওপনিক এবং কাঁকড়া চাষ তাদের জন্য উপযুক্ত হবে।* *প্রকল্পের বাইরের বিকল্প জীবিকার হিসাবে তারা গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই, হস্তশিল্প এবং মাছ চাষ প্রস্তাব করেন।*
জেন্ডার সম্পর্কিত	*মুন্ডা পরিবার গুলো পিতৃপ্রধান। পরিবারে মাঝে বড় ধরনের কোনো লিঙ্গ বৈষম্য নেই । তবে, পরিবারের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পুরুষ সদস্যরা নিয়ে থাকে।*
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	*কমিউনিটির আভ্যন্তরীন বিরোধ বেশিরভাগ সময় স্থানীয় কমিউনিটির নেতারা সমাধান করেন। নারীরা সালিশে কথা বলতে পারেন। কিন্তু তাদের নেওয়া পারিবারিক কোন সিদ্ধান্ত বাড়ির পুরুষ প্রধানের অনুমোদন ছাড়া গৃহীত হয় না। আর কমিউনিটি পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত মোড়ল ছাড়া আর কেউ নিতে পারে না। কমিউনিটিতে বড় ধরনের কোনো বিরোধ দেখা দিলে তারা সেটা ইউনিয়ন পরিষদে পাঠান।*
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	*বাহ্যিক প্রভাবে মুন্ডা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতিনীতি পরিবর্তিত হয়েছে। তারা এখন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ত্যাগ করে হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করছে।*
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার	*প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। বরং উইমেন লাইভলিহুড গ্রুপের সদস্য হওয়ায় তাদের নারীদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এখন তাদের কথা বলার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হয়েছে।*
সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব	*ডাব্লুউএলজিগুলি সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং ক্যাশিয়ার- এই তিনটি পদ নিয়ে গঠিত। তারা গ্রুপের আর্থিক এবং প্রশাসনিক কাজগুলি সম্পাদন করে। গ্রুপের মধ্যে বড় ধরনের কোনো বৈষম্য নেই, সবাই সমান সুবিধা পায়। কিন্তু গ্রুপটি যদি শুধুমাত্র মুন্ডা সদস্যদের নিয়ে গঠিত হত তবে এটি দলটিকে আরও টেকসই করবে, কারণ তাদের কাজের ধরণ, পরিকল্পনা, কাজের প্রস্তুতি মুসলমানদের চেয়ে আলাদা।*
প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সুবিধার কোন বৈষম্য?	*প্রকল্পের কার্যক্রম মুন্ডা সম্প্রদায়ের উপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলছে না। বসতবাড়িতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থার জন্য তাদের পানীয় জল প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে।* *প্রকল্পের কার্যক্রম তাদের নিয়মিত জীবিকা কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে না, বরং এটি তাদের নতুন ধরনে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে।* *প্রকল্পের কার্যক্রম তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং মর্যাদাও উন্নত করেছে। তারা সামাজিক বিরোধ এবং বৈষম্য ছাড়াই অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে একসাথে কাজ করতে পারছে।*

	যদিও গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে সুবিধা ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য নেই, তবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নির্বাচিত উপকারভোগীরা আরও ভাল সহায়তা এবং বেশি অর্থ পাচ্ছেন।
ভূমি ব্যবহার, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা	*প্রকল্পের কার্যক্রম তাদের ভূমি ব্যবহার এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রভাবিত করছে না। তাদের কোনো ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন নেই।*
গোপনীয় বিষয়	*যদি ডাব্লুউএলজিগুলি শুধুমাত্র মুন্ডা সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়, তবে তাদের কার্যক্রমের সাফল্য এবং ভবিষ্যতের স্থায়িত্বের জন্য সহায়তা করবে।*

কিভাবে সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল?

অংশগ্রহণকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মৌখিক সম্মতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে মোড়ল কমিউনিটির পক্ষ থেকে সভার প্রতিবেদনের বাংলা সংস্করণে স্বাক্ষর করবেন।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সম্পর্কে কেউ যথেষ্ট অবগত নন। তবে তাদের কেউ কেউ ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে সংরক্ষিত অভিযোগ বাক্সের কথা জানেন।

অভিযোগ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য পছন্দসই উপায় কী হবে?

তারা তাদের একজন স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে অভিযোগগুলি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য পাঠাবেন। এজন্য তারা *ডাব্লুউএলজির* সহ-সভাপতি শেফালি মুন্ডাকে বেছে নিয়েছেন।?

এফপিআইসি প্রক্রিয়া

তারা সভায় এ ব্যপারে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য তাদের গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করতে হবে। কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাদের সময় প্রয়োজন।

যদি কেউ তার সম্মতি ব্যপারে পরিবর্তন করতে চায় তবে কিভাবে সেটা করা হবে

তারা সেই সদস্যের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে এবং সমাধানের চেষ্টা করবে। এরপর ৩ সদস্যের কমিটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওয়ার্ড ফ্যাসিলিটেটর/ইউনিয়ন সুপারভাইজারকে ব্যাপারটা অবহিত করবে।

অংশগ্রহণকারী

United Nations Development Programme – UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date: 7.12.2022

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
1	শিখালী মুন্ডা	নারী	২৬	দিনমজুর	কালীপাড়া	01993-994202	শিখালী
2	অনিমা মুন্ডা	"	৩৪	"	"	01912636814	অনিমা
3	মিনতি মুন্ডা	"	22	গৃহিনী	"	01923856364	মিনতি
4	সারথী মুন্ডা	"	৩৫	দিনমজুর	"	01957035162	সারথী
5	স্বরসতী মুন্ডা	"	৪০	"	"	01916536076	স্বরসতী
6	মিনা মুন্ডা	"	৩৬	"	"	01908101830	মিনা
7	রেবতী মুন্ডা	"	৬০	গৃহিনী	"	01903297550	রেবতী
8	বনবাসী মুন্ডা	"	৪০	দিনমজুর	"	01922019337	বনবাসী
9	বেলমতি মুন্ডা	"	৪৪	"	"	01995641306	বিলমতি
0	লক্ষী মুন্ডা	"	৩৩	"	"	01950773545	লক্ষী
11	সবিতা মুন্ডা	"	৪৫	"	"	01799403149	সবিতা

United Nations Development Programme – UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date:

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
12	সবিতা রানী মুন্ডা	নারী	৪৬	দিনমজুর	গাবীপাড়া	01995774431	সবিতা
13	জয়ন্তী মুন্ডা	"	28	"	"	01909479128	জয়ন্তী
14	অনিতা মুন্ডা	"	৩৬	"	"	01405132605	অনিতা
15	শুকবরী মুন্ডা	"	৪৫	"	"	01975125765	শুকবরী
16	রানী বালা মুন্ডা	"	৪৬	"	"	01908751650	রানী
17	ভারতী মুন্ডা	"	৪৫	"	"	01904130030	ভারতী
18	অলশি মুন্ডা	"	৪৪	"	"	01934251497	অলশি
19	মালমাতি মুন্ডা	"	27	"	"	01957570092	মালমাতি
20	কল্পনা মুন্ডা	"	২৩	গৃহিনী	"	01961106080	কল্পনা
21	ববিতা বালা মুন্ডা	"	৩৭	দিনমজুর	"	01959264024	ববিতা
22	বিলমা রানী মুন্ডা	"	২৫	"	"	01971204885	[illegible]
23	স্বপ্না বালা	"	22	WF. CNRS	"	01998718684	Swapna

GREEN CLIMATE FUND

UN DP

GREEN CLIMATE FUND

United Nations Development Programme – UNDP

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)

Consultation Meeting with Indigenous Peoples

Attendance Sheet

PARTICIPANTS / অংশগ্রহনকারীঃ

Date:

#	Name/ নাম	Gender/ লিঙ্গ	Age / বয়স	Title /Function - Organisation/ পদবী / সংস্থা	Village/city / গ্রাম	Tel and/or email / মোবাইল নং	Signature / স্বাক্ষর
24	সাক্ষী গুলজার হোসেন	পুরুষ	৩৪	U.S. CNRS Koyra	koyra	01715-99 4863	
25	রিয়াজ আহমেদ	M	৩২	M&DO, CNRS	koyra	01710-121537	
26	নুসরাত পারভীন	নারী	৩৬	District Coordinator (Khulna)	Khulna	01717 106383	
27							
28							
29							
30							

প্রাসঙ্গিক ছবিসমূহ

জেন্ডার-রেস্পন্সিভ কোস্টাল অ্যাডাপ্টেশন (জিসিএ) প্রকল্প

অবাধ প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী

সূচনা

অবাধ প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ (Free Prior Informed Consent বা এফপিআইসি) মূলত একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ উপকারভোগীকে কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করে সম্মতি গ্রহণ করা হয়। এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মান দ্বারা সুরক্ষিত যা সমগ্র জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষনের স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র (UN Declaration on the Rights of Indigenous People, 2007) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও, সি ১৬৯; ১৯৮৯) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কোন কার্যক্রম শুরুর পূর্বে অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ (এফপিআইসি) আবশ্যিক হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এফপিআইসি শুধুমাত্র উপকারভোগীদের প্রকল্প কমর্কান্ডে তাদের মালিকানা বৃদ্ধি ও অধিকার নিশ্চিতই করে না, বরঞ্চ এটি প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার একটি ভাল অনুশীলন বলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন।

অবাধ প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ কি

অবাধ বলতে বোঝায় যে উপকারভোগী/জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় এবং কোন রকম চাপ বা ভয়-ভীতি ছাড়াই প্রকল্পের কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবার সম্মতি প্রদান করছে। প্রাক-অবহিতকরণ অর্থ হল কার্যক্রম শুরু করার আগেই তাকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে। সম্মতি গ্রহণ হল উপকারভোগী/জনগোষ্ঠী আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এফপিআইসি - জিসিএ প্রকল্পের কর্মীদের, পরামর্শদাতাদের এবং আউটসোর্স সংস্থাকে একটি বাস্তবধর্মী নির্দেশনা প্রদান করবে।

জিসিএ প্রকল্পে কেন এটি প্রয়োজন

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হতে পারে। একটি অবাধ ও স্বাধীন এফপিআইসি প্রক্রিয়া প্রত্যেকের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। প্রকল্পের উপকারভোগীরা প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর আগে স্বেচ্ছায় এবং কোনও প্রকার চাপ, ভীতি বা প্রভাব মুক্ত হয়ে তাদের সম্মতি দেবে। এফপিসিআই-এর মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

- সামাজিক ঐতিহ্য, স্থানীয় রীতিনীতি, ভাষা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, মর্যাদা এবং মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা করা;
- বল প্রয়োগ, পক্ষপাতিত্ব, কোন রকম উৎকোচ (ঘুষ/পুরষ্কার) গ্রহণ/প্রদান মুক্ত থেকে একটি অবাধ স্বচ্ছ অংশীদারীত্বমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করা এবং অংশীদারীত্ব গড়ে তোলার জন্য তাদের মালিকানাবোধ তৈরী করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় জীবন ও জীবিকার উপর কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়লে তা হ্রাস করতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- উপকারভোগীরা যেন তাদের অবাধ স্বাধীন মতামত জানাতে পারে তার জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা; এবং
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে একটি আস্থার ও বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করা।

এফপিআইসি গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং পদক্ষেপ

এটি উপকারভোগী এবং প্রকল্পের মধ্যে পারস্পরিকভাবে স্বীকৃত ব্যবস্থা। উপকারভোগীরা প্রকল্পের কার্যক্রম, এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং কাজের পরিধি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তাদের সম্মতি প্রদান করবে। এটি প্রকল্পের সময়কালের জন্য প্রযোজ্য হবে, তবে উপকারভোগীরা যখন খুশি তাদের সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারবে। একইভাবে জিসিএ প্রকল্প উপকারভোগী নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে যদি এটি প্রমাণিত হয় যে উপকারভোগী কোনও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন, বা কোন প্রকার অবৈধ কিম্বা নাশকতামূলক কার্যকলাপের সাথে জড়িত রয়েছেন।

মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বরত এনজিওর মাঠকর্মীরা কোনও কার্যক্রম শুরু করার আগে সম্মতি গ্রহণ করবেন। তারা প্রথমে প্রকল্পটি সম্পর্কে উপকারভোগীকে অবহিত করবেন। তারা প্রকল্পের প্রকৃতি, পরিধি, সময়কাল, বাস্তবায়নের পদ্ধতি এবং যে কোন প্রস্তাবিত কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন। অর্থাৎ তারা এর পরিধি, উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য ইতিবাচক/নেতিবাচক প্রভাব এবং প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সুবিধাগুলি বর্ণনা করে তারপর তাদের সম্মতি গ্রহণ করবেন।

জেন্ডার-রেস্পন্সিভ কোস্টাল অ্যাডাপ্টেশন (জিসিএ) প্রকল্প

অবাধ প্রাক-অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণের জন্য ফরম

গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার একটি প্রকল্প চালু করেছে যার শিরোনাম– "উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" যা জেন্ডার-রেস্পন্সিভ কোস্টাল অ্যাডাপ্টেশন (জিসিএ) প্রকল্প নামে পরিচিত। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এ প্রকল্পের জীবিকা সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। । এটি একটি ছয় বছর মেয়াদী (২০১৯-২০২৪) প্রকল্প যা উপকূলীয় জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের জীবিকা এবং পানীয় জলের সমাধানের জন্য পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা প্রদান করবে।

আপনি এই প্রকল্পের.....জীবিকা এবং/অথবা .....পানীয় জল কার্যক্রমের একজন উপকারভোগী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। অনুগ্রহ করে এ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পড়ুন (যদি উপকারভোগী পড়তে না পারেন তবে প্রকল্পের কর্মীরা মৌখিকভাবে তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করবেন) এবং কোনও প্রশ্ন থাকলে প্রকল্পের কর্মীদের জিজ্ঞাসা করুন। আপনি যদি এই প্রকল্পে উপকারভোগী হিসাবে অংশ নিতে চান তবে অনুগ্রহ করে নীচে এই নথিটিতে স্বাক্ষর/টিপসই প্রদান করুন।

১। আপনি যে সকল সহায়তা পাবেন (অনুগ্রহ করে প্রযোজ্য অংশে ✓ চিহ্ন প্রদান করুন)

☐ নির্বাচিত সংখ্যক মৎস্য চাষ এবং কৃষি ভিত্তিক জীবিকার জন্য প্রশিক্ষণ, নগদ সহায়তা এবং এই বিকল্প জীবিকাগুলির জন্য বাজার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা; এবং/অথবা

☐ পাড়া ভিত্তিক/ প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক/ খানা ভিত্তিক রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিষ্টেম অথবা পুকুর ভিত্তিক আল্ট্রা ফিল্ট্রেশন সিষ্টেম থেকে সুপেয় নিরাপদ খাবার পানির সহায়তা। খাবার পানির সহায়তা প্রাপ্তির জন্য কয়েকটি পূর্বশর্ত রয়েছে যেমনঃ

- আপনি যদি খানা ভিত্তিক রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং সিষ্টেমের উপকারভোগী হন, সেক্ষেত্রে আপনার বাড়ীর আঙ্গিনায় রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং সিষ্টেম স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ব্যবহারের অনুমতি দিতে হবে এবং আপনাকে এই সিস্টেম স্থাপনার জন্য আপনার অবদান হিসেবে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে।
- আপনি প্রকল্পের যে কোন সিষ্টেমের পানির উপকারভোগী হলে আপনাকে স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে।

২। প্রকল্পে আপনার দায়িত্ব-কর্তব্য

- পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকার পাশাপাশি আপনার সংশ্লিষ্ট নারী জীবিকায়ন গ্রুপ (ডব্লিউএলজি)/পানি ব্যবহারকারী গ্রুপের (ডব্লিউইউজি) গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;
- প্রকল্পের পানির সকল স্থাপনার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি ব্যবহারকারী গ্রুপের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আপনার নির্ধারিত ভুমিকা পালন করা;
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ/সংস্থা দ্বারা প্রদত্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা বাস্তবায়ন করা;
- আপনার নিজ নারী জীবিকায়ন গ্রুপ (ডব্লিউএলজি)/ পানি ব্যবহারকারী গ্রুপ (ডব্লিউইউজি), স্থানীয় সরকার/প্রশাসন এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি থাকা;
- অন্যান্য (প্রকল্পকর্মী আপনার সাথে আলোচনা করে লিখবেন) ১) ..... ২) .....।

৩। বিধিনিষেধ (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ)

- জীববৈচিত্র্য, বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি, প্রাকৃতিক জলাশয়, জীব বৈচিত্রের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চল বা প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য হুমকি হয় এমন কার্যক্রম;
- কৃষি সম্পর্কিত জীবিকায়ন কাজের জন্য কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার;
- প্রাকৃতিক জল প্রবাহে বর্জ্যপানি/ বর্জ্য নিষ্কাশন;
- প্রাকৃতিক উৎস/বনাঞ্চল থেকে কাঁকড়া সংগ্রহ;
- প্রত্নতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষতিসাধন; এবং
- যে কোন কার্যক্রম যা পানি দূষণ করে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে।

এছাড়াও প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সুপেয় নিরাপদ খাবার পানি সংক্রান্ত উপকরণ (যেমন পানির ট্যাংক, টিন, বাঁশ, ইট ইত্যাদি) ও জীবিকা

সংক্রান্ত উপকরণ (যেমন বীজ, জৈব সার, সেচ যন্ত্র ইত্যাদি) বিক্রি, হস্তান্তর, অন্যকে উপহার কিংবা অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

৪। গোপনীয়তা

এই প্রকল্পে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত থাকবে এবং আপনার পূর্বানুমতি ব্যতীত কারো কাছে তা প্রকাশ করা হবে না। তবে, আমরা আমাদের প্রকল্পের প্রকাশনা, নিবন্ধ এবং যোগাযোগ উপকরণে আপনার কথা এবং সাফল্যের গল্প উপস্থাপন করতে পারি। আপনি যদি সম্মত হন তাহলে নীচের বাক্সটিতে ✓ চিহ্ন প্রদান করুন।

☐ আমি রাজী

৫। যোগাযোগের তথ্য

এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে, তাহলে আপনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রকল্প কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:

সংশ্লিষ্ট আরপি এনজিওর প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নামঃ
অফিস ঠিকানাঃ
মোবাইল নম্বরঃ

৬। সম্মতি

আমি এখানে বর্ণিত সকল তথ্য বুঝতে পেরেছি এবং আমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি কোন দ্বিধা ছাড়া এই প্রকল্পের উপকারভোগী হতে সম্মত আছি।

.....
উপকারভোগীর নাম

..... **.....**
উপকারভোগীর স্বাক্ষর/টিপসই **তারিখ**
উপকারভোগীর আইডি নং-.....
উপকারভোগীর খানা নং-.....

সংযুক্তি ৫: স্বাক্ষরিত FPIC পরামর্শ প্রতিবেদন (Signed FPIC Consultation Reports)

Project Management Unit (PMU)
Level 4, Unit 401, SEL Rose-N-Dale
116, Kazi Nazrul Islam Avenue
Dhaka-1000, Bangladesh

Regional Office
Level 3, Parijat, House 31
Road 6, Sonadanga R/A (1st Phase)
Khulna- 9000, Bangladesh

Gender-responsive Coastal Adaptation (GCA)